NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ সরকারি জমি দখলে তোপ মাননীয়ার

উঁচু রাস্তার দাবিতে খানাকুলে বিক্ষোভ ৫

কলকাতা ৩০ জুন ২০২৪ ১৫ আষাঢ় ১৪৩১ রবিবার অষ্টাদশ বর্ষ ২১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 30.6.2024, Vol.18, Issue No. 21 8 Pages, Price 3.00

টি-২০ ক্রিকেটে বিশ্বজয়ী ভারত

নিজস্ব প্রতিবেদন: ৩০ বলে প্রয়োজন ছিল ৩০ রান। হাইনরিখ ক্লাসেন এক ওভারেই ম্যাচটাকে নিয়ে আসেন প্রায় দক্ষিণ আফ্রিকার হাতের মুঠোয়। ভারতের করা টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালের দলীয় সর্বোচ্চ ৭ উইকেটে ১৭৬ রানও তখন সহজ লক্ষ্য মনে হচ্ছিল। কিন্তু যশপ্রীত বুমরা তাদের সেই সহজ কাজটাকেই কঠিন করে তোলেন অবিশ্বাস্য বোলিংয়ে। ডেথ ওভারে ২ ওভারে মাত্র ৬ রান দিয়ে ১ উইকেট নিয়ে শেষ ওভারে সমীকরণটা কমিয়ে আনেন ১৬ রানে। হার্দিক পান্ডিয়ার করা ওই ওভারের প্রথম বলটা ছিল ফুলটস। স্ট্রাইকে থাকা ডেভিড মিলার ঠিকঠাক মেরেছিলেনও। কিন্তু লং অফ বাউন্ডারিতে থাকা সূর্যকুমার যাদবের অবিশ্বাস্য রিলে ক্যাচে নিশ্চিত ছক্কাটাই হয়ে যায় আউট। জয় তখন উল্টো ভারতের হাতের মুঠোয়, টি,টোয়েন্টি শ্রেষ্ঠত্বের মুকুটটা আবার মাথায় উঠল বলে। শেষ ওভারে হার্দিক পান্ডিয়া সেই সুযোগ হাতছাড়া হতে দেননি। ওভারের পঞ্চম বলে কাগিসো রাবাদাকে আউট করলেন। শেষ ওভারে মাত্র ৮ রান দিলে দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংস শেষ হয় ৮ উইকেটে ১৬৯ রানে। ৭ রানের জয়ে ১৭ বছর পর দ্বিতীয়বারের মতো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শিরোপা জিতল ভারত। প্রথম শিরোপা ২০০৭ সালে অনুষ্ঠিত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রথম আসরে।

ব্যাটিংয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার পাওয়ারপ্লেতেই ওপেনার রিজা হেনড্রিকস ও তিনে নামা এইডেন মার্করাম আউট হন। কুইন্টন ডি কক টিকে থাকায় তবু প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে ওঠে। ফর্মে থাকা এই বাঁহাতি ওপেনারের সৌজন্যে পাওয়ারপ্লেতে ৪২ রান তুলে ফেলে দক্ষিণ আফ্রিকা। ক্রিজে এসেই আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করেন তিনি। দুজনের ৩৮ বলে ৫৮ রানের জুটিতে ম্যাচে ফিরেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। নবম ওভারে এসে জুটিটা ভাঙেন প্যাটেল। ২১ বলে ৩১ রান করা স্টাবসকে বোল্ড করেন তিনি। ডি ককের ইনিংসও বড় হয়নি। অর্শদীপের করা ১৩তম ওভারে ৩১ বলে ৩৯ রান করে আউট হন এই বাঁহাতি। হাইনরিখ ক্লাসেন ও ডেভিড মিলার অবশ্য তাঁদের অনুপস্থিতি টের পেতে দেননি। ক্রিজে এসেই দুই শ স্ট্রাইক রেটে খেলা শুরু করেন ক্লাসেন।

বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ে বল আর রানের পার্থক্যটা কমিয়ে আনেন এক ওভারেই। প্যাটেলের করা ইনিংসের ১৫ম ওভারের আগে আগে ৩৬ বলে দক্ষিণ আফ্রিকার জয়ের জন্য দরকার ছিল ৫৪ রান। পরের ওভারে ২৩ বলে অর্ধশত পূর্ণ করেন ক্লাসেন। পান্ডিয়ার করা ১৭তম ওভারে ক্লাসেন কট বিহাইন্ড হলেও ম্যাচ তখনো প্রোটিয়াদের হাতের মুঠোয়। ২৭ বলে ২টি চার ও ৫টি ছক্কায় ৫২ রানে থামে ক্লাসেনের ইনিংস। ম্যাচের মোড় ঘুরতে থাকে সেখান থেকেই। ক্লাসেনের বিদায়ের পর প্রোটিয়াদের চেপে ধরেন বুমরা। শেষ স্পেলে ২ ওভার বল করে তিনি রান দিয়েছেন মাত্র ৬, উইকেট নিয়েছেন একটি। তবু মিলার টিকে থাকায় স্বপ্ন দেখছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। কিন্তু শেষ ওভারে জয়ের জন্য যখন ১৬ রান দরকার, তখন হার্দিক পান্ডিয়ার বলে আউট হলে থামে মিলারের ১৭ বলে ২১ রানের ইনিংস। এর আগে ভারত ইনিংসের শুরুতেই রোহিত ও ঋষভ পন্তের উইকেট হারায়। বাঁহাতি স্পিনার মহারাজের সাহসী ও কৌশলী বোলিংয়ে ৫ বলে ২টি চারে ৯ রান করার পরই দারুণ ফর্মে থাকা আউট হন রোহিত। দ্বিতীয় উইকেটের জন্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি মহারাজকে। ওই ওভারেরই শেষ বলে তাঁর ফ্লাইটের জালে আটকান পন্ত (০)। ভারতের রান তখন ২ ওভারে ২৩/২। জোড়া উইকেটের পতনে ভারতের রানের গতি কমে আসে। কোহলি ধরে খেলা শুরু করেন। তিনি ইনিংস শেষ করেছেন ৫৯ বলে ভারতীয় ইনিংসের সর্বোচ্চ ৭৬ রান করে। ৬টি চার ও ২টি ছক্কা ছিল তাঁর ম্যান অব দ্য ম্যাচ হওয়ার ইনিংসে। শিবম দুবের ব্যাট থেকে এসেছে ১৬ বলে ২৭ রান। তাতেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ডে পৌঁছে যায় ভারত। এমন স্মরণীয় ম্যাচ শেষে গুরুত্বপূর্ণ একটা সিদ্ধান্তও জানিয়ে দিয়েছেন কোহলি;আর খেলবেন না আন্তর্জাতিক টি, টোয়েন্টি ক্রিকেট। অন্যদিকে সম্ভাবনা জাগিয়েও দক্ষিণ আফ্রিকা আবারও দেখাল চাপের মুখে এখনো আগের মতোই ভেঙে পড়ে তারা।

টি-২০ ক্রিকেটকে আলবিদা জানালেন বিরাট কোহলি

ক্যারিয়ারে প্রথম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতার পর এ সংস্করণ থেকে অবসরের ঘোষণা করে দিলেন বিরাট কোহলি। ফাইনালে ৫৯ বলে ৭৬ রানের ইনিংস খেলে ম্যাচ সেরার পুরস্কার নিতে এসে এ ঘোষণা করে দিলেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক। দল হারলেও একই ঘোষণা করতেন বলেও জানিয়েছেন ৩৫ বছর বয়সী ব্যাটসম্যান।

এক নজরে

বৌবাজারের পর সল্টলেক, গণপ্রহারে মৃত যুবক, ধৃত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৌবাজারের পর এ বার সল্টলেক। ফের মোবাইল চোর সন্দেহে এক যুবককে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মোবাইল চোর সন্দেহে ওই যুবককে পিটিয়ে খুন করা হয়। ঘটনাটি ঘটেছে সল্টলেকের ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স থানা এলাকার পোলেনাইটে। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত তিন জনকে আটক করেছে পুলিশ। তাঁদের মধ্যে একজন আবার বাংলাদেশের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। শনিবার সকালে সল্টলেকের করুণাময়ী এলাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে প্রসেন মণ্ডল নামের এক বছর বাইশের যুবককে জখম অবস্থায় ভর্তি করানো হয়। যে ব্যক্তি ওই যুবককে হাসপাতালে ভর্তি করাতে নিয়ে এসেছিলেন, তাঁকে আটক করে পুলিশ। ওই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পরে আরও দু'জনকে আটক করা হয়।

স্থগিত নেট পরীক্ষার দিন ঘোষণা করল এনটিএ

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন: স্থগিত হওয়া ইউজিসি-নেট এবং সিএসআইআর ইউজিসি নেটের দিনক্ষণ ঘোষণা করল এনটিএ। সিএসআইআর ইউজিসি নেট হবে আগামী ২৫-২৭ জুলাই। ইউজিসি-নেটের ২০২৪ সালের জুন মাসের সাইকেলের পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে ২১ অগস্ট থেকে ৪ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। এনসিইটি ২০২৪-এর পরীক্ষা হবে আগামী ১০ জুলাই। গত ১৮ জুলাই, ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি ইউজিসি-নেট পরীক্ষা নেয়। প্রায় ৯ লক্ষের উপর পরীক্ষার্থী তাতে অংশ নেয়। মাত্র একদিন পরই কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের তরফে একটি বিবৃতি জারি করে পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়।

ব্যবসায়ী-হকারদের সংঘর্ষে রণক্ষেত্র নিউ মার্কেট চত্বর

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার ধর্মতলায় নিউ মার্কেট চত্বরে হকারদের সঙ্গে স্থায়ী ব্যবসায়ীদের সংঘর্ষ। প্রতিবাদে এসএন ব্যানার্জি রোডে রাস্তা অবরোধ করে ব্যবসায়ীরা। পাল্টা তৃণমূলের পতাকা নিয়ে বিক্ষোভ দেখায় হকাররা। এর ফলে শুক্রবার বিকেলে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে ধর্মতলার একাংশ। পরিস্থিতি মোকাবিলায় পুলিশের বড় বাহিনী ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয়। আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেয় পুলিশ। পুলিশের চেষ্টায় অবরোধ তুলে নেন ব্যবসায়ীরা। অবরোধ তোলার পরেই ধর্মতলায় ট্র্যাফিক পরিষেবা ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়। ঘটনার সূত্রপাত শনিবার সকালে। নিউ মার্কেট চত্বরে স্থায়ী পার্কিংয়ে গাড়ি রাখতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে

রেহান খান নামের এক হকার নেতার বিরুদ্ধে। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, নিউ মার্কেট থানার ওসির নির্দেশেই তিনি এই কাজ করছেন বলে দাবি করেন ওই হকার নেতা। এর পরেই রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখান স্থায়ী ব্যবসায়ীরা। কিন্তু সেই সময় হকার নেতা সইফ খানের নেতৃত্বে একদল লোক ব্যবসায়ীদের উপর চড়াও হয় বলে অভিযোগ। এর পরেই পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয়ে ওঠে। ব্যবসায়ীদের একাংশ নিউ মার্কেট থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন। থানা ঘেরাও করা হয়। তার পরেই ব্যবসায়ীরা এসে এসএন ব্যানার্জি রোডে রাস্তা অবরোধ করেন। এর ফলে ধর্মতলার একাংশ পুরোপুরি স্তব্ধ হয়ে যায়। শুরু হয় যানজট। ব্যবসায়ীদের বক্তব্য, তাঁরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন। যতক্ষণ না পর্যন্ত অভিযুক্ত হকারদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা রাস্তা অবরোধ চালিয়ে যাবেন। এই বিষয়ে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, তারা বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। একই সঙ্গে আর্জি জানানো হয়, কোনও পক্ষের অন্য পক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে, তা থানায় গিয়ে জানাতে। সে ক্ষেত্রে পুলিশ অভিযোগ খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ করবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়।

বিচারব্যবস্থায় রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব অনুচিত: মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: সাম্প্রতিককালে কলকাতা হাইকোর্টে একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ রায় দিয়েছে। সেই সমস্ত নির্দেশিকার সঙ্গে রাজনৈতিক যোগসূত্র রয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে ন্যাশনাল জুডিশিয়াল অ্যাকাডেমির অনুষ্ঠানে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে একই মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমও। ওই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর আর্জি, 'বিচারব্যবস্থায় রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব থাকা উচিত নয়।'

শনিবারের ওই অনুষ্ঠানে মমতা বলেন, 'আমি কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে বলছি না, কাউকে আঘাতও করতে চাই না। তবে এটা বলতে চাই, বিচারব্যবস্থায় রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব থাকলে মানুষ কোথায় যাবে? বিচারব্যবস্থা আমাদের কাছে পবিত্র, মন্দির- মসজিদ- গির্জা- গুরুদ্বারের মতো। সরকার বিচারব্যবস্থার সঙ্গে আছে। আমার অনুরোধ, বিচারব্যবস্থায় কোনওরকম রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব থাকা উচিত নয়। বিচারব্যবস্থা সৎ এবং নিরপেক্ষ থাকা উচিত। বজায় রাখা উচিত গোপনীয়তাও।' মমতার এই মন্তব্য নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে শুরু জোর আলোচনা। বিজেপির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্যের দাবি, 'মমতার এই মন্তব্য ভিত্তিহীন। তাঁর মন্তব্য জনমানসে কোনও প্রভাব ফেলবে না।'

মমতা আরও বলেন, 'আমাকেও নিজেদের পরিবারের সদস্য বলে মনে করুন। আমিও আইনের লোক। আমি তিন-চারটি কেস লড়েছি। আমি এখনও বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য। আমরা বিচারব্যবস্থাকে উন্নত করতে হাজার কোটি খরচ করেছি। ৭০ একর জমি দিয়েছি। রাজারহাটে নতুন হাইকোর্টের জায়গা দিয়েছি।'

'বিচারপতিকে ভগবান ভাবলে ঘোর বিপদ'

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিচারপতি কখনওই ভগবান হতে পারেন না বলে মনে করেন দেশের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়। তাঁর মতে, যদি কোনও বিচারপতি নিজেকে ঈশ্বর ভেবে নেন, তাহলে ঘোর বিপদ। কারণ, একজন বিচারকের মধ্যে ঐশ্বরিক গুণ নয়, দরদ, সহানুভূতি, সহমর্মিতার মতো মানবিক গুণ থাকা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। শনিবার কলকাতা হাইকোর্টের বার লাইব্রেরির দ্বিশতবর্ষ উপলক্ষে ন্যাশনাল জুডিশিয়াল অ্যাকাডেমির একটি আলোচনাসভায় এ কথা বলেন বিচারপতি চন্দ্রচূড়। ঘটনাচক্রে, সেই কলকাতা হাইকোর্টেরই প্রাক্তন বিচারপতি তথা অধুনা বিজেপির সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে এক সময় ভগবান বলে পোস্টার লিখেছিলেন আন্দোলনকারী চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ। যদিও প্রধান বিচারপতি তাঁর বক্তৃতায় কোনও ব্যক্তির নাম করেননি। প্রধান বিচারপতি সকলকে মনে করিয়ে দেন, 'সাংবিধানিক নৈতিকতা বলে বৈচিত্র্যকে গ্রহণ করো এবং সহনশীল হও। আমার সামনে আদালতকে কেউ মন্দির বললে আমি তাঁদের বাধা দিই। কারণ, মন্দির বললেই মনে হয় বিচারকরা দেবতা। কিন্তু তা নয়, বিচারকরা মানুষের সেবক।' প্রধান বিচারপতির পরামর্শ, 'বিচারকেরা বিচার করুন কিন্তু অন্যের সম্পর্কে আগেভাগে কোনও ধারণা তৈরি করে ফেলবেন না। সহানুভূতি রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে, আমাদের সামনে যাঁরা দাঁড়িয়ে থাকেন, তাঁরাও মানুষ।'

লাদাখে হড়পা বানে ভেসে সলিল সমাধি ৫ জওয়ানের

লাদাখ, ২৯ জুন: লাদাখে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখার কাছে নদী পারাপারের সময় ভেসে গেলেন পাঁচ জওয়ান। টি-৭২ ট্যাঙ্ক -সহ তাঁরা ভেসে গিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং সোশাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন, মৃত্যু হয়েছে তাঁদের সকলেরই। ওই জওয়ানদের মধ্যে ৪ জন জওয়ান এবং একজন জুনিয়র কমিশনড অফিসার।

শুক্রবার গভীর রাতে লাদাখের নিওমা-চুশল অঞ্চলে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখার কাছে নদী পেরোচ্ছিলেন পাঁচ জওয়ান। টি-৭২ ট্যাঙ্কে ছিলেন তাঁরা। আচমকাই হড়পা বান এসে ভাসিয়ে নিয়ে যায় সকলকে। মুহূর্তে অদৃশ্য যান তাঁরা। তাঁদের সন্ধানে শুরু হয় তল্লাশি। পরে তাঁদের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যায়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এক্স হ্যান্ডলে শোকপ্রকাশ করে

লিখেছেন, 'লাদাখে একটি নদী পার হওয়ার সময় এক দুর্ভাগ্যজনক দুর্ঘটনায় আমাদের পাঁচ সাহসী ভারতীয় জওয়ান প্রাণ হারানোয় গভীরভাবে দুঃখিত। জাতির প্রতি আমাদের বীর সেনাদের দৃষ্টান্তমূলক সেবা আমরা কখনওই ভুলব না। শোকাহত পরিবারের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা। এই দুঃসময়ে দেশ তাদের পাশে রয়েছে।'

গত বছর একই রকম এক দুর্ঘটনা ঘটেছিল এই এলাকায়। এক জুনিয়র কমিশনড অফিসার-সহ ৯ জন জওয়ানকে নিয়ে একটি সেনা ট্রাক পড়ে যায় খাদে। মারা যান সকলেই।

নয়া অভিযান ঘোষণা ইসরোর

শ্রীহরিকোটা, ২৯ জুন: ২০৪০ সালে চাঁদের মাটিতে মানুষ নামাবে ভারত। তবে সেই অভিযানে শঙ্কার মেঘ কাটাতে এবার নয়া অভিযানের কথা ঘোষণা করলেন ইসরো প্রধান এস সোমনাথ। তিনি জানিয়েছেন, চন্দ্রযান-৪ চাঁদের ভূপৃষ্ঠ থেকে পাথর কুড়িয়ে আনবে। সে কাজে সফল হলে তবেই চাঁদে মানুষ পাঠানোর ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে। সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ইসরো প্রধান বলেন, '২০৪০ সালে চাঁদে মানুষ পাঠানোর ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তবে মহাকাশে মানুষ পাঠানোর আগে আমাদের নিশ্চিত করতে হবে মহাকাশচারীর নিরাপত্তা। অথচ এখনও পর্যন্ত চাঁদে গিয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসার পরীক্ষাই আমরা করিনি। তাই সবার আগে সেই পরীক্ষাই করতে হবে আমাদের। চন্দ্রযান-৪ সেই চেষ্টাই করবে।' সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ২০২৮ সালে মহাকাশে পাড়ি দেবে চন্দ্রযান-৪।

আটক এক বাংলাদেশি নাগরিক

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেআইনিভাবে অনুপ্রবেশের অভিযোগে বাংলাদেশি নাগরিক শরিফ মণ্ডল আলি (৬৪)কে কোচবিহার থেকে আটক করেছে এসটিএফ-এর টিম। জানা গিয়েছে, কোচবিহারেও কিছু বেআইনি কার্যকলাপের জন্যই সে বাংলাদেশ থেকে বেআইনিভাবে এদেশে অনুপ্রবেশ করেছে। শুধু তাই নয়, এদেশে এসে জাল আধার কার্ড, প্যান কার্ড, জাল স্কুল সার্টিফিকেট ও জন্ম সংশাপত্রও তৈরি করে ফেলেছে বলে জানা গিয়েছে। কোচবিহারের কোতোয়ালি থানায় ফরেন অ্যাক্টের অধিনে একটি মামলাও দায়ের করা হয়েছে। ঠিক কি কারণে এদেশে শরিফের অনুপ্রবেশ তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

দেশের হয়ে টি-২০ ক্রিকেট আর খেলবেন না রোহিত শর্মা

নিজস্ব প্রতিবেদন: দীর্ঘ ১৭ বছরের অপেক্ষার অবসান। দ্বিতীয় বার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতল ভারত। দ্বিতীয় বার জিতলেন রোহিতও। উদ্বোধনী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ অর্থাৎ ২০০৭ সালে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারত। সেই টিমের এক তরুণ সদস্য ছিলেন রোহিত শর্মা। টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে দ্বিতীয় ট্রফি এল সেই রোহিত শর্মার নেতৃত্বেই। বয়স ভিত্তিক টুর্নামেন্ট থেকে সিনিয়র দল। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দীর্ঘ সময় একসঙ্গে খেলছেন রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি। তাঁদের শুধুই সতীর্থ বলা যায় না। মাঠে রো-কো জুটি, বন্ধুও। আর বন্ধুর পথই বেছে নিলেন রোহিত শর্মা। বিরাটের মতো তিনিও আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিকে বিদায় জানালেন।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি পম্পা বিশ্বাস স্বামি- অলিক বিশ্বাস চিত্তশালি হাঁসখালি নদীয়া, ২০/৬/২৪ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট রানাঘাট কোর্টে এফিডেভিটে আমার পুত্র প্রফুল্ল বিশ্বাস ও অর্পণ বিশ্বাস উভয়ে একই ব্যক্তি হইল।

CHANGE OF NAME

I Mithu Pal D/O. Sri Mrinal Kanti Saha & Rekha Rani Saha w/o Sri Satyabrata Pal Residing at 65/B/7, Nayapatty Road, Kol-55 shall henceforth be known as Mithu Pal Saha declared before the Notary Public Barasat court, North 24 Pgs, West Bengal vide affidavit no -31094, dated 28/6/24. Mithu Pal and Mithu Pal Saha both are same and identical Person.

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা ঘোষণা করা যাইতেছে যে, **১) মনোরমা মন্ডল, ২) নবকুমার মন্ডল, ৩)শ্যামসুন্দর মন্ডল, ৪) নিতাই চন্দ্র মন্ডল**,উভয়ের সাকিম-গজঘন্টা, পোঃ+থানা-মগরা, জেলা-হুগলী (৭১২১৪৮) **৫)কল্পনা সেন(মন্ডল)**, স্বামী-নবকুমার সেন, জিরাট ষ্টেশন রোড, পোঃ+থানা-বলাগড়, হুগলী (৭১২৫০১) , **৬) গীতা মাঝি(মন্ডল)**, স্বামী শঙ্কর মাঝি, সাকিম শিবপুর মেন রোড, পোঃ-ত্রিবেণী, থানা মগরা, হুগলী (৭১২৫০৩),**৭)সরস্বতী দাস(মন্ডল)**, স্বামী প্রভাত দাস, সাকিম-ইলছোবা, পোঃ ইলছোবা মন্ডলাই, থানা পান্ডুয়া, হুগলী (৭১২১৪৬), ১নং এর স্বামী ও ২,৩,৪,৫,৬,৭ উভয়ের পিতা প্রয়াত কালী চরন ওরফে কালীপদ মন্ডল।বিগত ইং-১৪/১২/২০২০ তারিখে ডি এস আর-১ চুঁচুড়া হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ০৪ নং বহির ২৪৯/২০ দলিল মূলে আমার মক্কেল **কৃষ্ণ চন্দ্র ঘোষ,** সাকিম সুলতান পুর, পোঃ-ত্রিবেণী, থানা-মগরা, হুগলী(৭১২৫০৩)-কে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিচে বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় করেন। আমমোক্তার অনুযায়ী **সম্পত্তির তফশীল** জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা-ত্রিবেণী বৈকুণ্ঠপুর, জেএল-৩৬, হাল ২২৯ খতিয়ান ভুক্ত আর এস-১২০, এল আর-১৩৩ দাগে শালি ষোল আনা ০.৪৬৯ একর মধ্যে ০.২৩৪ একর।এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, যদি কাহারো কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করুন ৩০ দিনের মধ্যে।

তাপস কুমার মন্ডল
উকিলবাবু
জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

E-Tender

E- tender are invited by the Prodhan, Raghunathpur Gram Panchayat (Under Tehatta- I Panchayat Samity), Vill+P.O.- Raghunathpur, Nadia. **NIET No. 01/15thCFC (Tied)/ 2024-25, 02/15th CFC (Un Tied)/2024-25.** Last date of application **08.07.2024 up to 10a.m.** For details please contact to the Office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan, Raghunathpur Gram Panchayat.

বিজ্ঞপ্তি

জেলা- নদীয়া, মোকাম- নবদ্বীপ, অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত।
ম্যাট স্যুট নং- ৩৪/২০২৪

দরখাস্তকারী - শ্রীমতী শ্রীপর্ণা রায়, স্বামী- শ্রী কৃষ্ণেন্দু রায় ওরফে রানা রায়, পিতা- শ্রী মানব সাহা, সাং- পোড়াঘাট রোড, ওয়ার্ড নং- ১০, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৩০২, বর্তমান সাং- প্রযত্নে মানব সাহা, রানীরঘাট রোড, রাধারানী মন্দিরের সন্নিকটে, ওয়ার্ড নং- ০৮, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৩০২

বনাম

প্রতিপক্ষ – শ্রী কৃষ্ণেন্দু রায় ওরফে রানা রায়, পিতা- স্বর্গীয় বাপী রায় ওরফে চিন্ময় রায়, সাং- পোড়াঘাট রোড, তারামা মন্দিরের সন্নিকটে, ওয়ার্ড নং- ১০, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন - ৭৪১৩০২

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, অত্র মোকদ্দমার দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে হিন্দু বিবাহ আইনের ১৩ ধারা মতে বিবাহ বিচ্ছেদের প্রার্থনায় ম্যাট স্যুট ৩৪/২০২৪ নং মোকদ্দমা আনয়ন করিয়াছেন। উক্ত নং মোকদ্দমায় প্রতিপক্ষ অদ্যতক আদালতের সমন গ্রহণ করিতেছেন না। সেইমর্মে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অত্র মোকদ্দমার প্রতিপক্ষ অর্থাৎ **শ্রী কৃষ্ণেন্দু রায় ওরফে রানা রায়** স্বয়ং অথবা তাহার নিযুক্ত উকিল বাবু মারফৎ হাজির হইবেন। অন্যথায় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আইন মোতাবেক কার্য্য গ্রহন করা হইবে।

আদেশানুসারে
Pratim Chowdhury
Bench Clerk
Addl. District & Sessions Judge
Nabadwip, Nadia, 21/06/2024

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

(১) শ্রী কৃষ্ণ চন্দ্র পাল (২) শ্রী গৌতম পাল (৩) শ্রী ধনঞ্জয় পাল সকলের পিতা ৺পঞ্চানন পাল **(৪) শ্রীমত্যা পূর্ণিমা পাল** স্বামী ৺গোবিন্দ পাল, ১ হইতে ৪ এর সাং পূর্ব সেখ পাড়া, পোঃ ও থানা - মগড়া, জেলা- হুগলী-712148, **(৫) শ্রীমতী কেকা দাস** স্বামী শ্রী সত্যেন দাস সাং ১৮৭ খরদহ, পোঃ ও থানা - ব্যারাকপুর, জেলা- উঃ ২৪ পরগনা-700117, বিগত ইং 26/08/2022 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-4849/2022 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (**শ্রীমতী কেয়া পাল** স্বামী – শ্রী তিমির পাল, সাং 50/3 বি এস ব্যানার্জ্জী রোড, পোঃ ও থানা - ব্যারাকপুর, জেলা- উঃ ২৪ পরগনা-700120) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি বিক্রয় করি।

তপশীল - জেলা- হুগলী, থানা- মগড়া, মৌজা- মিনাজপুর, জে. এল.- 42, হাল এল.আর. খতিয়ান – 518, 519, 520, 521, হাল এল. আর. 100/285 দাগে ডাঙ্গা জমি,দাং 3 শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য আগামী ১ মাসের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করুন ।

ইতি-
শ্রীমতী কেয়া পাল
আমমোক্তার

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

আমার মক্কেল **শ্রী অজয় কুমার ঘোষ**, পিতা মৃত অসীম ঘোষ, সাকিম – বাঁশবেড়িয়া সরকারী পল্লী, পোস্ট – বাঁশবেড়িয়া, থানা - মগরা, জেলা - হুগলী, পিন – ৭১২৫০২ গত ইংরাজীর ২৬/০৪/২০২২ তারিখে সম্পাদিত বাঁশবেড়িয়া হংসেশ্বরী প্রথম বাই লেন (জামাই গলি) নিবাসী **শ্রীমতী সুমিতা চক্রবর্ত্তী ওরফে সুমিতা মালখন্ডী চক্রবর্ত্তী** স্বামী শ্রী অরবিন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ার কাছ থেকে হুগলী ডি.এস.আর. ১নং অফিসে ২৬/০৪/২০২২ তারিখে রেজিস্ট্রিকৃত ১নং বহির ৬০১ নং ভল্যুমের, ১১৪৬৪৭ নং পৃষ্ঠা হইতে ১১৪৬৬০ পৃষ্ঠায় ৫৩৭৫ নং আমমোক্তারনামা দলিলে লিপিবদ্ধ **নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি** যাহা জেলা - হুগলী, থানা - মগরা, বাঁশবেড়িয়া পৌরসভার অন্তর্গত ৬ নং ওয়াডের মহাকালিতলা লেন মহল্লায় সম্পত্তি হইতেছে, যাহা হাল সেটেলমেন্ট অফিসে জে.এল.নং – ৫৩, বাঁশবেড়িয়া মৌজায় হাল.এল.আর ১৯৯৮ নং দাগে হাল.এল.আর ১৫৯১ নং খতিয়ানে ০.০৮৯ একর সম্পত্তি আমার মক্কেল আমমোক্তারনামা দলিল সূত্রে প্রাপ্ত হন। উক্ত সম্পত্তিটি আমার মক্কেল বিক্রয় করিবার ঘোষণা করিলে বাঁশবেড়িয়া বিবেকানন্দ রোড নিবাসী **শ্রী শুভ্রজিৎ মোদক** পিতা মৃত অজিত কুমার মোদক মহাশয় আমার মক্কেলের আমমোক্তারনামা দলিলের প্রাপ্ত ০.০৮৯ একর সম্পত্তির মধ্যে ০.০৩৩ একর সম্পত্তিটি খরিদ করতে ইচ্ছুক হন ও তাহার নামীয় ইংরাজীর ২২/১২/২০২৩ তারিখে সম্পাদিত ও রেজিস্ট্রিকৃত হুগলী সদর অফিসে (ADSR CHINSURAH) ১নং বহির ৬০৩ নং ভল্যুমের, ২০৯৪২৮ নং পৃষ্ঠা হইতে ২০৯৪৪৩ পৃষ্ঠায় ১১৮২৫ নং সাফ বিক্রয় কোবালা পত্র দলিল করিয়া দিয়া তাহাকে বিক্রয় করিয়া দেন। উক্ত সম্পত্তিতে **শ্রী শুভ্রজিৎ মোদক** মহাশয় হুগলী জেলার অন্তরগত মগরা-চুঁচুড়া বি.এল.এন্ড এল.আর.ও অফিসে নাম খারিজের জন্য আবেদন করিয়াছে যাহার কেস নং হইতেছে **MN/2023/0601/14783**। ইহাতে কারও কোনো অভিযোগ বা আপত্তি থাকিলে আগামী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে উক্ত অফিসে উপযুক্ত প্রমানাদি সহ আপত্তি দাখিল করিবেন, নতুবা আইন মোতাবেক কার্য্য সম্পাদন হইবে।

তাপস কুমার মন্ডল
উকিলবাবু
জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা ঘোষণা করা যাইতেছে যে, **১) শ্রীমত্যা প্রতিমা মালিক** স্বামী- মৃত গনেশ মালিক ওরফে গনেশ চন্দ্র মালিক, সাকিম-উত্তর সিমলা, পোঃ- চুঁচুড়া আর. এস, থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী-৭১২১০২ **২) শ্রীমতী সুজাতা মণ্ডল** স্বামী-বলরাম মণ্ডল, সাকিম-গর্জি জয়পাড়া, পোঃ-বিঘাটী থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা- হুগলী-৭১২১২৪ **৩) শ্রীমতী সুতপা ধাড়া** স্বামী-তরুণ কুমার ধাড়া, সাকিম-৩৫/২ ডাঃ লাল মোহন পাল লেন, পোঃ-চাঁপদানী, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা- হুগলী-৭১২১২৪ **৪) শ্রী স্বপন মালিক ওরফে স্বপন চন্দ্র মালিক** পিতা- মৃত গনেশ মালিক ওরফে গনেশ চন্দ্র মালিক, সাকিম-উত্তর সিমলা, পোঃ- চুঁচুড়া আর. এস, থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী-৭১২১০২ বিগত ইং ০১/০৩/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-১৮২৩/২০২৩ নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী মিঠু কীর্ত্তনিয়া**, পিতা- উপেন কীর্ত্তনিয়া, সাকিম- মহেশপুর, পোঃ-সুগন্ধ্যা, থানা-পোলবা, জেলা-হুগলী-৭১২১০২-কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে **শ্রীমতী ঝুমা পোড়ে,** স্বামী শ্রী প্রসেনজিৎ প্রামাণিক সাকিম - গ্রাম ও পোঃ-কৃষ্ণদেবপুর, থানা-কালনা, জেলা-পূর্ব-বর্দ্ধমান-৭১৩৪০৫ মহাশয়াকে, হুগলী এ.ডি. এস.আর, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-৩৪২০/২০২৪ নং দলিল মূলে বিক্রয় করেন।

তপশীল সম্পত্তি - জেলা- হুগলী, থানা-চুঁচুড়া, মৌজা সিমলা, জে.এল. নং-১৬, হাল এল.আর ৭২৩৮ (প্রতিমা মালিক), ৭২৩৯ (স্বপন মালিক), ৭২৪০ (সুজাতা মণ্ডল), ৭২৪১ (সুতপা ধাড়া) নং খতিয়ানে হাল এল.আর. ৩২৫ দাগে কলাবাগান ১.০০০০ অংশে ০.৩৯ একর মধ্যে যথাক্রমে ০.১৭১২ অংশে ০.০৬ একর তন্মধ্যে ০.০০৮ একর, ০.১৭১১ অংশে ০.০৭ একর তন্মধ্যে ০.০০৯ একর, ০.১৭১২ অংশে ০.০৭ একর তন্মধ্যে ০.০০৮ একর এবং ০.১৭১২ অংশে ০.০৭ একর তন্মধ্যে ০.০০৮ একর, একুনে মোট ০.০৩৩ একর আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন আগামী ১ মাসের মধ্যে।

তাপস কুমার মন্ডল
উকিলবাবু
জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা ঘোষণা করা যাইতেছে যে, **(১) শ্রীমত্যা প্রতিমা মালিক**, স্বামী- স্বর্গীয় গনেশ চন্দ্র মালিক, সাকিম- উত্তর সিমলা, পোঃ- চুঁচুড়া আর.এস., থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১০২, **(২) শ্রীমতী সুজাতা মন্ডল**, স্বামী- বলরাম মন্ডল, সাকিম- গর্জি জয়পাড়া, পোঃ- বিঘাটী, থানা- ভদ্রেশ্বর, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১২৪, **(৩) শ্রীমতী সুতপা ধাড়া**, স্বামী- তরুন কুমার ধাড়া, সাকিম- ৩৫/২ ডাঃ লালমোহন পাল লেন, পোঃ- চাঁপদানী, থানা- ভদ্রেশ্বর, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১২৪, **(৪) শ্রী স্বপন মালিক ওরফে স্বপন চন্দ্র মালিক**, পিতা- স্বর্গীয় গনেশ মালিক ওরফে গনেশ চন্দ্র মালিক, সাকিম- উত্তর সিমলা, পোঃ- চুঁচুড়া আর.এস., থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১০২, বিগত ইং- ০১/০৩/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর. চুঁচুড়া হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ১ নং বহির ১৮২৩/২০২৩ নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী মিঠু কীর্ত্তনিয়া,** পিতা- উপেন কীর্ত্তনিয়া, সাং- মহেশপুর, পোঃ- সুগন্ধ্যা, থানা- পোলবা, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১০২-কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্নিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে **শ্রীমতী রীনা বর্মন,** স্বামী- শ্রী শ্যামাপদ শীট, সাকিম - বড়কুমারদা, পোঃ- চন্দনপুর, থানা- পটাশপুর, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পিন - ৭২১৪৩৮ মহাশয়াকে হুগলী এ.ডি.এস.আর. চুঁচুড়া অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ১ নং বহির 3422/2024 নং দলিল মূলে বিক্রয় করেন।

তপশীল সম্পত্তি - জেলা- হুগলী, থানা- চুঁচুড়া, মৌজা- সিমলা, জে.এল. নং- ১৬, হাল এল.আর. খতিয়ান নং- ৭২৩৮ (প্রতিমা মালিক), ৭২৩৯ (স্বপন মালিক), ৭২৪০ (সুজাতা মন্ডল) এবং ৭২৪১ (সুতপা ধাড়া), হাল এল.আর. ৩২৫ নং দাগে কলাবাগান ১.০০০০ অংশে ০.৩৯ একর মধ্যে যথাক্রমে ০.১৭১২ অংশে ০.০৬ একর তন্মধ্যে ০.০১০ একর, ০.১৭১১ অংশে ০.০৭ একর তন্মধ্যে ০.০১০ একর, ০.১৭১২ অংশে ০.০৭ একর তন্মধ্যে ০.০১০ একর এবং ০.১৭১২ অংশে ০.০৭ একর তন্মধ্যে ০.০১১ একর, একুনে মোট ০.০৪১ একর আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, যদি কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করিবেন আগামি ১ মাসের মধ্যে।

তাপস কুমার মন্ডল
উকিলবাবু
জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ৩০ শে জুন। ১৫ ই আষাঢ় ।রবি বার। নবমী তিথি। জন্মে মীন রাশি। অষ্টোত্তরি শুক্র র মহাদশা ও বিংশোত্তরী বুধের র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : শারীরিক সুস্থতার দিন। যারা দীর্ঘ সময় ধরে চিকিৎসা তে ছিলেন আজ শরীর আরোগ্য হওয়ার দিন। খাওয়া এবং পথ্য তার দিকে নজর দেওয়া শুভ। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশী সহযোগিতা প্রাপ্তি এবং যারা লৌহ এবং তরল পদার্থের ব্যবসা করেন তাদের অর্থবৃদ্ধি সম্ভাবনা প্রবল। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : জীবনের কঠিন সময়ের একটা নতুন দৃঢ় পদক্ষেপ দেখা দেবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধুদের অন্য শুভ। তবে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তিন মাথার বুদ্ধির প্রয়োজন। বিবাহ বিষয়ে যে কথা আটকে ছিল তার সম্ভাবনা। চলচ্চিত্র দূরদর্শনের মধ্যে যারা কাজে জড়িত তাদের সাফল্য নিশ্চিত। বাড়ির গৃহ মন্দিরে লাল ফুল দ্বারা দেবী মহাকালীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

মিথুন রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। গৃহ শান্তি থাকলেও তৃতীয় কোন শুক্তিকে নিয়ে বিবাদ এর সম্ভাবনা রয়েছে সতর্ক থাকতে হবে। সেলস রিপ্রেসেন্টেটিভ দের বিশেষত যারা মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেশন করেন তাদের সতর্ক থাকা ভালো। বান্ধব যোগে উপকৃত হবেন। প্রতিবেশীর দ্বারা উপকৃত হবেন। গৃহ পরিবেশ বিষয়ে সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে হলুদ পুদদদ দারা দেব দেবীদের আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কর্কট রাশি : পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। আজ দেখা দেবে দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে হঠাৎ তর্ক বিতর্ক সম্ভাবনা। তৃতীয় একজন ব্যক্তির দ্বারা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিবাদের কারণ। যারা বেতন ভোগ কর্মচারী তাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে কিছু বিবাদ হবে। কম কথা বলা এবং বুদ্ধির প্রয়োগে আপনার জয়লাভ। আজকের দিনে নতুন বান্ধব কে বিশ্বাস না করাই ভালো। গুপ্ত শত্রুর চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্র থাকবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন এবং আতপ চাল নৈবিদ্য দিয়ে সর্ব দেব দেবীর আরতি করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : শুভ দিন নতুন কোন সম্ভাবনা আপনার দরজায় টোকা দেবে। অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিশেষত জমি বাড়ি বাস্তু বিষয়ে যারা কাজ করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তির নতুন দিক। গৃহ শান্তি পারিবারিক শান্তি থাকবে। বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন আজ মন আনন্দে ভরপুর থাকবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ যারা গবেষণা করছেন তাদের জন্য অতীব শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে দুর্বাসহ দেব-দেবীর আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কন্যা রাশি : আজ শুভ-অশুভ মিলিয়ে দিনটি থাকবে। গ্রহ অবস্থান যা বলছে তাতে যা অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল তা একটু পিছিয়ে যাবে। ধৈর্য ধরতে হবে। ফোন কল ভারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। গৃহবধূদের জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। বিদ্যার্থীদের দিনটি ঠিক নয়। শুভ-অশুভ নতুন ব্যবসা-বাণিজ্য যারা শুরু করবেন তাদের ধৈর্য ধরতে বলব। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্বলিত করে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ অতীব শুভ দিন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। প্রতিবেশীর সহযোগিতা, বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের সহযোগিতা, বন্ধু-বান্ধবের বুদ্ধির দ্বারা নতুন পথ দেখা যাবে। পরিবারের দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে শান্তির পরিবেশ। যে কাজটি করবেন ভেবেছিলেন আজ শুরু করতে পারেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল এবং প্রদীপ প্রজ্জলন করে দুর্গা মায়ের নাম করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে

বৃশ্চিক রাশি : দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ দেখা যাবে। সকাল বেলাতেই বিবাদের সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি টেনশন বৃদ্ধি হবে। গুপ্ত শত্রু চক্রান্ত থাকবে। ছলনাময়ী নারীর দ্বারা আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। বিশেষভাবে আজকের দিনটি সতর্ক থাকা উচিত। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন কারে ভগবান শ্রী শিব পূজা করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে

ধনু রাশি : আজকের দিনটি লক্ষ্য পূরণের দিন। কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে চাপে রেখেছিল আজ সেখান থেকে মুক্তির পথ। বিশেষত যারা প্রশাসনিক কর্মেরত রয়েছেন। তাদের আজকের দিনটি সৌভাগ্য সূচক। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ কর্মপ্রার্থী কর্মের আবেদন যারা করছেন তাদের জন্য শুভ। আজ বান্ধবযোগে আনন্দিত হওয়ার দিন বাড়ি গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে, হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : যারা বেতনভুক কর্মচারী তাদের সৌভাগ্য যোগ। আজ সম্মান প্রাপ্তির দিন। প্রতিবেশীর দ্বারা কোন সমস্যা মুক্তির দিন। বান্ধবী দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা, প্রেমিক প্রেমিক যুগল শুভদিন বিবাহের বিষয়ে পারা কথা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। ব্যাবসা বৃদ্ধির দিন প্রবীণ নাগরিকদের জন্য নতুন কোন সুখবরে আনন্দ প্রাপ্তি বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে হর হর মহাদেব বলুন। এগিয়ে চলুন।

কুম্ভ রাশি : আজ ব্যবসা-বাণিজ্যের নতুন কোন দিক দেখা দেবে যারা চিকিৎসক তাদের আজ বিশেষ সম্মান প্রাপ্তি। সামাজিক কাজে, যারা তাদেরও সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রবীণ নাগরিকদের পূর্ণ সহযোগিতায় আপনার বাধা প্রাপ্ত কাজটি আজ হয়ে যাবে। বেতনভুক কর্ম যারা করেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বিবাহের বিষয়ে নতুন কথা হতে পারে। যাদের বিচ্ছেদের মামলা চলছে আজ তাদের জন্য নতুন কোন সুখবর প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে আতপ চাল দ্বারা দেবদেবীর পূজা করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : সতর্ক আজকের দিনটি থাকা উচিত। বন্ধুর বেশে শত্রু দেখা দেবে। বিবাদ বিতর্কের যারা মানসিক কষ্ট বৃদ্ধি হবে পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। প্রবীণ নাগরিকের চিকিৎসার জন্য দুশ্চিন্তা হঠাৎ করেই কোন দুঃসংবাদে মন কষ্ট বৃদ্ধি হবে। বেতনভোগ কর্মচারী যারা তাদের সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ি গৃহ মন্দির এ নারিকেলসহ গণেশ দেবতার পুজো করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

(আজ নট ও নাট্যকার শিশির কুমার ভাদুড়ী র প্রয়াণ দিবস ।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

‘ননহে ফরিস্তে’ অভিযানে ১০ জন নাবালককে উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ‘ননহে ফরিস্তে’ অভিযানে কর্তব্যনিষ্ঠা ও দায়িত্ব বোধের পরিচয় দিয়ে দশজন নাবালককে উদ্ধার করল পূর্ব রেলের আরপিএফ কর্মীরা। গত ২৭ জুন বৃহস্পতিবার এক অসামান্য অভিযানের মাধ্যমে এই সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে বলেই পূর্ব রেল একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে।

বৃহস্পতিবার ২৭ জুন হাওড়া বিভাগের পাকুর স্টেশনের ২ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে একটি বিশেষ অভিযান চালিয়ে আরপিএফ আধিকারিকরা পাঁচ জন নাবালককে উদ্ধার করে। উদ্ধার হওয়া নাবালকের নাম রহিম শেখ (১৭), এনসুফ শেখ (৬), আমন শেখ (১৫), জালিম শেখ (১৫), রোবিবুল শেখ (১৩), এরা সকলে পাকুর স্টেশনের২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করছিল। এদের সেখান থেকে উদ্ধার করে পাকুর-বালিহারপুর জনকল্যাণ পরিষদের হাতে তুলে দেওয়া হয়, পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য বলেই জানিয়েছে পূর্ব রেল। একইভাবে ওইদিনই হাওড়া স্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে পবন কুমার (১৬) কে উদ্ধার করে। সূত্রের খবর ওই নাবালক তার এক কাকার বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়।তাকে হাওড়ার চাইল্ড হেল্পলাইন সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হয়। ২৭ জুন অপর আরেকটি ঘটনায় হাওড়া নর্থ পোস্ট আরপিএফের আধিকারিকরা আবু হাসান (১৪) নামের আরেকটি নাবালককে উদ্ধার করে তাকেও হাওড়ার চাইল্ড হেল্পলাইন সংস্থার হাতে তুলে দেয়।

পাশাপাশি ওইদিনই শিয়ালদা সাউথ আরপিএফ আধিকারিকরা ১৮/১৯ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে সাদিয়া পারভীন (১০), আফসানা খাতুন (১৪) নামের দুইজন নাবালিকাকে উদ্ধার করে। এই দুই নাবালিকা তাদের বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিল। তাদেরকে শিয়ালদা চাইল্ড হেল্পলাইনের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

অপরদিকে ব্যারাকপুর আরপিএফের আধিকারিকরা ‘রেল মদত’ সূত্রে একটি নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে ১৩১৭৮ নমবির ট্রেন থেকে বাবলু (১০) নামের এক নাবালককে উদ্ধার করে। তাকে শিয়ালদা চাইল্ড হেল্পলাইনের হাতে তুলে দেওয়া হয়। একইদিনে ‘ননহে ফরিস্তে’ অভিযানে রেল সুরক্ষা কর্মীদের সাফল্যকে কর্তব্যনিষ্ঠা ও দায়িত্ববোধের পরিচয় বলেই উল্লেখ করেছে পূর্ব রেল।

প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশের ১৩১ তম জন্মদিবস পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন: নানান অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আজ অধ্যাপক প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশের ১৩১ তম জন্মবার্ষিকী পালিত হচ্ছে। দিনটি দেশজুড়ে পরিসংখ্যান দিবস হিসেবে ও উদযাপিত করা হয়েছে। পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের পুরোধা প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ-এর জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত বরানগর ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও প্রাক্তন আইএসআইয়ের ফ্যাকাল্টি সদস্য অভিরূপ সরকার বলেন, ‘প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের গবেষণার ফসল শুধু দেশকে নয় সমৃদ্ধ করেছে গোটা বিশ্বকে।’ অর্থনীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত পরিসংখ্যান বিজ্ঞানে তার দূর দৃষ্টি বিরল প্রতিভার সাক্ষী রাখে বলে অভিরূপ সরকার মন্তব্য করেন। দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তাঁর অন্যতম অবদান বলেও অধ্যাপক সরকার মন্তব্য করেন। অনুষ্ঠানে আইএসআইয়ের অধিকর্তা ডক্টর সংঘ মিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের সময়কাল থেকেই আইএসআইতে ডাটা ভিত্তিক গবেষণা ও পড়াশুনার কাজ শুরু হয়েছে।’ আইএসআইয়ের গবেষণা ও শিক্ষা সংক্রান্ত কাজকর্ম সবই বিশ্লেষণ মূলক সংখ্যা তত্ত্বের উপর করা হয়। এর ফলে অর্থনৈতিক জগতে দেশে সুফল ও মিলেছে বলে জানান তিনি। অর্থনীতি ও সংখ্যাতত্ত্বে সমকালীন ভাবনায় দেশ অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে অনুসরণ করছে বলে ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেন। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে আইএসআই কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ডক্টর প্রণব সেন, বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক সুজিত বসু আইএসআইয়ের সভাপতি শংকর কুমার পাল প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

চালু হল প্রতারণা বীমা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আন্তর্জাতিক যোগাযোগের প্ল্যাটফর্ম ট্রুকলার, ভারতের সাধারণ বীমা কোম্পানি এইচডিএফসি আর্গো-র সহযোগিতায় প্রতারণা বীমা চালু করার কথা ঘোষণা করল। ডিজিটাল যোগাযোগের ক্ষেত্রে গ্রাহকদের উন্নত সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে এ এক অনন্য উদ্যোগ।

ইন্ডিয়ান সাইবার ক্রাইম কো-অর্ডিনেশন সেন্টার দ্বারা প্রকাশিত সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী, গত তিন বছরে ডিজিটাল আর্থিক প্রতারণার পরিমাণ ১.২৫ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। সাইবার জালিয়াতির ক্রমবর্ধমান ঘটনাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে এই বীমা উদ্যোগ ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ট্রুকলারের নিরন্তর দায়বদ্ধতার প্রমাণ। উন্নত অ্যাপ ফিচার্সগুলির সাহায্যে প্রতারণার বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে মোবাইল যোগাযোগের আগে, কল চলাকালীন এবং কলের পরে ব্যবহারকারীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করাই এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য।

এই প্রতারণা বীমা ভারত জুড়ে ব্যবহারকারীদের ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত কভারেজ প্রদান করবে। এই বীমা প্রকল্প ট্রুকলারের বার্ষিক প্রিমিয়াম গ্রাহকদের জন্য উপলব্ধ এবং সব বর্তমান গ্রাহক তাঁদের বিদ্যমান প্ল্যানের অধীনে বিনামূল্যে এই সুরক্ষা পেতে পারেন।

নাজিরগঞ্জে বন্ধ হল বেআইনি পার্কিং

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মত নাজিরগঞ্জ তদন্ত কেন্দ্রের পুলিশের তৎপরতায় শনিবার বেআইনি পার্কিং বন্ধ করার বিশেষ অভিযান চালান হয়। নাজিরগঞ্জ ফেরিঘাটের পাশেই থাকা একটি মাজারের খালি জমিতে বেআইনি পার্কিং করে লাখ লাখ টাকা মুনাফা করছে এমনটাই স্থানীয় সূত্রে খবর। নাজিরগঞ্জ ফেরি ঘাট থেকে ওস্তাগাররা শনিবার ও রবিবার গঙ্গা পেরিয়ে মেটিয়া ব্রুজে ব্যবসা করতে যান। তাদের বাইক এই জায়গাতেই রেখে যান। প্রতি বাইক পিছু ৩০ থেকে ৪০ টাকা পার্কিংয়ের জন্য আদায় করা হয় বলেই অভিযোগ। এইভাবেই ২০১০ সাল থেকে চলা এই বেআইনি পার্কিং থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা কোনো একজনের পকেটে যাচ্ছে এমনটাই অভিযোগ করলেন এলাকার বাসিন্দারা। মাজারের আশপাশের জায়গাটিতে এই ভাবে পার্কিং করে মুনাফা করা হচ্ছে। শুক্রবার নাজিরগঞ্জ তদন্ত কেন্দ্রের পুলিশ আধিকারিকরা এই বেআইনি পার্কিং বন্ধের জন্য নির্দেশ দিয়ে যান, আর সেই মতন আজ শনিবার থেকে ওই স্থানে পার্কিং বন্ধ করে দেওয়া হয়। মাজার কমিটির তরফ থেকে গেটের সামনে নো পার্কিংয়ের পোস্টার লাগিয়ে দেওয়া হয়। শনিবার থেকে ওই জায়গায় পার্কিং বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সেই খবর অনেক ওস্তাগারা জানতেন না তাই তাদের আজ অনেকটাই সমস্যায় পড়তে হয়। যদিও মুখ্যমন্ত্রীর কড়া নির্দেশের প্রেক্ষিতে নাজিরগঞ্জ ফেরিঘাটের কাছে বেআইনি পার্কিং বন্ধ করল পুলিশ ও প্রশাসন।

এছাড়াও শুক্রবার মন্ত্রী অরূপ রায় সহ শাসক দলের অন্যান্য বিধায়ক, পুলিশ কমিশনার ও পৌরনিগমের প্রশাসক মন্ডলীর সদস্যদের নিয়ে হওয়া বৈঠকে বেআইনি পার্কিং, বেআইনি নির্মাণ, বেআইনি জলাশয় ভরাট নিয়ে আলোচনা করা হয় বলেই সূত্রের খবর।

সভাতে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে কোনো ধরনের বেআইনি কাজ বন্ধ করার কড়া বার্তা দেওয়া হয়। পাশাপাশি যে কোনো ধরনের বেআইনি কাজ বন্ধ করার কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানান হয়। আর তারপরেই শনিবার দিন নাজিরগঞ্জ ফেরি ঘাটে এলাকায় বেআইনি পার্কিং বন্ধ করে দেওয়া হয়। যদিও এখনও হাওড়া পৌর নিগম এলাকাতে একাধিক স্থানে বেআইনি পার্কিং সহ নির্মাণ ও জলাশয় বুজিয়ে বহুতল নির্মাণের মতো অভিযোগ বারংবার উঠেছে। পুলিশ-প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ উঠেছে। সেগুলোর বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা প্রশাসনিক তরফে নেওয়া হয় তার দিকেই তাকিয়ে আছেন হাওড়া শহরবাসী।

প্রাণী, প্রজাতির চেকলিস্ট পোর্টাল তৈরির ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: জ্যুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া বা ভারতীয় প্রাণী সর্বেক্ষণ দেশের সব প্রাণী, প্রজাতিকে নিয়ে একটি চেকলিস্ট পোর্টাল চালু করছে। কলকাতায় সম্প্রতি এক সাংবাদিক বৈঠকে সংস্থার অধিকর্তা ধৃতি বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন,সংস্থার ১০৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আগামীকাল এক অনুষ্ঠানে ফনা অফ্ ইন্ডিয়া চেকলিস্ট পোর্টালের সূচনা করা হবে। কেন্দ্রীয় পরিবেশ,বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব পোর্টালটির আনুষ্ঠানিক সূচনা করবেন। এছাড়া অনুষ্ঠানে অ্যানিম্যাল ডিসকভারিস২০২৩ এবং প্ল্যান্ট ডিসকভারিস২০২৩ নামে দুটি তথ্য সম্বলিত বইও মন্ত্রী প্রকাশ করবেন। অনুষ্ঠানে প্রাণী বিষয়ক বিভিন্ন নথি প্রকাশ এবং জ্যুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার সঙ্গে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের দশটি মউ স্বাক্ষরিত হবে। এছাড়াও এই উপলক্ষে পয়লা জুলাই থেকে ৩রা জুলাই পর্যন্ত অ্যানিম্যাল ট্যাক্সোনমি সামিট২০২৪ বা প্রাণী শ্রেণীবিন্যাস শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। সম্মেলনে বিশ্বের চারটি দেশের ৩৫০জন গবেষক অংশ নেবেন। এদিকে আগামীকাল প্রধানমন্ত্রী ‘এক পের মা কি নাম’ শীর্ষক যে বৃক্ষরোপণ অভিযানের সূচনা করবেন,সেই উপলক্ষে অনুষ্ঠানে সবাইকে চারা গাছ প্রদান করা হবে বলে শ্রীমতি বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন।

যাত্রীদের সুবিধার্থে ৭১টি চলমান সিঁড়ি বসাচ্ছে পূর্ব রেল

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধার লক্ষ্য নিয়ে পূর্ব রেল বিভিন্ন স্টেশনে ৭১ টি চলমান সিঁড়ি বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শনিবার একটি নির্দেশিকাতে পূর্ব রেল এমনটাই জানিয়েছে। এর মাধ্যমে সাধারণ নিত্যযাত্রী সহ বিশেষ সক্ষম যাত্রীদের অনেক সুবিধা হবে বলেই পূর্ব রেল দাবি করেছে। যে সকল যাত্রীরা দূরে যাত্রা করতে অনেক মালপত্র নিয়ে যাতায়াত করেন, তারাও উপকৃত হবে বলেই পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে জানান হয়েছে।

পূর্ব রেলের জারি করা নির্দেশিকাতে জানান হয়েছে এই চলমান সিঁড়িগুলো,আসানসোল বিভাগের ৪টি স্টেশনে ৯টি, হাওড়া বিভাগের ১০টি স্টেশনে ২৬ টি, মালদা বিভাগের ৫ টি স্টেশনে ১০টি, শিয়ালদা বিভাগের ১২টি স্টেশনে ২৬টি পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে এতে যাত্রী সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্য আরও বাড়বে।

শপথ নিয়ে জটিলতা কাম্য নয়, দাবি বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন: নবনির্বাচিত দুই বিধায়কের শপথ নিয়ে যে জটিলতা তৈরি হয়েছে তা কাম্য নয় বলে বিজেপি দাবি করেছে। কলকাতায় শনিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার জানিয়েছেন, ‘এই ধরনের সাংবিধানিক সংকট তৈরি হওয়া কাম্য নয়। তবে রাজ্যপাল তাকে পৃথকভাবে রাজভবনে ডেকে পাঠিয়েছেন বলে নবনির্বাচিত এক জনপ্রতিনিধি যে মন্তব্য করেছেন তা অসত্য। রাজ্যপাল শপথ পাঠ করানোর জন্য দুজন জনপ্রতিনিধিকেই ডেকে পাঠিয়েছেন।’ এদিকে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ের পথে যাচ্ছেন। সে বিষয়ে এক প্রশ্নের উত্তরে রাজ্য সভাপতি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে রাজ্যপালের চরিত্র হনন করছেন,তাতে আইনি লড়াইয়ে পথে যাওয়াই স্বাভাবিক। রাজ্যপালের সম্পর্কে গোপন তথ্য প্রকাশ্যে আনবেন বলে কুনাল ঘোষ যে দাবি করেছেন তার উত্তরে শ্রী মজুমদার জানান, কুনাল ঘোষ যে কোন তথ্য প্রকাশ্যে আনতে পারেন। তবে কুণাল ঘোষের তথ্য প্রকাশ্যে আসার পর কিভাবে একজন মহিলাকে দিয়ে জোর করে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে মামলা করানোর চেষ্টা করা হচ্ছে সেই তথ্য প্রকাশ্যে আনা হবে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৩০ জুন ২০২৪ ১৫ আষাঢ় ১৪৩১ রবিবার

নিউমার্কেট চত্বরে হকারদের বোঝানোর চেষ্টা কলকাতা পুরসভার

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা শহরের ফুটপাথ হকারদের নিয়ে চলছে সমীক্ষা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ৫ সদস্যের হাই পাওয়ার কমিটির তত্ত্বাবধানে একমাসের মধ্যেই শেষ করতে হবে এই সমীক্ষা। তাই শনিবারও এসপ্ল্যানেড ও নিউমার্কেট চত্বরে ফুটপাথ হকারদের নিয়ে সমীক্ষা করল কলকাতা পুরসভা ও পুলিশের আধিকারিকরা। ফুটপাথ দখলমুক্তির পাশাপাশি হকারদের সঙ্গে কথা বলে শহরের রাস্তায় হকিং নিয়ে নিয়ম বোঝানো হচ্ছে। একইসঙ্গে তাঁদের দিয়ে একটি ফর্ম পূরণ করিয়ে সার্ভে চলছে। শহরের কোথায় কত ফুটপাথ হকার রয়েছেন, তাঁদের বাসস্থান কোথায়, কতদিন ধরে শহরের রাস্তায় হকারি করছেন, সেইসব বিষয়ে জানতেই এই সমীক্ষা করা হচ্ছে।

মূলত, গড়িয়াহাট, হাতিবাগান, এসপ্ল্যানেড ও নিউমার্কেট চত্বরে সমীক্ষা চালানো হচ্ছে। এদিন বিকেলে নিউমার্কেট চত্বরে এই নিয়ে ফুটপাথ হকারদের সঙ্গে বচসা বাঁধে স্থায়ী দোকানদারদের। তৈরি হয় বিশৃঙ্খলা। কিন্তু পুলিশের তৎপরতায় সমস্যা মেটে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পরিস্থিতি সামাল দেয় নিউমার্কেট থানার পুলিশ। এই নিয়ে শনিবার মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'আইন সবাইকেই মানতে হবে। ফুটপাথের এক তৃতীয়াংশেই হকিং করা যাবে। কলকাতা পুরসভা গত দু'বছর ধরে হকারদের সেই নিয়ম মেনে নির্দিষ্ট জায়গায় হকারি করার পরামর্শ দিয়েছে। তাঁরা নিজেরাই সচেতন হয়ে অবৈধভাবে দখল করা ফুটপাথ ছেড়ে দিলে পুলিশকে এত তৎপর হতে হত না। ফুটপাথ কারও নিজের সম্পত্তি নয় যে একজন হকিংয়ের অনুমতি নিয়ে সেই জায়গা অন্যদের দিয়ে ভাড়ায় খাটাবে! যে হকারের জন্য জায়গা বরাদ্দ হবে, তাকেই সেখানে হকারি করতে হবে।'

পাশাপাশি হকারদের জন্য পুরসভার সাফ বার্তা, নির্দিষ্ট নিয়মবিধি মেনে প্রত্যেক হকারের জন্য বরাদ্দ ৩ ফুট বাই ৫ ফুট জায়গাতেই হকারি করতে হবে। একটি ডালার অনুমতি থাকলে তাই নিয়েই ব্যবসা করতে হবে। নিয়ম ভেঙে যত ইচ্ছে ডালা সাজিয়ে সারা রাস্তা জুড়ে হকারি করা যাবে না।

দোকান ভাঙা নিয়ে বিক্ষোভ মেডিক্যাল কলেজ চত্বরে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফুটপাত দখলমুক্ত করার নির্দেশ একমাস স্থগিত রেখেছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তা সত্ত্বেও শনিবার কলকাতার রাস্তায় নামল বুলডোজার। ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের সামনে জবরদখল তুলতে এদিন তৎপর হতে দেখা যায় কলকাতা পুরসভাকে। নামানো হল বুলডোজার। পুরকর্মীরা বেআইনি দোকান সরানোর কাজ শুরু করতে গেলেই তুমুল বিক্ষোভ দেখা দেয়।

ব্যবসায়ীদের দাবি, তাঁরা নিজেদের দোকান কোনও ভাবেই ভাঙতে দেবেন না। রীতিমতো রাস্তায় শুয়ে পড়ে বিক্ষোভ দেখাতে দেখা গেল দোকানদারদের। এক ব্যবসায়ী আচমকাই চলে আসে গাড়ির সামনে। তবে সময় মতো ড্রাইভার ব্রেক কষে দেওয়ায় প্রাণে বেঁচে যান তিনি। গাড়ির বনেটে জোরে জোরে মাথা ঠুকতে থাকেন ওই ব্যবসায়ী। প্রত্যেকেরই এক বক্তব্য কোনওভাবেই তারা দোকান সরাতে দেবেন না। বিক্ষোভকারী এক ব্যবসায়ী বলেন, 'চা বিক্রি করে পেট চালাই। এখন দোকান ভেঙে দিলে আমরা খাব কী, কী করব। আমরা তো কোনও চাকরি করি না। সংসার চলবে কীভাবে?' আরও এক ব্যবসায়ী বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গরিবদের পেটে লাথি মারছেন। এটা ঠিক হচ্ছে না। এটা খুব খারাপ হচ্ছে। পুলিশ এসে এক লক্ষ টাকার মাল নষ্ট করে দিচ্ছে।' বুলডোজারের অত্যাচারে বেজায় ক্ষুব্ধ হকার মহল।

কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে ইডি'র তল্লাশি অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের কলকাতায় ইডির তল্লাশি অভিযান। শনিবার সকাল থেকে শহরের মোট ৮ জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে ইডি আধিকারিকরা। সূত্রের খবর, ভিনরাজ্যের আর্থিক প্রতারণা সংক্রান্ত কোনও মামলায় চলেছে এই অভিযান।

শনিবার সকালে প্রথমে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্স থেকে ইডি আধিকারিকরা বের হন। সেখান থেকে একদল আধিকারিক দক্ষিণ কলকাতার আলিপুরে পৌঁছন। তারপর এক ব্যবসায়ীর ফ্ল্যাটে চলে তল্লাশি। এরপর বিভিন্ন ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে ইডি আধিকারিকরা সাউথ সিটি, লেকটাউন, যাদবপুর-সহ মোট আট জায়গায় তল্লাশি চালায়। সঙ্গে থাকতে দেখা যায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদেরও।

প্রসঙ্গত, চলতি সপ্তাহে সিবিআই-ও দফায় দফায় বিকাশ ভবনের গুদামে তল্লাশি চালায়। বুধ, বৃহস্পতি এবং শুক্রবারও চলে তল্লাশি। দুপুরের দিকে বস্তা ভর্তি নথি নিয়ে বেরতে দেখা যায় সিবিআই আধিকারিকদের। তবে বস্তা ভর্তি নথিপত্রে কী রয়েছে, সে বিষয়ে এখনও কিছু জানানো হয়নি সিবিআইয়ের তরফে। তবে মনে করা হচ্ছে, নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলার কোনও নথিপত্র হতে পারে।

ওই নথিপত্র থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে মামলা ফের নতুন করে গতি পেতে পারে বলেও মনে করছে ওয়াকিবহল মহল। সিবিআইয়ের নথি উদ্ধার নিয়ে চাপানউতোরের মাঝেই কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে ইডি তল্লাশি নতুন কি মোর নেয় সেটাই দেখার।

কলকাতায় এসে আধ্যাত্মিক সফর প্রধান বিচারপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন: একদিনের ঝটিকা সফরে কলকাতায় এসে আধ্যাত্মিক সফর সারলেন দেশের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়। শুক্রবার সন্ধ্যায় কলকাতায় পা রাখেন তিনি। এরপর শনিবার সকালে ন্যাশনাল জুডিশিয়াল অ্যাকাডেমির অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তাঁর এই সংক্ষিপ্ত সফর শুরু হয়। এদিন প্রথমে ন্যাশনাল জুডিশিয়াল অ্যাকাডেমির অনুষ্ঠানে যোগ দেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়। বাইপাসের ধারে এক বিলাসবহুল হোটেলে সেই অনুষ্ঠান মঞ্চে তাঁর সঙ্গে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। অনুষ্ঠান শেষে আধ্যাত্মিক সফরে ব্যস্ত হয়ে পড়েন প্রধান বিচারপতি।

এদিন সকালে অনুষ্ঠানের পর দেখা যায়, দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীর মন্দিরে হাজির প্রধান বিচারপতি। বদলে গিয়েছে তাঁর পোশাকও। নীল স্যুটের পরিবর্তে মন্দিরে তাঁর পরনে সাদা কুর্তা-পাজামা, সোনালি উত্তরীয়। মন্দিরের গর্ভগৃহে ঢুকে ডালা-সহকারে পুজো দিলেন চন্দ্রচূড়। সঙ্গে ছিলেন দক্ষিণেশ্বরের সেবায়েত কুশল চৌধুরী। প্রধান বিচারপতির আগমন উপলক্ষে শনিবার বিকেলে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের চারপাশে নিরাপত্তা আরও আঁটসাঁট করা হয়েছিল কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে।

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রধান বিচারপতি চলে যান বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ মিশনের সদর দফতরে। তাঁকে স্বাগত জানান মঠের সন্ন্যাসীরা। মঠ পরিদর্শন করে ডিওয়াই চন্দ্রচূড় চলে যান প্রেসিডেন্ট মহারাজ গৌতমানন্দজি মহারাজের কাছে। তাঁকে প্রণাম করে আশীর্বাদ গ্রহণ করেন তিনি। এরপর শ্রী রামকৃষ্ণদেব ও সারদা দেবীর ঘরে গিয়ে প্রণাম সারেন প্রধান বিচারপতি। সেখান থেকে হোটেল তারপর দিল্লি উদ্দেশ্যে রওনা দেন চন্দ্রচূড়।

কোথায় কত জমা জল জমেছে, তথ্য পাঠাবে বিশেষ যন্ত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার আরও প্রযুক্তি নির্ভর হতে চলেছে কলকাতা পুরসভা। আর ট্রাফিক পুলিশের সাহায্য নয়, এখন থেকে যন্ত্রই বলবে শহরের কোথায়, কতটা জল জমেছে। উল্লেখ্য, কয়েক ঘণ্টার ভারী বৃষ্টি হলেই শহরের একাধিক এলাকায় জল জমে যায়। যার জেরে ভুগতে হয় শহরের সাধারণ বাসিন্দা থেকে শুরু করে গাড়ি চালকদের। আর এই জল নামতে বেশ কয়েকদিন সময়ও লেগে যায়। প্রত্যেক এলাকার ট্রাফিক পুলিশ কর্মীরাই এতদিন শহরের কোথায় কত জল জমেছে তার তথ্য পাঠাতেন লালবাজারে ট্রাফিক কন্ট্রোল রুমে।

তবে এবার বোধ হয় ছবিটা খানিক বদলাবে। বৃষ্টিতে কোথায়, কত জল জমেছে, তা জানার জন্য শহরের ১২টি জায়গায় বিশেষ সেন্সর-সহ যন্ত্র বসাচ্ছে লালবাজার। সংশ্লিষ্ট জায়গায় কতটা জল জমেছে, তা মেপে ওই যন্ত্র তথ্য পাঠিয়ে দেবে কলকাতা পুরসভা এবং লালবাজারে। তাই দেখে দ্রুত জল নামানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে পুরসভা।

পুলিশ সূত্রের দাবি, ইতিমধ্যেই শহরের বেশ কয়েকটি জায়গায় এই যন্ত্র বসানো হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে রডন স্ট্রিট এবং মহম্মদ আলি পার্ক। রডন স্ট্রিটের দুই প্রান্তে দু'টি যন্ত্র বসানো হয়েছে। বৃষ্টি হলে কত পরিমাণ জল জমেছে, তা পরিমাপ করে ওই যন্ত্র পাঠিয়ে দেবে পুরসভার কন্ট্রোল রুমে। এক পুলিশকর্তা জানান, সৌর প্যানেলের মাধ্যমে ওই যন্ত্র চলবে। কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় করে যন্ত্রগুলি পরীক্ষামূলক ভাবে কয়েকটি জায়গায় বসানো হচ্ছে। সাফল্য এলে অন্য জায়গাতেও তা বসানো হবে।

বর্তমানে ট্র্যাফিক পুলিশের কর্মীরা জল জমার যাবতীয় তথ্য লালবাজারে ট্র্যাফিক কন্ট্রোল রুমে পাঠিয়ে দেন। লালবাজারের তরফে তা পুরসভায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এবার থেকে এই যন্ত্রের মাধ্যমে পুরসভা সরাসরি জল জমার পরিস্থিতি জানতে পারবে। তাতে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ বাড়বে বলেই মনে করা হচ্ছে পুরসভার তরফে। ফলে শহরের বাসিন্দাদের ভোগান্তিও কমবে বলেই অনুমান লালবাজারের।

স্কুল আটকে কেন্দ্রীয় বাহিনী, প্রতিবাদে রাস্তায় নামল পড়ুয়ারা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে আগামী ২৬ জুন পর্যন্ত মোতায়েন থাকার কথা ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনীর। তারপর তিন দিন হয়ে যাওয়ার পরও স্কুলে রয়েছেন জওয়ানরা। যার জেরে ক্লাস করতে চরম অসুবিধা হচ্ছে পড়ুয়াদের। আর তাই শনিবার স্কুল খোলার দাবিতে ভাঙড়ের বিক্ষিপ্ত অঞ্চলে সর্বত্র চলল বিক্ষোভ।

এদিন বাসন্তী হাইওয়ের বামনঘাটায় রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন ছাত্রছাত্রীরা। শুধু তাই নয়, শিক্ষক-শিক্ষিকারাও যোগ দিয়েছিলেন এই বিক্ষোভে। তাঁদের দাবি, ভাঙড় মহাবিদ্যালয়ের চতুর্থ সেমিস্টারের পরীক্ষা বাতিল হয়েছে। জওয়ানরা থাকায় ক্লাস করতেও অসুবিধা হচ্ছে। প্রধান শিক্ষক মানস হালদার বলেন, 'দেড় মাস গরমের ছুটির পর খুলেছে স্কুল। ভোট মিটেছে একমাস হল। তারপরও বাহিনীর জওয়ানরা স্কুলে রয়েছে। প্রায় আড়াই মাস ধরে ছাত্রীদের ঠিক মতো পড়াতে পারছি না। সমস্যা হচ্ছে। আমাদের দাবি সেনাবাহিনী থাকুক। কিন্তু অন্য কোথাও বিকল্প ব্যবস্থা করার হোক, স্কুলে নয়।' এক ছাত্র বলে, 'কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান থাকার জন্য আমরা ঠিকঠাক ভাবে ক্লাস করতে পারছি না। একটা ছোট বিল্ডিংয়ে ক্লাস হচ্ছে। এত পড়াশোনার ক্ষতি হচ্ছে। স্যররা পড়াতে পারছেন না।'

এ দিকে, বিক্ষোভের জেরে ব্যাপক যানজট সৃষ্টি হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছন কলকাতা লেদার কমপ্লেক্স থানার পুলিশ। পুলিশকে ঘিরেও বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন ছাত্র ছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকারা।

রথতলা গুলিকাণ্ডে ধৃতদের পুলিশি হেফাজত

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ব্যবসায়ী অজয় মন্ডলকে ফোনে হুমকি দেওয়া এবং তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালানোর ঘটনায় পুলিশের জালে তিন দুষ্কৃতী। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ বিহারের সমস্তিপুর টাউন থানা এলাকার বাসিন্দা তিন দুষ্কৃতীকে বৃহস্পতিবার গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতদের নাম সাহিল কুমার পাসোয়ান, রাহুল কুমার চৌধুরী ও অঙ্কিত কুমার পাসোয়ান। ধৃতদের ট্রানজিট রিমান্ডে ব্যারাকপুরে আনা হয়। পুলিশ ধৃতদের বিরুদ্ধে ৩৮৪, ৩৮৬, ৩০৭, ১২০বি, ৩৪ আইপিসি ও ২৫/২৭ অস্ত্র আইনে মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত করছে। শনিবার ব্যারাকপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক ধৃতদের পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন। প্রসঙ্গত, গত ১৫ জুন বেলঘড়িয়ার রথতলা মোড়ের কাছে বিটি রোডের ওপর ব্যবসায়ী অজয় মন্ডলের গাড়ি লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। ঘটনার কিছুক্ষন পরেই বেলঘড়িয়া থানায় পুলিশের সামনেই বিহারের বেউর জেলে বন্দি থাকা কুখ্যাত অপরাধী সুবোধ সিং ব্যবসায়ী অজয় মন্ডলকে হুমকি দেয় বলে অভিযোগ। সেই ফোনের সূত্র ধরে বিহারে অভিযান চালিয়ে পুলিশ তিনজনকে পাকড়াও করেছে। ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে পুলিশ খতিয়ে দেখবে ব্যবসায়ী অজয় মন্ডলকে ফোনে হুমকি এবং তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালানোর ঘটনায় আরও কারা জড়িত।

গণপিটুনির পর ডিলিট করা হয়েছিল সিসিটিভি ফুটেজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার খবরের শিরোনামে এখন বউবাজারের উদয়ন হস্টেল। মোবাইল চোর সন্দেহে যুবককে হোস্টেলের মধ্যে ঢুকিয়ে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ একদন পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে। অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে ১৪ জনকে। ইরশাদ নামে ওই যুবকের মৃত্যুর ঘটনার তদন্তে নেমে এবার চাঞ্চল্যকর তথ্য এসেছে পুলিশের হাতে। অভিযোগ, শুক্রবার বেশ কিছুক্ষণ পুলিশকে ভিতরে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়েছিল। সকাল ৮টা ৪৫ মিনিট থেকে সকাল সাড়ে ১০টা পর্যন্ত পুলিশকে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, এরমধ্যেই মুছে ফেলা হয়েছিল সিসিটিভি ফুটেজও। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে আসার আগে প্রাথমিক তদন্ত করছে পুলিশ। হস্টেলের আবাসিকদের জিজ্ঞাসাবাদও করে পুলিশ। পুলিশের অনুমান, ঘটনাটি ঘটেছে সকাল ৮ টা ৪৫ মিনিট থেকে সকাল সাড়ে ১০ টার মধ্যে। পুলিশকে দেখে ভিতর থেকে কেউ কেউ দরজা খুলতে রাজি হয়নি। এমনকী পুলিশ বারবার সতর্ক করার পরও ঢুকতে দেওয়া হয়নি। পুলিশ সাড়ে ১০ টা নাগাদ হোস্টেলে ঢুকতে সক্ষম হয়। পৌনে ৯ টায় ওই যুবককে টেনে হস্টেলের ভিতর ঢোকানো হয়। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকাল ৮টা ৪৫ মিনিট থেকে ৯টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত সিসিটিভি ফুটেজ ডিলিট করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, মোট ৬ জন এই ঘটনায় জড়িত ছিল। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ইরশাদ নামে ওই যুবককে ব্যাট দিয়ে আঘাত করার ফলেই মৃত্যু ঘটেছে তার। ব্যাট দিয়ে মেরে দীর্ঘক্ষণ ফেলে রাখা হয়েছিল কী না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় ১৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। শনিবার তাঁদের আদালতে পেশ করা হয়। ৩০২ ধারায় খুনের মামলা, ৩৬৫ ধারায় অপহরণ, ১২০ বি অর্থাৎ সম্মিলিত ষড়যন্ত্রের ধারায় মামলা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে।

সরকারি টেন্ডারের নামে প্রতারণা, ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন: সরকারি দফতরের টেন্ডার পাইয়ে দেওয়ার নাম করে লক্ষাধিক টাকার প্রতারণার অভিযোগ। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, তিলজলা এলাকার এক বাসিন্দা এপ্রিল মাসে পুলিশকে জানান তাঁকে সরকারি টেন্ডার পাইয়ে দেওয়ার নামে প্রলোভন দেখানো হয়। মহম্মদ শামীম হায়দার নামে এক ব্যক্তি এই কাজ করেন। টেন্ডার পাওয়ার জন্য ওই ব্যক্তির কাছ থেকে ষাট শতাংশ টাকাও নেয় শামীম। এরপর ওই ব্যক্তি অভিযুক্তর কথা মতো তাঁকে তিন লক্ষ টাকা দেন। কিন্তু টেন্ডার আর পাওয়া হয়নি। তখনই তিনি বুঝতে পারেন প্রতারিত হয়েছেন। এরপর বিধাননগর দক্ষিণ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সেই ভিত্তিতে শুক্রবার বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশ গ্রেফতার করে। অভিযুক্তকে আজ বিধাননগর আদালতে তোলা হলে তাকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানাবে পুলিশ। সম্প্রতি, নবান্নের সভাঘরে পুরপ্রশাসকদের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়ে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই সময় তিনি ঘোষণা করেছিলেন কোনও টেন্ডার এবার আর স্থানীয়স্তরে হবে না। এবার থেকে যা টেন্ডার হবে, তা রাজ্যস্তর থেকেই সিদ্ধান্ত হবে। মূলত, টেন্ডারের বরাত নিয়ে দুর্নীতি রুখতেই এই সিদ্ধান্ত নেন মমতা বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

বাইক পার্কিং ঘিরে বিবাদ, মারধর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বাইক পার্কিং ঘিরে বিবাদের জেরে ডেলিভারি সংস্থার এক কর্মীকে মারধোর করার অভিযোগ উঠল ব্যারাকপুরে। আর এই ঘটনাকে ঘিরে শনিবার বিকেলে উত্তেজনা ছড়ালো টিটাগড় থানার ব্যারাকপুর পুরসভার ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের লালকুঠি মোড় সংলগ্ন এলাকায়। জানা গিয়েছে, ব্যস্ততম ঘোষপাড়া রোডের ধারে লালকুঠি মোড়ের কাছেই রয়েছে একটি বেসরকারি ডেলিভারি সংস্থার অফিস। প্রতিদিন সংস্থার কর্মীরা রাস্তার ধারে বাইক পার্কিং করে অর্ডারের পণ্যসামগ্রী নিয়ে গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। অভিযোগ উঠেছে, ডেলিভারি সংস্থার কর্মীদের বাইক পার্কিংয়ের ফলে মানুষের যাতায়াতে নাকি অসুবিধা হচ্ছে। শনিবার বিকেলে স্থানীয় কাউন্সিলর প্রদীপ সেন লোকজন নিয়ে ওই ডেলিভারি সংস্থার অফিসের সামনে গিয়ে রাস্তার ধার থেকে বাইক সরিয়ে রাখার নির্দেশ দেন। তা নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে তীব্র বচসা বেধে যায়। অভিযোগ, বচসা চলাকালীন হর্ন বাজিয়ে অফিসের সামনে এসে দাঁড়ান ডেলিভারি সংস্থার কর্মী বিশ্বজিৎ গুড়িয়া। বাইকের হর্ন বাজানোয় কাউন্সিলরের সঙ্গীরা বিশ্বজিৎকে মারধোর করেছে বলে অভিযোগ। এমনকি মারধোরের ছবি সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরাও পড়েছে। সহকর্মীকে মারধোরের প্রতিবাদ জানায় ডেলিভারি সংস্থার অন্যান্য কর্মীরা। ঘটনা ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায় ব্যারাকপুর লালকুঠি মোড় এলাকায়। পরিস্থিতির সামাল দিতে ঘটনাস্থলে টিটাগড় থানার পুলিশ পৌঁছয়। ডেলিভারি সংস্থার কর্মী বিশ্বজিৎ গুড়িয়ার অভিযোগ, লোকজনের জমায়েত দেখে বাইকের হর্ন বাজাই। তখনই তিন-চারজন তেড়ে এসে তাকে মারধোর করেছে। ঘটনা নিয়ে স্থানীয় কাউন্সিলর প্রদীপ সেন বলেন, রাস্তার ধারে প্রতিদিন বাইক পার্কিং করায় মানুষের যাতায়াতে অসুবিধা হচ্ছে। সেটা ডেলিভারি সংস্থার কর্মীদের বলতেই তারা এসেছিলেন। কিন্তু কাউকে মারধোর করা হয়নি।

নিম্নচাপের পর বুধবার থেকে আরও বড় অশনিসংকেত

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার সকাল থেকেই শক্তি বাড়িয়েছে নিম্নচাপ। বাংলায় কোথাও বিক্ষিপ্ত, কোথাও আবার ভারী বৃষ্টি চলছে সারাদিন। বিকেল থেকে বৃষ্টির দাপট আস্তে আস্তে কমেছে। হাওয়া অফিস সূত্রে খবর, বর্তমানে নিম্নচাপটি অবস্থান করছে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন ওড়িশা এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে। তবে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ঝুঁকে আছে গোটা প্রক্রিয়াটি। এছাড়াও হাওয়া অফিস আরও জানিয়েছে, একটি পূর্ব-পশ্চিম অক্ষরেখা রয়েছে উত্তরপ্রদেশ থেকে ঝাড়খণ্ডের উপরে। যার যেরে আগামী কয়েকদিন বৃষ্টির দেখা মিলবে গোটা বঙ্গ জুড়ে। আগামী শুক্রবার পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের সবকটি জেলাতে মাঝারি বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা।

আগামী বুধবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে সবথেকে বেশি বৃষ্টি হতে পারে। ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব বর্ধমান, নদিয়া, দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ে। ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সর্তকতা জারি করা হয়েছে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে।

১ জুলাই ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণের সর্তকতা জারি করা থাকছে উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলায়। তালিকায় রয়েছে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ার। ভারী বৃষ্টির সর্তকতা থাকছে উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে। ২ জুলাইও বজায় থাকবে একই ছবি। তবে ওই দিন দক্ষিবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা থাকছে না। কিন্তু ৩ জুলাই বুধবার ভারী বৃষ্টির সতর্কবার্তা রয়েছে দক্ষিণবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদিয়ায়। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গের দক্ষিণ দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ারেও ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহওয়া দফতর।

সম্পাদকীয়

বেদান্তে বিশ্বাস থাকতেই পারে, কিন্তু তার সঙ্গে কোয়ান্টাম বিজ্ঞানের কোনও সম্পর্ক নেই

ভারত সরকার ২০২০ সালে ৮০০০ কোটি টাকা কোয়ান্টাম তথ্যপ্রযুক্তি ও তার ব্যবহারের জন্য বরাদ্দ করেছিল, কোয়ান্টাম বিজ্ঞানে গবেষণার জন্য করেনি। বিজ্ঞান আমাদের ব্রাত্য। বর্তমানে গোপনীয় আদানপ্রদান 'ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড'-এর (ওটিপি) সাহায্যে করা হয়। ফোনের মাধ্যমে পাঠানো ওটিপি মাঝপথে এমন ভাবে জেনে নেওয়া সম্ভব যে, প্রেরক বা গ্রাহক কিছুই টের পাবে না। এখানেই কোয়ান্টাম তথ্যপ্রযুক্তি আসছে। কোয়ান্টাম মেকানিক্স বলে যে, একটা কণার অবস্থান জানতে গেলে পরিমাপের অভিঘাতে তার ভর-বেগ বদলে যাবে, বা কণাতে একটা চাঞ্চল্য (ডিস্টার্বেন্স) আসবে। কাজেই যদি এই 'ওটিপি' ইলেকট্রন বা ফোটনের কৌণিক ভরবেগের অভিমুখ বা পোলারাইজশেন-এর মাধ্যমে কোয়ান্টাম তথ্য হিসাবে পাঠানো হয়, তা হলে কোয়ান্টাম অনিশ্চয়তার নীতি অনুযায়ী কেউ এই কোয়ান্টাম তথ্য মাঝপথে পরিমাপ করে জানলে হয় তথ্যের বিকৃতি ঘটবে, অথবা উপযুক্ত কোয়ান্টাম চ্যানেলে আওয়াজ (ডিস্টার্বেন্স) উঠবে, বা দুটোই হবে। তার ফলে প্রেরক ও গ্রাহক তা জানতে পারবে। কোয়ান্টাম এনট্যাঙ্গলমেন্ট ব্যবহার করে শূন্য মাধ্যমে আলোর চেয়ে দ্রুত গতিতে সংবাদ পাঠানো যায় না। তবে কোয়ান্টাম কম্পিউটারে এর ব্যবহার করা হয়। কোয়ান্টাম গুপ্তলিপি, কোয়ান্টাম কম্পিউটার, এই সব নিয়ে গত ২০-৩০ বছর ধরে কাজ চলছে। আমরা অনেক দেরিতে শুরু করছি, যখন বোঝা গিয়েছে যে এইগুলি ভবিষ্যতের প্রযুক্তি হতে চলেছে। প্রযুক্তির কথা বাদ দিয়ে কোয়ান্টাম বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা কী করছি? বিজ্ঞানে চিরকালই আমাদের অনীহা, কারণ বিশেষ টাকা পাওয়া যায় না। এখন বলা হচ্ছে, কোয়ান্টাম অনিশ্চয়তার কথাই নাকি ঋষিরা অদ্বৈত বেদান্ত শাস্ত্রে বলে গিয়েছেন (এই দৃশ্যমান জগৎ মায়া বা মিথ্যা, কেবল ব্রহ্ম সত্য)। কারও বিশ্বাসে আঘাত না দিয়ে বলছি, কোয়ান্টাম মেকানিক্স এই ধরনের কিছু বলে না। কোয়ান্টাম অনিশ্চয়তার সঙ্গে পরিমাপের মৌলিক সীমাবদ্ধতার সম্পর্ক আছে, এবং তার অন্তরালে কোনও ঈশ্বরের খোঁজ পাওয়া যায়নি। দৃশ্যমান বড় বস্তুর ক্ষেত্রে কোয়ান্টাম গণনা ও সনাতন পদার্থবিদ্যার গণনা প্রায় একই ফল দেয়। কাজেই আমি না দেখলেও এই চেয়ারটার, বা চাঁদের, একটা নির্দিষ্ট অবস্থান আছে; এ কথা বললে কোয়ান্টাম মেকানিক্স অনুযায়ী প্রায় ঠিকই বলা হয়। এই জগৎ মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য ২০২২ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়নি, বা সে রকম কিছু পদার্থবিজ্ঞানীরা বলেননি। অনেকের বেদান্তে বিশ্বাস থাকতেই পারে, কিন্তু তার সঙ্গে কোয়ান্টাম বিজ্ঞানের কোনও সম্পর্ক নেই।

আনন্দকথা

ঈশ্বরই কর্তা আর সব অকর্তা — এর নাম জ্ঞান। আমি অকর্তা। তাঁর হাতের যন্ত্র। তাই আমি বলি, মা, তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র; তুমি ঘরণী, আমি ঘর;, আমি গাড়ি, তুমি ইঞ্জিনিয়ার; যেমন চালাও, তেমন চলি; যেমন করাও, তেমনি করি; যেমন বলাও, তেমনি বলি; নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কমলকুটিরে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীযুক্ত কেশব সেন

শ্রীরামকৃষ্ণ কাপ্তেনের বাটী হইয়া শ্রীযুক্ত কেশব সেনের 'কমলকুটির' নমক বাটীতে আসিয়াছেন। সঙ্গে রাম, মনোমোহন, সুরেন্দ্র, মাস্টার প্রভৃতি অনেকগুলি ভক্ত। সকলে দ্বিতল হলঘরে উপবেশন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত প্রতাপ মজুমদার, শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য প্রভৃতি ব্রাহ্মভক্তগণও উপস্থিত আছেন।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

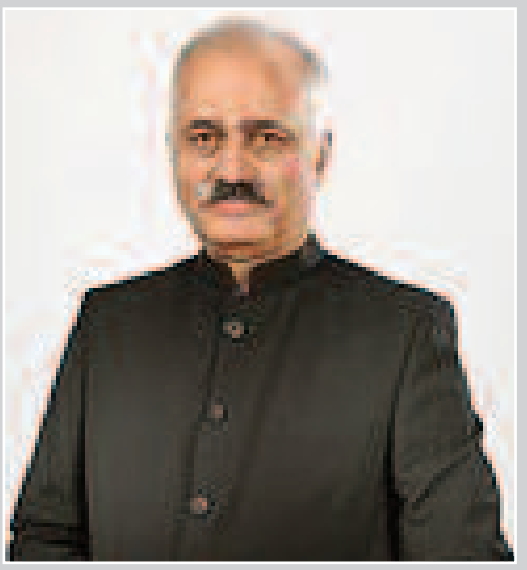

পি টি বোপান্না

১৯০৪ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ টি মারিয়াপ্পার জন্মদিন।*
১৯৫০ *বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিক পি টি বোপান্নার জন্মদিন।*
১৯৮১ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় মনীশ শর্মার জন্মদিন।*

সরকারি জমি দখলে তোপ মাননীয়ার

অশোক সেনগুপ্ত

রাস্তা দখল, সরকারি জমি দখল, ফুটপাত দখলের মতো ঘটনায় স্থানীয় নেতা-কর্মী এবং পুলিশের একাংশকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে এই দখলদারি মেনে নেওয়া হবে না। বৃহস্পতিবার নবান্নে মিটিংয়েও কার্যত রণংদেহী মেজাজে তিনি। হকার থেকে নেতা, পুলিশ থেকে কাউন্সিলর — নিয়ম ভাঙলে গ্রেফতার করার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন।

কিন্তু পারবেন কি মুখ্যমন্ত্রী তাঁর হুঁশিয়ারির রাশ ধরে রাখতে? দখল করার মত ফাঁকা জায়গা আর রয়েছে কতটা? আশপাশের সরকারি জমির ফাঁকা অংশগুলি কালে কালে দখল হয়ে গিয়েছে। ক্রমান্বয়ে সরকারি জমি দখলে ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তোপ দেগেছেন। অনেকেই স্বাগত জানিয়ে বলছেন, 'শুভ উদ্যোগ'। সেই সঙ্গে প্রশ্ন তুলেছেন, 'মাননীয়ার ঘুম কি হঠাৎ ভাঙল? উনি তো এই দখলদারদের ভোটের ওপরে নির্ভর করেই আছেন ক্ষমতায়!' দু'দিনের ব্যবধানে তাঁর সুরও বদলে গিয়েছে অনেকটা।

বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'রাস্তাটা দখল হয়ে গিয়েছে, এতে আমাদের কাউন্সিলরদের অনেক দোষ রয়েছে। তারা ভাবে দিয়ে দিলাম, কিনে নিলাম, মাসে চাঁদা পেলাম—না তা হবে না। ডাল-ভাত-মাছ-তরকারি খেয়ে কি সন্তুষ্ট হওয়া যাচ্ছে না? খেতে কী লাগে?... মানুষের কতটুকু লাগে বাঁচার জন্য?'

কিন্তু গত কয়েক দশক ধরেই চলছে ফাঁকা জমি দখলের প্রক্রিয়া। বাঘাযতীন রেলস্টেশন থেকে জোড়াব্রিজ; আধ ঘন্টার এই হাঁটাপথ কলকাতা পুরসভার ১০৯ নম্বর ওয়ার্ডের অধীন রাস্তাটি আগে ছিল নিছকই খালপাড়ের 'আল'। ডান দিকে পঞ্চান্নগ্রাম খাল। বাঁ দিকে ভেড়ি বুজিয়ে মাটি ফেলে একটু একটু করে তৈরি হচ্ছিল ছোট ছোট ঘরবাড়ি। জমিগুলো ছিল 'মূলত খাস' (ভেস্টেড)। ক্রমে সে সবের অধিকার বর্তায় সরকারের। এর একটা বড় অংশ প্রক্রিয়া মেনে বা না মেনে বাম আমলেই হস্তান্তর করা হয়েছিল বিভিন্ন সংগঠন বা সংস্থাকে।

এখানকার এই রাস্তা বাম আমলে ছিল তুলনায় বিবর্ণ। তৃণমূল আমলে আরও ব্যস্ততা বেড়েছে, চকচকে হয়েছে। রাস্তার দু'পাশে বসানো পাথরে পড়েছে নীল-সাদা রঙের প্রলেপ। কিন্তু ওই রাস্তার প্রায় শুরুতে (স্টেশনের দিকে) খালপাড়ে সরকারি জমিতে তৈরি হয়েছে দলীয় অফিস, নানা ধরণের স্থায়ী মন্দির।

এর মধ্যে 'পূর্ব রাজাপুর ডি ব্লক'-এ অনেক টাকা খরচ করে তৈরি হয়েছে শীতলা মন্দির। ২০১৭-র ২৯ মার্চ এটির উদ্বোধন করেন স্থানীয় কাউন্সিলার অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়। মন্দিরের গায়ে লাগানো রূপালি ধাতব ফলকে সগর্বে ঘোষণা করা হয়েছে ওই নির্মাণে 'তাঁর আন্তরিক উদ্যোগ ও সহযোগিতা'র কথা। এটা নিশ্চিত, যত্রতত্র দখলের ব্যাপারে সাত বছর বাদে খোদ দলনেত্রী এভাবে তাঁর সতীর্থদের উদ্দেশে তোপ দাগতে পারেন, '১৭-তে তা ভাবেননি পুরমাতা। ভাবলেও কি আদৌ তার পরোয়া করতেন?

ওই মন্দিরের ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে আরও তিনটি পাকা মন্দির। বিপরীতে আগে ছিল একটি বড় বস্তি। বাম আমলেই তাদের পাট্টা দেওয়া হয়। বাসিন্দাদের একাংশের আপত্তি সত্ত্বেও ওই খাস জমির একাংশে তৈরি হয় সরকারি আবাসন। যদিও বস্তিবাসীদের কাউকে উচ্ছেদ করা হয়নি। তাদের খেলাধুলার জন্য আগেই বরাদ্দ হয়েছে খেলার মাঠ। তবে, তাদের একাংশ জমি দখল করেছেন বিপরীতে, খালপাড়ে।

সারা বছর এগুলো নিয়ে মাথা ঘামানোর অবকাশ নেই জনপ্রতিনিধিদের। অনুষ্ঠান-পুজোয় তাঁদের ডাক পড়ে ওই সব দখলদারদের তরফে। নেতা-নেত্রীরা যানও। কারণ, এককালের ওই দখলদাররাই তো মূল ভোটব্যাঙ্ক। তাঁদের খুশি রাখার চেষ্টায় পিছপা হন না কোনও দল।

বৃহস্পতিবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তোপ দেগেছেন, 'স্থানীয় নেতা-পুলিশ সবচেয়ে বেশি দায়ী। প্রথম বসাচ্ছেন তারপর বুলডোজার দিয়ে ওঠাতে যাচ্ছেন। আমি এটা মানি না। আমি সবচেয়ে বেশি যেটা মানি সেটা হল প্রথম থেকেই আটকাতে হবে।' স্থানীয় কাউন্সিলরদেরও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতার তোপ, 'যে কাউন্সিলরের এলাকায় এটা চলবে, সে কাউন্সিলর অ্যারেস্ট হবে।'

কিন্তু ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়। রাস্তা আর ডানদিকের সরকারি আবাসনের মাঝে ফাঁকা জমি দখলের আশঙ্কা রুখতে কিছুকাল আগে টানা দেওয়াল-বরাবর বাঁশের হালকা বেড়া দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। কয়েকটি ফলকে লেখা, 'কেএমসি-র জমি, মাঙ্গলিক কোঅপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি দেখভাল করবে'। যদিও ঘেরা অংশটা আগাছা আর ঝোপে ভরা। তা হোক, দখল রুখতে আর কী-ই বা করার আছে আবাসনের বাসিন্দাদের?

বাম আমলে রবীন্দ্র সরোবরের কাছে 'বেদিভবন'-এর দখলদারদের তুলতে গিয়েও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর অনুগামীদের চরম বাধার মুখে পড়ে পুলিশ। সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে বন্দরের জমি মুক্ত করতে গিয়েও বড় বাধার মুখে পড়ে পিছু হঠতে হয়েছে বন্দর কর্তৃপক্ষকে। দখলদারদের রাজনৈতিক মদতে আটকে যাচ্ছে রেল, মেট্রো জাতীয় সড়ক, বিমানবন্দর সম্প্রসারণের নানা কাজ। দেশের অন্যান্য রাজ্যে এ ধরণের উন্নয়নমূলক কাজ যে গতিতে হচ্ছে, সেদিক থেকে পিছিয়ে যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ। এই রকম সার্বিক পরিস্থিতির মধ্যেই দখলদারদের ব্যাপারে তাঁর আগের অবস্থান থেকে ঘুরে তোপ দেগেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আবার দু'দিনের ব্যবধানে সুর কিছুটা নরম করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কেন এই বেআইনি দখলদারদের রমরমা? স্থানীয়দের কথায়, প্রভাবশালীদের মদত ছাড়া এ সব সম্ভব নয়। বাসিন্দাদের কথায়, 'আমরাই ভোট দিয়ে জেতাব, আবার আমাদেরই সমস্যায় পড়তে হবে! এটা বন্ধ হওয়া দরকার।'

জোড়াব্রিজের দিকে আর একটু এগোতে গেলে ডানদিকে কলকাতা পুরসভার জমির ওপর বিচ্ছিন্ন কিছু দখল, ছোট দোকান। রাস্তার ওপর কিছুকাল আগে তৈরি একটা বড়সর ক্লাবঘর। ধাতব ফলকে লেখা 'আমরা আছি'। এক পা এগোতেই ডান দিক দিয়ে একটি প্রশস্ত রাস্তা নেমে গিয়েছে। সংযোগস্থলে অনেকটা অংশ নিয়ে ক্লাবঘর এবং গণেশ মন্দির। ক্লাবের দেওয়ালে বড় বোর্ডে লেখা 'আমরা আছি ক্লাব। এ ৪০, সম্মিলনী পার্ক'। ফলকে ক্লাবের জন্মবছর ২০০৮ লেখা থাকলেও এই পাকা ক্লাবঘর তৈরি হয়েছে এর বেশ কয়েক বছর বাদে, এই তৃণমূল আমলেই।

ক্লাবঘরের পাশেই রাস্তার এক-তৃতীয়াংশের ওপর জায়গা দখল করে তৈরি হয়েছে অনেক অর্থব্যয়ে মার্বেলে বাঁধানো গণেশমন্দির। গণেশমূর্তির পাশে জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রা। সামনে মন্দিরগাত্রে ফলকে কিছু কর্তাব্যক্তি এবং ফোন নম্বর-সহ পুরোহিতের নাম, পুজোর সময়ের উল্লেখ। সরকারি জমি দখল করে এই সব নির্মাণের অধিকাংশই হয়েছে তৃণমূল আমলে।

জোড়াব্রিজের দিকে আরও এগোলে দু'ধারে সরকারি জমিতে কিছু দোকান। ডানদিকের রাস্তাটি বেঙ্গল অম্বুজা, ক্যালকাটা গ্রিনস প্রভৃতি বৃহৎ আবাসন এবং সম্মিলনী পার্কের পাশ দিয়ে গিয়েছে ইএম বাইপাসে। এই অংশেও সরকারি জমিতে সারি সারি দখলদার দোকান। খালের পাশে রাস্তার ধারে ২-১টা বাড়িও পুরআইন না মেনে বেআইনি সম্প্রসারণ করেছে।

বাঁ দিকে খালপাড়ে তৈরি হওয়া দখলদার দোকানদারদের বাম আমলেই পুনর্বাসন দিয়ে উচ্ছেদের পরিকল্পনা হয়েছিল। তা সেই আমলে রূপায়িত না হলেও তৃণমূল আমলে হয়েছে। ফলে সেখানে অনেকটা অংশ নিয়ে তৈরি হয়েছে রিক্সাস্ট্যান্ড। তবে এর বিপরীতে রয়েছে দখল করা জমিতে তৈরি সারিবদ্ধ কিছু দোকান। এখানে রাস্তা ও সার্ভে পার্ক-এর সীমানার মাঝে রয়েছে অনেকটা জমি। প্রয়োজনে বাঘাযতীন স্টেশন পর্যন্ত রাস্তা চওড়া করার যথেষ্ঠ অবকাশ ছিল। কিন্তু খামচি মেরে এই জমির নানা অংশ দখল করে নেওয়ায় ভবিষ্যতে রাস্তা চওড়া করতে গেলে সমস্যা হবে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা ভবিষ্যতের এই সব সার্বিক আবশ্যিকতা নিয়ে সেভাবে ভাবছেন না। যে যাঁর ক্ষুদ্র স্বার্থ চরিতার্থ করতে ব্যস্ত।

পঞ্চান্নগ্রাম খালের অপর পাশ কলকাতা পুরসভার ১০৩ নম্বর ওয়ার্ডের অধীন। লাগোয়া ওই রাস্তাও জোড়াব্রিজ থেকে গিয়েছে বাঘাযতীন স্টেশন। সেখানেও সরকারি জমিতে মন্দির, দোকান, পূর্ব রাজাপুর স্টার ক্লাবের পাকা ভবন প্রভৃতি। স্থানীয় ক্রমবর্ধমান বাসিন্দা, যাত্রী ও গাড়ির তুলনায় রাস্তা অপরিসর।

প্রায় ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে ই এম বাইপাসের ধারে পুরসভার ১০৯ নম্বর ওয়ার্ডের অধীন অজয়নগর-এর মোড়। সেখানেও দু'পাশে দগদগে ঘা-এর মত দখলদারদের গুচ্ছের দোকান। ওই মোড় থেকে সামান্য এগোলেই ডানদিকে বেঙ্গল অম্বুজা-র উচ্চবিত্তদের আবাসন 'উদিতা'। সম্ভ্রান্ত সেই আবাসন থেকে বার হলেই বাইপাসের বেহাল সার্ভিস রোড আর দখলের জমিতে সারিবদ্ধ দোকান।

সামগ্রিকভাবে গোটা রাজ্যের ছবিটাই এরকম। পশ্চিমবঙ্গে দখলদারদের কবলে সবচেয়ে বেশি গিয়েছে রেলের জমি। যাদবপুর স্টেশনের পাশে কয়েক বিঘা জমির ওপর বাম আমলেই তৈরি হয় সুকান্ত মার্কেট। প্রায় প্রতিটি স্টেশনের প্লাটফর্মে হকাররা গেঁড়ে বসেছেন। তুলতে গেলেই দল বেধে হইহই করে পাল্টা আঘাত হানে দখলদাররা। আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতির আশঙ্কায় পেছোতে হয় রেলকেই। উচ্ছেদ করা যায় না রেলবস্তিগুলোকেও। উল্টে বছরের পর বছর ফুলে ফেঁপে উঠেছে বস্তিগুলো। বাম আমলের শেষদিকে ঢাকুরিয়া রেলব্রিজের নিচে লেভেল ক্রশিংয়ের পাশে এই সব বস্তির দাপটে বজবজ শাখার রেল চলাচল চরম বিঘ্নিত হচ্ছিল। রেলের আর্জিতে রাজ্য কিছু অংশের বস্তি উচ্ছেদের চেষ্টা করলে তৎকালীন বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাধা দেন।

বাম আমলে রবীন্দ্র সরোবরের কাছে 'বেদিভবন'-এর দখলদারদের তুলতে গিয়েও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর অনুগামীদের চরম বাধার মুখে পড়ে পুলিশ। সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে বন্দরের জমি মুক্ত করতে গিয়েও বড় বাধার মুখে পড়ে পিছু হঠতে হয়েছে বন্দর কর্তৃপক্ষকে। দখলদারদের রাজনৈতিক মদতে আটকে যাচ্ছে রেল, মেট্রো জাতীয় সড়ক, বিমানবন্দর সম্প্রসারণের নানা কাজ। দেশের অন্যান্য রাজ্যে এ ধরণের উন্নয়নমূলক কাজ যে গতিতে হচ্ছে, সেদিক থেকে পিছিয়ে যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ।

এই রকম সার্বিক পরিস্থিতির মধ্যেই দখলদারদের ব্যাপারে তাঁর আগের অবস্থান থেকে ঘুরে তোপ দেগেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আবার দু'দিনের ব্যবধানে সুর কিছুটা নরম করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কেন এই বেআইনি দখলদারদের রমরমা? স্থানীয়দের কথায়, প্রভাবশালীদের মদত ছাড়া এ সব সম্ভব নয়। বাসিন্দাদের কথায়, 'আমরাই ভোট দিয়ে জেতাব, আবার আমাদেরই সমস্যায় পড়তে হবে! এটা বন্ধ হওয়া দরকার।'

সোদপুর স্টেশন রোড মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র দাস এবং স্নেহাশিস ঘোষ চৌধুরী বলেন, 'যে ভাবে স্থায়ী দোকানগুলির সামনের ফুটপাথ জবরদখল করে হকাররা বসে পড়ছেন তা অত্যন্ত বিপজ্জনক। তাদের জন্য একটা সুনির্দিষ্ট জায়গা করে দেওয়া হোক এবং নির্দিষ্ট একটা সময় পর্যন্ত তাদের ব্যবসা করার অনুমতি দেওয়া হোক।' বিষয়টি নিয়ে তারা এর আগে একাধিকবার পুর ও প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে চিঠি দিলেও তা গুরুত্বই পায়নি বলে খেদোক্তি প্রকাশ করেছেন। মুখে কুলুপ পূর্ত দফতরের ব্যারাকপুর ডিভিশনের কর্তাদের।

পরিস্থিতি বর্ণনায় নমুনা হিসাবে মূলত ১০৯ নম্বর ওয়ার্ড বাছলাম কারণ, গত কয়েক দশকে আরও কিছু অঞ্চলের মত এই অঞ্চলে সম্পত্তির দাম বেড়েছে রকেটের গতিতে। তাই যে কোনও ভাবে একটু জমি দখল করতে পারলেই হল। আর, শাসক দলের প্রশ্রয় থাকলে কে রোখে? মাঝখান থেকে মুখ্যমন্ত্রী যে এভাবে ক্ষেপে যাবেন, কে বুঝতে পেরেছিলেন? সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধিরা ঘাপটি মেরে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন। তাঁরা নিশ্চিত, মাননীয়া অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলেই আবার যে কে সেই চলবে!

যদিও জমি দখল প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বৃহস্পতিবারও ফের কাউন্সিলরদের দোষেন। কড়া ভাষায় বলেই দেন, টাকা নিয়ে যদি কেউ সরকারি জায়গা দখলের অনুমতি দেন সেই এলাকার কাউন্সিলর গ্রেফতার হবেন। তা সে যেই দলেরই হোক। এরপরই দেখা গেল বুধবার এক ব্যক্তির জমি দখলের চেষ্টা ও খুনের হুমকির অভিযোগে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি এলাকার জেলা তৃণমূলের শীর্ষ নেতা তথা ব্লক তৃণমূল সভাপতি দেবাশিস প্রামাণিককে গ্রেফতার করে পুলিশ। এরপর বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, তাঁর নির্দেশেই গ্রেফতার করা হয়েছে ওই তৃণমূল নেতাকে।

নেটনাগরিকদের একাংশ অবশ্য প্রকাশ্যেই দাবি করছেন, 'যেরকম চলছিল, সেটাই চলবে। সব মাননীয়ার গট আপ গেম। একের পর এক কলকারখানা বন্ধ হচ্ছে। নতুন কর্মসংস্থানের দেখা নেই, চলছে তোলা বাজি, তার ওপর ভোট পায়নি দেখে অত্যাচার। উফফফ বিশ্ব সেরা উন্নয়ন। পথে আলোচনা শুনলাম এমনটাই।'

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বন্যা থেকে গ্রামবাসীকে বাঁচাতে উঁচু রাস্তার দাবিতে খানাকুলে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: রাস্তা উঁচু করার দাবিতে এবার পথে নামল আরামবাগ মহকুমার খানাকুলের গড়েরঘাটের জগদীশতলা এলাকার গ্রামবাসীরা। শনিবার বেলায় রীতিমতো হাতে প্ল্যাকার্ড, পোস্টার, ব্যানার নিয়ে আরামবাগ গড়েরঘাট রাস্তায় বিক্ষোভ দেখান তারা। বিক্ষোভের পাশাপাশি তারা আরামবাগ গড়ের ঘাট ব্যস্ত রুটে অবরোধ করেন। বিক্ষোভ ও অবরোধে সামিল হন স্থানীয় জগৎপুর পঞ্চায়েতের বিজেপি সদস্যও। শুধু বিজেপিই নয়, এলাকার সমস্ত রাজনৈতিক দলেরই মানুষ জন এক হয়ে এলাকার মানুষের স্বার্থে এই আন্দোলনে নামেন।

বিক্ষোভকারীদের দাবি, গড়েরঘাট থেকে আরামবাগ যাওয়ার মাঝে গড়েরঘাট সংলগ্ন এলাকায় রাস্তা অত্যন্ত নিচু। পাশ্ববর্তী রূপনারায়ণ নদীর জল বাড়লেই রাস্তার উপর উঠে আসে জল। প্লাবিত হয়ে পড়ে প্রায় এক কিলোমিটার নিচু হয়ে যাওয়া অংশ। এর ফলে খানাকুলের অন্যান্য এলাকা থেকে যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে জগৎপুর সহ আশেপাশের এলাকার কয়েক হাজার মানুষ। তাই রাস্তা উঁচু করার দাবিতে বিক্ষোভে সামিল হন তারা। রাস্তায় প্রায় সারা বছরই জল থাকে। এতে মুমূর্ষু রোগী থেকে শুরু করে ছাত্রছাত্রী ও সমস্ত ধরনের মানুষ এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে পারে না। বার বার বিভিন্ন দপ্তরকে জানানো সত্ত্বেও কোনও কাজই হয়নি। তাই এদিন গ্রামের অধিকাংশ মানুষই পথে নামেন। অবরোধের জেরে বেশ কিছুক্ষণ রাজ্য স্তায় যান চলাচল বন্ধ থাকে। স্থানীয় মানুষ কালীকৃষ্ণ মান্না বলেন, প্রতি বছর এই রাস্তাটি বন্যায় ডুবে যায়। যোগাযোগ ব্যবস্থা অচল হয়ে যায়। রাস্তা উঁচু করার দাবিতে বিক্ষোভ চলছে। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য অশোক কান্তি বলেন, বন্যার সময় ছাত্র ছাত্রীদের স্কুল বন্ধ হয়ে যায়। এমনকী রোগীদের হাসপাতালে ভর্তি পর্যন্ত করা যায় না।

বেআইনি অস্ত্রের কারবার, পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার মানিকচকের বিজেপি নেতা-সহ ৬

নিজস্ব প্রতিবেদ, মালদা: বেআইনি অস্ত্র কারবারের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হল মানিকচকের বিজেপি দলের এক গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে মানিকচক থানার নাজিরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হরিপুর এলাকায়। এই ঘটনায় ধৃত বিজেপি নেতা সহ মোট ছয়জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত নাজিরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের নাম দেবাশিস মণ্ডল। পাশাপাশি তার সঙ্গে আরও যে পাঁচজন গ্রেপ্তার হয়েছে তাদের নাম অনন্ত মণ্ডল, জয়ন্ত মণ্ডল, সুমিত মণ্ডল, শ্রবণ মণ্ডল এবং সঞ্জীব মণ্ডল। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি সেভেন এমএম পিস্তল, ৮টি কার্তুজ, দুটি মোটর বাইক এবং নগদ ১২০০০ টাকা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন হরিপুর এলাকার একটি আমবাগানে ৮ থেকে ১০ জন বেআইনিভাবে অস্ত্র কারবারের লেনদেন করছিল। সেই খবর গোপন সূত্রে পেয়েই পুলিশ অভিযান চালায়। তখনই কয়েকজন পালিয়ে যায়। আর অভিযানের সময় হাতেনাতে ধরা পড়ে যায় স্থানীয় বিজেপি নেতা তথা নাজিরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দেবাশিস মণ্ডল সহ ৬ জন। কি

কারণে এই অস্ত্রগুলি সংগ্রহ করা হচ্ছিল সেই ব্যাপারেও তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ধৃতদের এদিন আদালতে পেশ করে মানিকচক থানার পুলিশ। মানিকচকে বেআইনি অস্ত্র কারবারের সঙ্গে যুক্ত থাকার ঘটনায় বিজেপি নেতা গ্রেপ্তারের পর শুরু হয়েছে মালদায় রাজনৈতিক সমালোচনা। তৃণমূলের জেলার সহ-সভাপতি বাবলা সরকার বলেন, বিজেপির দলের সঙ্গে যে দুষ্কৃতীদের যোগাযোগ রয়েছে, তা এদিনের ঘটনায় আরও একবার প্রমাণ হয়ে গিয়েছে।

যদিও আদালতে যাওয়ার পথে ধৃত বিজেপি নেতা দেবাশিস মণ্ডল জানিয়েছেন, তাকে ষড়যন্ত্র করে ফাঁসানো হয়েছে। এই ঘটনার সঙ্গে তিনি কোনওভাবে যুক্ত নন।

ফুটপাত দখলমুক্ত নিয়ে ভিন্ন চিত্র বনগাঁয় নিজেরাই দোকান সরাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: ফুটপাত দখলমুক্ত নিয়ে ভিন্ন চিত্র বনগাঁতে। ফুটপথ জবরদখল মুক্ত করতে ৪৮ ঘণ্টা সময় বেঁধে দেওয়ার মধ্যেই দোকান সরাতে শুরু করেছে একাংশের ব্যবসায়ীরা। ব্যবসায়ীদের কাছে নিজে থেকে সরিয়ে নিতে আবেদন কাউন্সিলরের নেতৃত্বে থাকা পুর প্রতিনিধি দলের। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশের পরেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পুরসভা সরকারি জায়গা জবরদখল মুক্ত করতে জোর জবরদস্তি বুলডোজার চালাচ্ছে। নিজেদের রুটি-রুজি হারিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ছে অনেক ব্যবসায়ী। সেখানে বলা যেতে পারে ভিন্ন চিত্র বনগাঁতে। বনগাঁ পুরসভার পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরেই পুরসভার পক্ষ থেকে মাইক প্রচারের মাধ্যমে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে জবরদখল মুক্ত করতে বলা হয় ব্যবসায়ীদের। শনিবার ৪৮ ঘণ্টা অতিক্রম করেছে আর পুরসভার বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যেই বনগাঁ রেলবাজার ব্যবসায়ী সমিতি ও যশোর রোড ব্যবসায়ী সমিতির অনেক ব্যবসায়ী তাদের ফুটপথের উপরে থাকা অংশ নিজেরাই ভেঙে নেন। বনগাঁ পুরসভার পক্ষ থেকে দুটি ব্যবসায়ী সমিতিকে ধন্যবাদ জানিয়ে যারা এখনো ফুটপথ দখলমুক্ত করেননি তাদের দোকান সরাতে পুরসভার পক্ষ থেকে আজও প্রচার করা হয়। অন্যদিকে বনগাঁ পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অমিতাভ দাসের নেতৃত্বে পুর প্রতিনিধিদল দোকানদারদের কাছে গিয়ে ফুটপথের উপরে থাকা দোকানের অংশ সরিয়ে নেওয়ার জন্য আবেদন জানাতে থাকে। এই বিষয়ে ফুটপাতের উপরে থাকা এক দোকানদার জানিয়েছেন পুরসভার পক্ষ থেকে আমাদেরকে দোকান সরিয়ে নেওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছে। আমরা নিজেরাই দোকান সরিয়ে নেব। এক্ষেত্রে পুরসভাকে আমরা সহযোগিতা করব। বনগাঁ পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অমিতাভ দাস জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ সাধারণ ব্যবসায়ীরা অনেকেই মেনে নিয়ে তাদের দোকান সরিয়ে নিয়েছেন। যারা এখনো দখল মুক্ত করেনি তাদের কেউ সরিয়ে নিতে অনুরোধ করছি আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে। আশা করছি দোকানদাররাই দখল মুক্ত করে দেবে ফুটপথ। বনগাঁ পুরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ জানিয়েছেন, যারা পুরসভার অনুরোধ শুনে ইতিমধ্যেই দোকান সরিয়ে নিয়েছে আমরা তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রচার করছি এবং যারা এখনো দোকান সরাননি আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে তারাও দোকান সরিয়ে নেবে বলে ব্যবসায়ী সমিতি আমাদেরকে জানিয়েছে।

এবার হকার উচ্ছেদ নদিয়ার কৃষ্ণনগরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: এবার হকার উচ্ছেদে শুরু হল নদিয়ার কৃষ্ণনগরে। শনিবার সকাল থেকেই সদর মহকুমা শাসকের উপস্থিতিতে বুলডোজার চালানো হয় রাস্তার ধারের সমস্ত ফুটপাতের দোকানগুলোতে। কৃষ্ণনগর পুরসভা সহ নদিয়া জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রচার করা হচ্ছিল অস্থায়ী দোকান সরিয়ে দেওয়ার জন্য। ২৮ তারিখ ছিল তার চূড়ান্ত শেষ সময়সীমা। আর বৃষ্টির মধ্যেই ফুটপাতের ব্যবসায়ীরা দোকানের মালপত্র সরানোর আগেই বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়। রাস্তার ধারে ফুটপাতে থাকা সমস্ত দোকান ভাঙার পর একরাশ ক্ষোভ উগড়ে দেন স্থানীয় দোকানদাররা। যদিও ফুটপাত উচ্ছেদের বিষয়ে সাংবাদিকদের সামনে কোনও কিছু বলতে চাননি সদর মহকুমা শাসক সরদ্বতী চৌধুরী। তবে হঠাৎ করে নদিয়ার কৃষ্ণনগর পুর এলাকার ডিএম অফিস সংলগ্ন এলাকা সহ রেজিস্ট্রি অফিস এবং কোতোয়ালি থানার সামনে এই হকার উচ্ছেদের ঘটনায় বিরাট ক্ষতির মুখে পড়তে চলেছে ব্যবসায়ীরা। এ বিষয়ে নদিয়ার জেলাশাসক এস অরুণপ্রসাদ বলেন, নির্দেশ অনুযায়ী আমরা সমস্ত সরকারি জায়গায় যে সমস্ত বাড়িঘর দোকান বাজার রয়েছে তা ফাঁকা করে দেব। এবং যেহেতু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একমাস সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন আর এই এক মাসের মধ্যেই সরকারি জায়গা দখলমুক্ত করতে হবে। যারা সরকারি জায়গায় ব্যবসা করছিল তারা স্থানীয় পঞ্চায়েত পুরসভা বা জেলা প্রশাসনের কাছে পুনর্বাসনের জন্য আবেদন করবেন। যদিও এ বিষয়ে ব্যবসায়ীদের বক্তব্য, আমরা দীর্ঘদিন ধরে এখানে ব্যবসা করে খাচ্ছি হঠাৎ করে এই বর্ষার মধ্যে কোনও সময় না দিয়ে সবকিছু ভেঙে ফেলা হল।

ঝাড়গ্রামে চাষের জমিতে উদ্ধার স্বাধীনতার পূর্ববর্তী ইংরেজদের বোমা, আতঙ্ক

অরূপ ঘোষ ● ঝাড়গ্রাম

দীর্ঘ তাপপ্রবাহের পর অবশেষে স্বস্তির বৃষ্টি নেমেছে বঙ্গে! খাতা-কলমে বর্ষাকাল শুরু হয়ে গেলেও বৃষ্টির দেখা সেই ভাবে মিলছিল না। শনিবার বৃষ্টি হওয়ার পরেই চাষের কাজ শুরু করে চাষিরা। ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর ১ নং ব্লকের ভুলনপুর গ্রামের চাষের জমিতে ট্রাক্টর দিয়ে চাষের সময় হঠাৎই চাষিরা দেখতে পান লোহার সিলিন্ডার আকারের বস্তু। বস্তুটি উপর থেকে মাটিতে ঢাকা হয়ে যাওয়ার কারণে প্রথমে বুঝতে পারেননি তারা। তারপর সেই বস্তুটিকে দেখার পর কোদাল দিয়ে আঘাত করলে বোঝা যায় এটি একটি লোহার তৈরি বস্তু। দীর্ঘদিন মাটির নিচে থাকার ফলে জং পড়ে গেছে। ট্রাক্টরের ড্রাইভার সহ চাষি অবাক হয়ে যান জিনিসটি দেখার পর। তার পরবর্তীতে তারা অনুমান করে, দীর্ঘ কুড়ি বছর আগে ওই ধরনের একটি লোহার বোম পাওয়া গিয়েছিল। বোমাটিকে সেই সময় রাজ্য পুলিশ প্রশাসন ও কেন্দ্রীয় পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতায় বোম স্কোয়াডকে সঙ্গে নিষ্ক্রিয় করা হয়েছিল। এলাকার বাসিন্দা শ্যামাপ্রসাদ মণ্ডল ও বিশ্বজিৎ রাউত জানান, এর অনেক পুরনো গল্প রয়েছে। ১৯৪২ থেকে ৪৭ সালের সময় ইংরেজরা ব্যবহার করত। আগেও অনেকবার এই ধরনের বোম এখানে পাওয়া গিয়েছে। আমরা লোকাল পুলিশ প্রশাসনকে অনুরোধ করব যাতে এই বোমটি এখান থেকে নিয়ে যাওয়া হয়। না হলে এখানকার মানুষজন আতঙ্কিত বোধ করছেন। অনেক চাষি এবার জমি ছেড়ে ভয়ে পালিয়ে গেছে। অতি দ্রুত প্রশাসন বিষয়টির উপর নজর দিলে এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হবে না বলে জানান তারা।

বারাসাত, মধ্যমগ্রামকে দখল মুক্ত করতে উদ্যোগ শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশের পরেই বারাসাত, মধ্যমগ্রামকে দখল মুক্ত করতে উদ্যোগ শুরু পুলিশ, প্রশাসন ও পুরসভাগুলির। সেই মর্মে শুক্রবার সন্ধ্যায় জেলাশাসকের দপ্তরে একটি আলোচনাও করেন খোদ জেলাশাসক, বারাসাত পুলিশ জেলার সুপার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, বারাসাতের মহকুমাশাসক, এসডিপিও, বারাসাত ও মধ্যমগ্রাম পুরসভা পুরপ্রধান ও দুই থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকরা। সেই আলোচনার মধ্যে দিয়ে দুই শহরকে দখল মুক্ত করে শহরবাসীকে নাগরিক স্বাচ্ছন্দ দিতে একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

কলকাতা লাগোয়া রাজ্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জেলা উত্তর ২৪ পরগনা। আয়তন ও লোকসংখ্যার দিক থেকে দেশের মধ্যে অন্যতম। জেলাসদর বারাসাত। বারাসাত লাগোয়া মধ্যমগ্রাম। রাজ্যের একমাত্র আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দমদম, তার পাশেই মধ্যমগ্রাম। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার গুরুত্বপূর্ণ শহর হিসেবে পরিগণিত হয় বারাসাত ও মধ্যমগ্রাম। এই দুই শহরের ফুটপাত দখল মুক্ত করতে উদ্যোগ নেওয়া হল। বারাসাত পুরসভার পুরপ্রধান অশনি মুখার্জি জানান, শহরকে দখল মুক্ত ও পার্কিং এর সমস্যার সমাধান করতে ভিডিওগ্রাফি করে দেখা হবে। বারাসাতের ১১-১২টি জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে দখলমুক্তির জন্য। এছাড়া আগামী বৃহস্পতিবার থেকে ১২ নম্বর রেলগেটের ব্রিজের নিচে দোকানগুলির সামনের রাস্তার চিহ্নিতকরণ করা হবে। এবং সকলকে নিয়ে আলোচনার মধ্যে দিয়েই সমস্যার সমাধান করে নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়া হবে। মধমগ্রাম পুরসভার পুরপ্রধান নিমাই ঘোষ জানান, মধ্যমগ্রামে রাস্তার সামান্য কয়েকটি জায়গায় সমস্যা আছে। তাও সেগুলি স্থায়ী নয়। এছাড়া বেশিরভাগ জায়গাতেই কোনও সমস্যা নেই। সেটুকু সমস্যা আছে তা শীঘ্রই সমাধান করে ফেলা হবে।

গাছ তলায় চলে আইসিডিএস সেন্টার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: আইসিডিএস কেন্দ্রের নিজস্ব ভবন নেই,খোলা আকাশের নিচে যত্রতত্র চলে কেন্দ্র। খোলা আকাশের নিচে গাছের তলায় শিশুদের খাবার রান্না হয়। নিজস্ব ভবন না থাকায় অন্যের বাড়িতে থাকে মিড ডে মিলের সামগ্রী। নিয়মিত মিড ডে মিল রান্না হয় না, তার ওপর সহায়িকার শারীরিক অসুস্থতার কারণে দায়িত্ব সামলান তার স্বামী। আইসিডিএস কেন্দ্রের এই চরম অব্যবস্থার প্রতিবাদে বিক্ষোভে ফেটে পরলেন এলাকার বাসিন্দারা। সেই সঙ্গে তুললেন নতুন ভবন তৈরির দাবি।

ঘটনা চন্দ্রকোনা ১ নং ব্লকের লদীপুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের শোলা গ্রামের। বছরের পর বছর এভাবেই কেন্দ্র চলছে সেখানে। ওই আইসিডিএস কেন্দ্র থেকে ৬০ জন শিশু ও গর্ভবতী মহিলারা খাবার নেন। কেন্দ্রটির দুরবস্থা জানিয়ে একাধিকবার প্রশাসনিক দপ্তরে গিয়েছেন গ্রামবাসীরা। কিন্তু কাজের কাজ কিছু না হওয়ায় শনিবার কেন্দ্রটির সামনে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন অভিভাবক ও এলাকার মানুষজন। তাদের অভিযোগ, কেন্দ্রটির স্থায়ী কোনো ভবন নেই, নেই কোনো রান্নার শেড। যত্রতত্র খোলা আকাশের নীচে চলে কেন্দ্রটি। মাস তিনেক ধরে এই কেন্দ্রে মিড ডে মিলের রান্নাও হচ্ছে না। মিড ডে মিলের রান্নার সামগ্রী রাখা হয় গ্রামের এক ব্যক্তির বাড়িতে আর মাঝে মধ্যে যত্রতত্র মিড ডে মিলের রান্না হলেও খাবারের মান নিয়ে দুঃশ্চিন্তায় থাকে অভিভাবকরা। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি থেকে প্রশাসনিক দপ্তরে জানিয়েও কোনো সুরাহা না হওয়ায় তারা

আন্দোলনে নেমেছেন বলে দাবি এলাকাবাসীর। জানা গেছে, এই কেন্দ্রে রাঁধুনি, সহায়িকা রয়েছেন। কেন্দ্রের সহায়িকা দিপালী করণ শারীরিক অসুস্থতার জন্য কেন্দ্রে যেতে পারেন না,পরিবর্তে তার স্বামী যুধিষ্ঠির করণ কেন্দ্রের দেখভাল করেন। সহায়িকা দিপালী করণের স্বামী ঘটনার কথা স্বীকার করে নিয়ে বলেন, আমার স্ত্রী প্যারালাইসিস রোগী। আমাকে অফিস থেকে বলেছিল তুমি দায়িত্ব নিয়ে সেন্টারটা চালাবে। রান্নার চাল, ডাল সাপ্লাই তিন মাস বন্ধ থাকায় মিড ডে মিল বন্ধ ছিল বলে জানান তিনি। একেই কেন্দ্রে নিজস্ব ভবন নেই। চরম অব্যবস্থার উপর শারীরিক অসুস্থতার জন্য গরহাজির থাকেন সহায়িকা। তার স্বামীর উপর কেন্দ্রের দায়িত্ব দেওয়া নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

ঘটনার কথা স্বীকার করেছেন চন্দ্রকোনা এক নম্বর ব্লকের বিডিও কৃষ্ণেন্দু বিশ্বাস। তিনি জানিয়েছেন গ্রামবাসীদের একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি দ্রুত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে।

নাম না করে মমতা ঠাকুরকে আক্রমণ শান্তনু ঠাকুরের

পাল্টা উত্তর মমতা বালার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: নাম না করে মমতা ঠাকুরকে আক্রমণ শান্তনু ঠাকুরের। বাগদা উপনির্বাচনের আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকি। তার আগে প্রচারে ঝড় তুলছে শাসক বিরোধী সব শিবির। শুক্রবার বাগদায় ভোট প্রচারে যান বনগাঁর বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। হেলেঞ্চা বাজারে দলীয় পথ সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে শান্তনু ঠাকুর নাম না করে মমতা ঠাকুরকে আক্রমণ করেন। তিনি বলেন, ঠাকুরবাড়িতে কোনও অশান্তি ছিল না, উনি রাজ্যসভার সাংসদ হওয়ার পরে আমাকে তালা ভাঙতে হয়েছে। উনার যে কর্মকাণ্ড সেই কর্মকাণ্ড অত্যন্ত ভয়ানক, সেই ভয়ানক পরিস্থিতিকে আরো ভয়ানক করার জন্য নিজের পরিবার থেকে প্রার্থী দিয়েছে। ঠাকুরবাড়িতে যাতে আরো খারাপ পরিস্থিতি গড়ে তোলা যায় তার জন্য নিজের পাওয়ার বাড়াচ্ছেন। একই সঙ্গে শান্তনু ঠাকুর দাবি করলেন, ইতিমধ্যে বাগদায় ১০ থেকে ১২ জন মন্ত্রী এসে প্রচার শুরু করেছেন। তারা পরিকল্পনা সাজাচ্ছে কিভাবে সন্ত্রাসের মাধ্যমে ভোট করা যায়। সাধারণ কর্মী এবং মানুষরা আজকে ভীতসন্ত্রস্ত তারা বাইরে বের হতে পারছে না। একই সঙ্গে পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে শান্তনু বলেন, আমি শুনেছি বাগদার পুলিশ ফোর্স নিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুমকি দিচ্ছেন। অচিরে এটা বন্ধ করতে হবে তা না হলে দেবদাস মণ্ডল যেটা বলে গেছেন সেটা আমার দাঁড়িয়ে থেকে করতে হবে। কর্মীদের উদ্দেশ্যে তিনি বার্তা দেন ভোটের কদিন সারারাত তার ফোন খোলা থাকবে। কোথাও যদি পুলিশ হ্যারেসমেন্ট করে তাহলে আমাকে ফোন করবেন আমি পুলিশকে বুঝে নেব। এবিষয়ে মমতা ঠাকুর বলেন, ক্ষমতার আমি বাজে ব্যবহার করেছি না, শান্তনু ঠাকুর করেছে। সেটা মানুষ দেখছে। বাগদার মাটিতে শান্তনু এবং দেবদাসের পায়ের তলার মাটি নেই তাই যা খুশি বলছে।

পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে খানাকুল থানা ঘেরাও করার ডাক শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ভোট পরবর্তী হিংসায় বিধ্বস্ত খানাকুলের বিস্তীর্ণ এলাকা পরিদর্শন করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন তিনি পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে আগামী ১০-১১ তারিখে খানাকুল থানা ঘেরাও এর ডাক দিলেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি নিজে উপস্থিত থাকবেন বলে আশ্বস্ত করেন বিজেপি কর্মী সমর্থকদের। পাশাপাশি খানাকুলের ভোট পরবর্তী হিংসায় আক্রান্ত মহিলাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং পাশে থাকার বার্তা দেন। স্থানীয় খানাকুল থানায় অভিযোগ দায়ের না করে সরাসরি ডিজিকে অভিযোগ করার কথা বলেন এবং বিজেপির পক্ষ থেকে সব রকম আইনি লড়াই দেওয়ার বার্তা দেন। আক্রান্ত মহিলারা জানায় বিরোধী দলনেতা তাদের এলাকা পরিদর্শন করায় তারা খুবই আনন্দিত।

এযাবতকাল ধরে কোনও বিরোধী নেতা তাদের পাশে দাঁড়ায়নি। শুভেন্দু অধিকারী আক্রান্তদের পাশে দাঁড়ানোই তারা সন্তোষ প্রকাশ করে। এদিন শুভেন্দু অধিকারী পলাশপাই, মোস্তফাপুর, চব্বিশপুর বাজার, মারোখানা, সাবসিংহপুর রামচন্দ্রপুর সহ বিস্তৃর্ণ অঞ্চলে যান। তিনি কোনও সভা করেননি। তবে বেশ কয়েকটি অঞ্চলের মানুষের দাবি তারা দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করলেও শুভেন্দু বাবু তাদের সঙ্গে দেখা করেনি। এইজন্য তারা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, তৃণমূলের টার্গেট হচ্ছে পঞ্চায়েত গুলো দখল করা। তৃণমূল পঞ্চায়েতের মাধ্যমে চুরি করে খায়। খানাকুলে ১১ টা পঞ্চায়েত বিজেপির। তাই মুখে হুমকি হচ্ছে। পুলিশকে দিয়ে ফোন করানো হচ্ছে পঞ্চায়েতে যাতে কেউ না যায়। পাশাপাশি মারধর করা হচ্ছে, মিথ্যা মামলা দেওয়া হচ্ছে। তৃণমূলেরা লোকেরা বিজেপির নেতা কর্মীর ছেলে মেয়েরা স্কুলে গেলে তাদের বাবা ও মাকে দেখে নেওয়ার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এই সব ব্যাপক ভাবে হচ্ছে। তবে বিজেপি আক্রান্ত হলে বিজেপি পরিবারের পাশে আছে। প্রতিরোধ হবে আন্দোলন হবে ও আইনি লড়াই হবে। খানাকুলের সমস্ত পঞ্চায়েত আশ্বস্ত করেছে মাথা নিচু করে তৃণমূলের কাছে কাজ করব না। আরামবাগ লোকসভায় তৃণমূলের জয়টা প্রকৃত জয় নয়। জনগণের ভোটের প্রতিফলন ঘটেনি। অন্যভাবে জয় আনা হয়েছে। আগামী দিনে জনগণই এর জবাব দেবে। প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, আরামবাগ লোকসভায় বিজেপি পরাজিত হওয়ার জন্য সভাপতি দায়ী নয়। আমাদের লড়াই চোর তৃণমূলের বিরুদ্ধে, মমতা পুলিশের বিরুদ্ধে, নিজেদের বিরুদ্ধে নয়। তবে ড্যামি ক্যান্ডিডেট পরিচিত বিজেপি নেতাকে করা উচিত হয়নি। ভুল হয়েছে। পার্টির অভ্যন্তরে আলোচনা হয়েছে। তারও ভুল স্বীকার করেছে। কেউ ইচ্ছা করে করেনি। রঘু মালিক পরিচিত বিজেপি কর্মী। ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে আন্দোলন হবে। গণনা কেন্দ্রে কারচুপি হয়েছে। অরূপ কান্তি দিগারকে তিনি নির্বাচন কমিশনের কাছে পিটিশন করার পরামর্শ দেন।

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
২০১৭ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া
(ভলান্টারি লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ১৪ অধীনে
ধৈর্য্য আইটি অ্যাডভাইসরি প্রাইভেট লিমিটেড-এর
বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

১.	কর্পোরেট সংস্থার নাম	ধৈর্য্য অ্যাডভাইসরি প্রাইভেট লিমিটেড
২.	কর্পোরেট সংস্থার গঠনের তারিখ	১৩ এপ্রিল ২০১০
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট সংস্থা সংযুক্ত/নথিভুক্ত	রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ - কলকাতা
৪.	কর্পোরেট সংস্থার কর্পোরেট আইডেন্টিটি নাম্বার/লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিটি নাম্বার	U72100WB2010PTC237673
৫.	কর্পোরেট সংস্থার রেজিস্টার্ড অফিস এবং মূল অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	২০৭ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড ৮ম তল, রুম নং ১২৬এ ঝুনঝুনওলা বিল্ডিং, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০০৭
৬.	কর্পোরেট সংস্থার লিকুইডেশন শুরুর তারিখ	২৬ জুন ২০২৪
৭.	লিকুইডেটরের নাম, ঠিকানা, ইমেল ঠিকানা, টেলিফোন নাম্বার এবং রেজিস্ট্রেশন নাম্বার	হংসরাজ জারিয়া ঠিকানা : ৩৬, অবীনাশ শাসমল লেন, বেলেঘাটা, ফুলবাগান, পবনপুত্র হোটেলের নিকট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০১০ ইমেল : dhairya.volliq@gmail.com (মো) : ৯৮৩৬৪০০৮৮৪ | ৯৮৩১৬৪৮৬৫৪ আইবিবিআই রেজি. নং IBBI/IPA-002/IP-N00835/2019-2020/12663
৮.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ :	২৬ জুলাই ২০২৪

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ধৈর্য্য আইটি অ্যাডভাইসরি প্রাইভেট লিমিটেড-এর ভলান্টারি লিকুইডেশন শুরুর তারিখ ২৬ জুন ২০২৪।
ধৈর্য্য আইটি অ্যাডভাইসরি প্রাইভেট লিমিটেড-এর ক্রেডিটরদেরকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ২৬ জুলাই ২০২৪ তারিখে লিকুইডেটরের নিকট ক্রম নং ৭-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি কেবলমাত্র বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ হাতে হাতে, পোস্ট বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।
স্বা/-
হংসরাজ জারিয়া
লিকুইডেটর
তারিখ : ৩০ জুন ২০২৪ স্থান : কলকাতা

ছেলেধরা সন্দেহে রানিগঞ্জে মহিলা সহ ৩ যুবককে পুলিশের হাতে দিল জনতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: এবার ছেলেধরার গুজব ছড়াল খনি অঞ্চল রানিগঞ্জে। দিকে দিকে যখন ছেলেধরার গুজব নিয়ে আতঙ্কিত শিল্পাঞ্চল, ঠিক সেই সময়ই রানিগঞ্জের ৯৩ নম্বর ওয়ার্ডে অশোকপল্লি কলোনির উন্নয়ন সমিতি ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় শনিবার এক ভিন রাজ্যের অবাঙালি মহিলা সহ ৩ যুবক বস্তি এলাকা ও কলোনি এলাকার বিভিন্ন অংশে, ঘোরাফেরা করার বিষয় লক্ষ্য করেন স্থানীয়রা। এলাকায় ছেলেধরা এসেছে এই গুজব ছড়িয়ে পড়ায় আতঙ্কিত এলাকাবাসী, বহিরাগত ওই যুবক-যুবতীদের ঘিরে ধরে আটকে রেখে তুলে দিল পুলিশ প্রশাসনের হাতে। হিন্দি ভাষী ওই যুবতী ও যুবকরা তাঁদের পরিচয় দিতে গিয়ে নিজেরা একটি অনাথ আশ্রমের জন্য টাকা সংগ্রহের জন্য এসেছে বলেই দাবি করলে, এলাকার বেশ কয়েকজন উৎসুক মানুষজন তাঁদের কাছে থাকা বিভিন্ন কাগজপত্র খতিয়ে দেখেন, সেই কাগজগুলি জাল ও তাঁদের পরিচয়পত্র যে রয়েছে, তা ভুয়ো আর তাঁদের মিথ্যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে, যা দেখিয়ে দিয়ে তাঁরা এ ধরনের অর্থ সংগ্রহের নামে, এলাকায় ঘুরাঘুরি করছে বলেই সন্দেহ করে। পুলিশকে ওই যুবতী সহ অন্য যুবকদের আটক করে নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ জানান।

উল্লেখ্য, গত এই কয়েকদিনে দুর্গাপুর সহ বেশ কয়েকটি এলাকায় ছেলে ধরার গুজব ছড়িয়ে পড়েছে। কোথাও ছোট শিশুকে তুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে, কোথাও আবার বিয়ে দেওয়ার নাম করে মহিলাদের ভিনরাজ্যে পাচার করা হচ্ছে বলেও খবর ছড়িয়েছে। আর,এই সময়ে এলাকায় এরূপ ভাবে, ওই যুবতী ও যুবকের দল ঘোরাফেরা করায় অনেকেই তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। আর এর সঙ্গেই স্থানীয় এলাকার বাসিন্দারা যখন তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে, কী কারণে তাঁরা সেখানে এসেছেন ও ঘোরাফেরা করছেন, তখন ওই যুবক যুবতীর দল, এদিক সেদিক ছুটে পালাতে গেলেই, সকলের সন্দেহ অনেক গুণ বেড়ে যায়। আর এর সঙ্গেই গত কয়েকদিন আগেই বহিরাগত ডাকাত দল যে রূপ ভাবে রানিগঞ্জ শহরের মাঝে ডাকাতির ঘটনা সংঘটিত করেছে তা অনেকটাই ভীতসন্ত্রস্ত করেছে অঞ্চলবাসীকে। আর এরপরই স্থানীয় এলাকার মহিলারা, এলাকার পাড়া- প্রতিবেশীদের এ সকল বিষয়ে খবর দিলে, তারাই ওই যুবতী সহ তিন যুবকের এই দলকে ঘিরে ধরে, আটকে রাখে। এরপরই পুলিশ অকারণে ঘোরাঘুরি করতে থাকা ওই যুবতী সহ তিন যুবককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করে। রানিগঞ্জ থানায় তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ এর জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তবে এই ঘটনার প্রেক্ষিতে রানিগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় ছেলেধরার গুজব ছড়িয়ে পড়ায় আতঙ্ক বেড়েছে কয়েকগুণ। এখন দেখার এই সকল আতঙ্ক কাটিয়ে দিয়ে কী ভাবে সকলকে নিরাপদে রাখে প্রশাসন।

জঙ্গি যোগে হাবিবুল্লাহকে জেরা, চেন্নাই থেকে ধৃত আরও একজন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: এবার হারেজ ও হাবিবুল্লাকে জেরা করে তৃতীয় জনের নাম জানতে পারে তদন্তকারী দল। সেইমতো চেন্নাই থেকে শেখ আনোয়ার নামের আরও একজনকে গ্রেপ্তার করে শনিবার দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে তদন্তকারী দল। শুক্রবার দেশদ্রোহিতার মামলায় গ্রেপ্তার করা হয় আনোয়ারকে। তাকে মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে মহকুমা আদালতের বিচারক ১৪ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। এদিন বিকেলে শেখ আনোয়ারকে কাঁকসা থানায় আনার পর সেখান থেকে ফের তাকে নিয়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেয় এসটিএফ।

জানা গিয়েছে, পূর্ব বর্ধমানের মঙ্গলকোটের কুলসোনা এলাকার বাসিন্দা আনোয়ার। তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে সে। তিন বোন আর বাবা-মা আছে বাড়িতে। চেন্নাইয়ে আইরন করে অর্থ উপার্জন করে বাড়িতে পাঠাত পরিবারকে। এসটিএফ সূত্রে খবর, আল কায়দার মতাদর্শে বিশ্বাসী আনসার আল ইসলাম নামের জঙ্গি সংগঠনকে ২০১৭ সালে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বাংলাদেশ সরকার। তারপর ওই জঙ্গি সংগঠনের সদস্যরা শাহাদাত নামের একটি গ্রুপ তৈরি করে সদস্য সংগ্রহ শুরু করে। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মুসলমানদের ওপর অত্যাচারের ভুয়ো ভিডিও সংগ্রহ করে ধর্মীয় অপব্যাখ্যার মাধ্যমে দেশের আইন ও বিচার ব্যবস্থার ওপর নেতিবাচক মনোভাব তৈরি করে করা হত সদস্য সংগ্রহ।

এই জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল কাঁকসার মহম্মদ হাবিবুল্লা। প্রথমে সে গ্রেফতার হয়। তাঁকে জেরা করেই প্রথমে হাওড়া স্টেশন থেকে শেখ হারেজ এবং চেন্নাই থেকে শেখ আনোয়ারকে গ্রেপ্তার করা হয়। ২০২০ সালে পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ার এক যুবকের সঙ্গে ধর্মীয় জলসায় আলাপ হয় আনোয়ারের। তারপর 'উম্মান নাসিহার' নামের একটি অনলাইন ব্লগে কাজ করার কথা জানায় সে। তারপর সেই ব্লগ থেকে নানান ধর্মীয় উস্কানি মূলক এবং নানা দেশবিরোধী খবর ছড়িয়ে দিত। চেন্নাইয়ে বসে এই কাজই চালাত সে।

শ্রমিক বিক্ষোভে কারখানার, গেটে উত্তেজনা কাঁকসায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কারখানার শ্রমিকদের ওপর কোন গোষ্ঠীর রাশ বজায় থাকবে সেই নিয়ে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বের অভিযোগ। উত্তেজনা পানাগড় শিল্পতালুকের একটি বেসরকারি সার কারখানা চত্বরে। শনিবার সকাল থেকে কারখানার গেটের সামনে বিক্ষোভে বসেন প্রায় ৪০০ জন তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের কর্মী ও শ্রমিকরা। শ্রমিকদের বিক্ষোভের জেরে কারখানার গেটে উত্তেজনার সৃষ্টি হলে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বুদবুদ থানার পুলিশ।

তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের নেতা তথা কারখানার শ্রমিক বিদেশ চট্টোপাধ্যায়ের অভিযোগ, শুক্রবার আউশগ্রাম দু' নম্বর ব্লকের তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের ব্লক সভাপতি তথা মেটিক্স কন্ট্রাক্টর ইউনিয়নের তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের নেতা ইন্দ্রজিৎ কোনারকে নিয়ে তাঁরা স্থানীয়দের কাজের দাবিতে কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলতে যায়। সেই সময় আউশগ্রাম দু' নম্বর ব্লকের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি শেখ আব্দুল লালনের দুই অনুগামী তাদের অপদস্ত করে বেরিয়ে যেতে বলেন। সেই ঘটনার প্রতিবাদে তাঁরা শনিবার সকাল থেকে কারখানার গেটের সামনে বিক্ষোভে বসেন। একই সঙ্গে তাঁরা স্থানীয় বেকার যুবকদের কাজ ও বেতন বৃদ্ধির দাবি জানিয়ে বিক্ষোভ দেখান।

তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের আউশগ্রাম দু' নম্বর ব্লকের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি ইন্দ্রজিৎ কোনারের দাবি, শুক্রবার শ্রমিকদের স্বার্থে তিনি শ্রমিকদের নিয়ে কারখানায় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে মাদারের ব্লক সভাপতি শেখ আব্দুল লালনের দুই অনুগামী তাঁকে রীতিমতো হ্যেকেল করেন। সকলের সামনে তাঁদের বেরিয়ে যেতে বলেন। তারই প্রতিবাদে শ্রমিকরা ক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিবাদে নেমেছেন। তাঁর অভিযোগ, দলের মাদারের ব্লক সভাপতি কী কারণে শ্রমিকদের বিষয়ে মাথা গলাবেন। ব্লক সভাপতি বাইরে থেকে শ্রমিক নিয়ে এসে তাঁদের কাজে ঢোকাচ্ছেন, যা স্থানীয়রা কখনই মেনে নেবে না।

যদিও এই বিষয়ে আউশগ্রাম দু' নম্বর ব্লকের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি শেখ আব্দুল লালন দাবি করেন, ইন্দ্রজিৎ কোনার শ্রমিকদের শোষণ করছেন। শ্রমিকদের কাছ থেকে রীতিমতো টাকা তোলেন। তিনি শুধু তাঁর এলাকা ছাড়া ব্লকে কোথাও প্রচারে তাঁকে দেখা যায় না। তৃণমূলের দুই ব্লক সভাপতির দ্বন্দ্বে সুর ছড়িয়েছে বিজেপি। বিজেপি নেতা কৃষ্ণদয়াল কর্মকারের দাবি, কারখানায় কাজের দাবি নিয়ে আন্দোলন এই প্রথম নয়। স্থানীয়দের বাদ দিয়ে রীতিমতো কাটমানি নিয়ে বহিরাগত শ্রমিকদের কাজে যোগদান করানো হয়। শিক্ষাগত যোগ্যতায় স্থানীয় কিছু মানুষ কাজ পেলেও বেশি সংখ্যায় বহিরাগত শ্রমিকদের কাজে যোগদান করানো হয় কাটমানি নিয়ে। কারখানা শুরুর সময় যারা কারখানা গড়তে বাধা দিয়েছিল, এখন তারাই তৃণমূলের নানান পদে বসে আছে। এখন কাটমানির ভাগাভাগি নিয়ে নিজেদের মধ্যেই দ্বন্দ্ব শুরু করে দিয়েছে।

ন্যায্যমূল্যের রেশন না পেয়ে ডিলারের সামনেই বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: সরকারি ন্যায্যমূল্যের রেশনের দাবিতে দোকানের সামনে বিক্ষোভ উপভোক্তাদের।

শনিবার সকালে ন্যায্যমূল্যের রেশনের দাবিতে রেশন দোকানের সামনে বিক্ষোভ দেখালে রেশন উপভোক্তারা। ঘটনাটি পড়াশিয়া সাউথ রেশন ডিলারশিপের কাছে। রেশন উপভোক্তাদের অভিযোগ, তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে রেশন পাচ্ছেন না। তাঁদেরকে অনলাইনের মাধ্যমে স্লিপ দেওয়া হয় কিন্তু রেশন দেওয়া হয় না। যদিও বা কখনও রেশন দেওয়া হয় তা হলে হয় আটা দেয় আর না হলে চাল দেয়। এখন তাঁদের দাবি, প্রায় ছয় মাস তাঁরা রেশনের নায্য জিনিস থেকে বঞ্চিত।

এ বিষয়ে বিক্ষোভকারী স্থানীয় এক মহিলার দাবি, তাঁদের এলাকার এই রেশন দোকান থেকে সঠিক ভাবে জনসাধারণকে রেশনের সামগ্রী সরবরাহ করা হয় না? কোনও মাসে স্লিপ কাটা হলে সাধারণ মানুষ রেশন পায় ছয় মাস পর, এছাড়াও ছয় মাস পর রেশন পেলেও রেশনের সব জিনিস অনেক সময় পান না সাধারণ মানুষ। পাশাপাশি রেশন উপভোক্তাদের আরও অভিযোগ, সরকার গরিব মানুষের দুবেলা দু'মুঠো খাওয়ার জন্য এই রেশন ব্যবস্থা চালু করেছে, কিন্তু এই দুর্ভিক্ষ এবং খরা পরিস্থিতিতে রেশন দোকান থেকে যদি সাধারণ দিন আনা দিন খাওয়া গরিব মানুষ তাঁদের নায্য মাসিক রেশন সঠিক ভাবে না পায় তা হলে তাঁরা এখন কী করবেন? কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে মানুষ? তাই এদিন তাঁরা বিক্ষোভের পথ বেছে নিয়েছেন।

এদিন বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে উপস্থিত পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ উদীপ সিং জানান, ২০১৭ সালেও এরকম একবার ঘটনা ঘটেছিল যে বিষয়টি উচ্চ মহলের নজরে আনা হয়। তারপর থেকে বেশ কিছুদিন পড়াশিয়া গ্রামের এই রেশন দোকানটি বন্ধ ছিল। আবারও সরকারি পরামর্শের পর এই রেশন দোকান চালু করা হলে বেশ কয়েক মাস সাধারণ মানুষ পরিষেবা ঠিকই পাচ্ছিল, কিন্তু একবছর হল সাধারণ মানুষ আবারও সেই আগের মতো বঞ্চিত।

পড়াশিয়ার এই রেশন দোকানের ডিলার জানান, মালিক যতটুকু মাল তাঁকে পাঠান, সেই মাল তিনি জনসাধারণকে অর্থাৎ রেশন উপভোক্তাদের বিলিয়ে দেন। কিন্তু যে হারে মাল পাঠানো হয় তাতে ৭০০ থেকে থেকে ৮০০ উপভোক্তাকে কী করে দেওয়া যাবে?

ফের দামোদরের চরে মিলল ধাতব বস্তু, দুর্ঘটনার আশঙ্কায় সেনাকে খবর
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত শেল!

নিজস্ব প্রতিবেদন, সোনামুখী: দামোদরের চরে ধাতব বস্তু দেখে চাঞ্চল্য ছড়াল বাঁকুড়ার সোনামুখী থানার মনুই গ্রাম সংলগ্ন এলাকায়। প্রাথমিক ভাবে ধারণা, বস্তুটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত শেল। দুর্ঘটনার আশঙ্কায় শেলের চারিদিক ঘিরে সেনাবাহিনীকে খবর দিল স্থানীয় সোনামুখী থানার পুলিশ।

বছর কয়েক আগে দামোদরের চরে সিলিন্ডার আকৃতির একটি ধাতব বস্তুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল বাঁকুড়ার পাত্রসায়ের থানা এলাকায়। সেবার সেনাবাহিনীকে খবর দেওয়া হলে সেনাকর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই ধাতব বস্তুটিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত শেল হিসাবে চিহ্নিত করে তা নিষ্ক্রিয় করে। এবার সেই একই ধরনের ধাতব বস্তু মিলল সোনামুখী থানার মনুই গ্রাম সংলগ্ন দামোদরের চরে।

জানা গিয়েছে, এদিন স্থানীয় মানুষরা নদীর চরে ওই ধাতব বস্তুটিকে দেখতে পান। ধাতব বস্তু উদ্ধারের ঘটনার কথা এলাকায় ছড়িয়ে পড়তে অসংখ্য কৌতূহলী মানুষ ভিড় জমাতে শুরু করেন। পরবর্তীতে স্থানীয় সূত্রে খবর পেয়ে সোনামুখী থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। দুর্ঘটনার আশঙ্কায় তড়িঘড়ি বস্তুটিকে ঘিরে খবর দেওয়া হয় সেনাবাহিনীকে।

আসানসোলে ডাকাতির পরিকল্পনা ব্যর্থ! বঙ্গে ঢোকার আগে ঝাড়খণ্ডে ধৃত দুষ্কৃতী

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: ফের আসানসোলে ডাকাতির পরিকল্পনা। ডাকাতদল ঢোকার চেষ্টা করেছিল আসানসোলে। তার আগে ভেস্তে দিল ঝাড়খণ্ড পুলিশ। ধানবাদ জেলার নিরসা থানার পুলিশ নাকা চেকিং চালিয়ে ধরে ফেলল দুই দুষ্কৃতীকে। বাজেয়াপ্ত হল তিনটি দেশি লোডেড পিস্তল, ৭টি মোবাইল ও ২৩টি তাজা কার্তুজ। ধৃত দু'জন শুটার বলে প্রাথমিক অনুমান পুলিশের। পালিয়ে যায় তিন দুষ্কৃতী।

আসানসোলে কোনও বড় সংস্থায় ডাকাতি হবে এই খবর আসে আসানসোল ও ধানবাদ পুলিশের কাছে। এই খবর পাওয়ামাত্র নাকা চেকিং শুরু করে দুই রাজ্যের পুলিশ। নাকা চেকিংয়ের সময় একটি বোলেরো গাড়ি সহ দুই সশস্ত্র শুটারকে গ্রেপ্তার করে নিরসা থানার পুলিশ। ওই অবস্থায় পালাতে সফল হয় তিনজন। নিরসা থানার ইনচার্জ মনজিৎ কুমার ও পুলিশ কর্মীরা ওই সশস্ত্র দুষ্কৃতীদের ধরে ফেলে। ধৃতরা হল পাটনার শিশুপাল কুমার পাসোয়ান ও সেখপুরার তমন কুমার। বাকি তিনজনেরও নাম পরিচয় জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

নিরসার এসডিপিও রজতমানিক বাখলা জানিয়েছেন, 'আসানসোলে সোনার দোকানে একটি ডাকাতের দল ডাকাতি করতে যাচ্ছে বলে আমরা খবর পেয়েই আসানসোল জেলার পুলিশকে সতর্ক করি। নাকা চেকিং শুরু হয়। নিরসা পুলিশ দুই সশস্ত্র দুষ্কৃতীকে

চার্জগঠনের আগে শেষ শুনানি
ধৃত প্রাক্তন জিএম ও ২ অভিযুক্তকে ৩ জুলাই আদালতে হাজিরার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: তিনদিন সিবিআই হেপাজতে থাকার পর শনিবার ধৃত ইসিএলের প্রাক্তন জিএম অমিত ধর, দুই কয়লা কারবারে অভিযুক্ত বিদ্যাসাগর দাস ও শ্রীমন্ত ঠাকুরকে জেল হেপাজতে পাঠালেন সিবিআই বিচারক। ধৃতদের আসানসোল সিবিআই আদালতে তোলা হলে জামিনের আবেদন করেননি ধৃতদের আইনজীববী। তবে ধৃতদের মেডিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড দেখিয়ে জেলে কিছু বিশেষ চিকিৎসা ব্যবস্থার আবেদন করা হয় এদিন।

বিচারক জানতে চান ধৃতদের হেপাজতে রেখে এই তিনদিনে তদন্তের কী অগ্রগতি হয়েছে? এদিন সিবিআই আইনজীবী বিচারককে জানান, ধৃতরা তদন্তে অসহযোগিতা করছেন। তবে তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও বেশ কয়েকজনের নাম পাওয়া গিয়েছে। তাঁদেরও ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। দু'পক্ষের বক্তব্য শুনে বিচারক রাজেশ চক্রবর্তী অভিযুক্তদের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। ৩ জুলা ই পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেন। বুধবার ৩ জুলাই কয়লাপাচার কাণ্ডের ফাইনাল চার্জফ্রেম গঠনের দিন রয়েছে। চার্জশিটে নাম রয়েছে ৪৩ জনের। যার মধ্যে একজন মারা গিয়েছেন। বিনয় মিশ্র ফেরার রয়েছেন। অর্থাৎ সব কিছু ঠিক থাকলে ৪১ জনের উপস্থিত থাকার কথা। ওইদিনই এই মামলা সংক্রান্ত সব অভিযুক্তদের শুনানির দিনও ধার্য হয়েছে।

কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাসের উদ্যোগে প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, হাই মাদ্রাসা, জয়েন্ট এন্ট্রান্স, সিবিএসই, আইসিএসসি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হল বর্ধমানের সংস্কৃতি লোকমঞ্চে।

এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রী, প্রদীপ মজুমদার, বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভার নবনির্বাচিত সাংসদ কীর্তি আজাদ, পূর্ব বর্ধমান জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস, বর্ধমান পুরসভার পুরপতি পরেশ চন্দ্র সরকার সহ বিশিষ্টজনেরা। এদিন সাংসদ কীর্তি আজাদ মঞ্চে বক্তব্য দিতে গিয়ে জানান, তাঁর সামনে চেয়ারে যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা বসে রয়েছে সকলেই যেন মন দিয়ে পড়াশোনা করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যায়। স্কুল কলেজের যে জীবন সেটা খুব সুন্দর হয়। পড়াশোনায় তিনিও ভালো ছিলেন। অনেক উপহার পেয়েছেন। এদিন ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা পেতে দেখে তাঁরও ছোটবেলার কথা মনে পড়ে যায়। ছোটবেলায় লেখাপড়া করার সময়টা খুব আনন্দের। এই সময়টা চলে গেলে আর ফিরে আসবে না। সবাই যখন প্রতিষ্ঠিত হয়ে কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বে তখন সবারই এই দিনগুলো মনে পড়বে।

রক্তদান করে জন্মদিন পালন জামালপুরের বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: রক্তদান করে জন্মদিন পালন করলেন জামালপুরের বিধায়ক।

প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরও পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষের শংকরপুর ২৯৭ নম্বর বুথে জন্মদিন উপলক্ষ্যে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেন জামালপুর বিধানসভার বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি। সমগ্র দক্ষিণ দামোদর তথা জামালপুর রায়না এবং খণ্ডঘোষ এই তিনটি বিধানসভার মধ্যে সুন্দর মেলবন্ধন রয়েছে, যার কারণে সারাবছর ধরে বিভিন্ন সময় নানান ধরনের সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

গ্রীষ্মের তীব্র দাবদহে ব্লাডব্যাঙ্কগুলিতে রক্তের চাহিদা পূরণ করার জন্য এদিন রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় বলে জানিয়েছেন বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি। কখনও জামালপুর ব্লক, কখনও পঞ্চায়েত, কখনও আবার সাংগঠনিক ভাবে ব্লক সভাপতির উদ্যোগে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় সারাবছর। ডায়ালেসিস থেকে শুরু করে লেবার রুমে মায়েদের জন্য কিংবা দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের জন্য প্রতিদিনই হাসপাতালগুলিতে রক্তের চাহিদা থাকে তুঙ্গে। তাই ঘনঘন রক্তদান শিবির আয়োজন করার মাধ্যমে এই রক্তের জোগান দেওয়ার প্রয়োজন।

যারা এই রক্তদান করতে ভয় পান কিংবা রক্ত কমে যাওয়ার আতঙ্কে ভোগেন তাঁদের প্রতি জামালপুরের বিধায়ক অলোক কুমার মাঝির বার্তা, তাঁরা যাতে দ্রুত এই ভয় কাটিয়ে ওঠেন এবং রক্তদান শিবিরে গিয়ে রক্তদান করেন। একসময় শুধুমাত্র পুরুষরা রক্তদানে এগিয়ে আসতেন। এখন মহিলারাও পুরুষের সঙ্গে সঙ্গেই সামিল হন রক্তদান শিবিরে। রক্তদাতাদের উৎসাহিত করতে এদিনের রক্তদান শিবিরে নিজেও রক্ত দিয়েছেন জামালপুরের বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি। বিধায়কের জন্মদিনে এই রক্তদান শিবির করায় সকলেই ধন্যবাদ জানিয়েছেন বিধায়ককে।

বিহারকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়ার দাবি, দলীয় বৈঠকে প্রস্তাব পাশ নীতীশের

পাটনা, ২৯ জুন: কেন্দ্রে এনডিএ সরকার গঠনে নিজের গুরুত্ব কতখানি তা ভালোই জানেন নীতীশ কুমার। এই পরিস্থিতিতে নরেন্দ্র মোদির থেকে পাওনাগণ্ডা বুঝে নিতে কোনও খামতি রাখছেন না বিহারের মুখ্যমন্ত্রী। নরেন্দ্র মোদির মন্ত্রিসভায় একাধিক মন্ত্রকের পর এবার কেন্দ্রের কাছে বড় দাবি রাখল জেডিইউ। শনিবার দলের কার্যনির্বাহী বৈঠকে পেশ হল বিহারকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়ার দাবি। পাশাপাশি এই বৈঠক থেকেই জেডিইউ নেতা সঞ্জয় ঝাঁকে দলীয় সভাপতি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

দিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাবে শনিবার আয়োজিত জেডিইউ-র এই বৈঠক। সেখানেই প্রস্তাব ওঠে মোদি সরকারের কাছ থেকে বিহারের জন্য বিশেষ মর্যাদা আদায়ের। সর্বসম্মতিতে সেখানে প্রস্তাব পাশ করে জেডিইউ। বৈঠক শেষে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জেডিইউ-র এক বরিষ্ঠ নেতা বলেন, 'বিহারকে বিশেষ ক্যাটেগরির মর্যাদা দেওয়ার দাবি নতুন নয়। বিহারের উন্নয়নের গতি আরও বাড়াতে এবং রাজ্যের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় বিশেষ ক্যাটেগরির মর্যাদা খুব গুরুত্বপূর্ণ।' এর পাশাপাশি জাতীয় কার্যনির্বাহী বৈঠকে প্রস্তাব পেশ হয় বিহারে নয়া সংরক্ষণ নীতি বাস্তবায়নের। সম্প্রতি বিহারে সংরক্ষণ কোটা বাড়িয়ে ৬৫ শতাংশ করা হয়েছে। এই সংরক্ষণ কোটার বাস্তবায়নে যাতে কোনও আইনি বাধা না পড়ে, তার জন্য পদক্ষেপের কথা বলা হয়। এই কোটা ব্যবস্থা সংবিধানের নবম তপসিলে অন্তর্ভুক্তি চায় জেডিইউ।

উল্লেখ্য, দেশের সংবিধানে বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা সংক্রান্ত কোনও নির্দেশিকা ছিল না কোনওদিন। ১৯৬৯ সালে প্রথম এই অনুমোদন দেয় গাডগিল কমিটি। এভাবেই ১৯৬৯ সালে জম্মু ও কাশ্মীর, নাগাল্যান্ড ও অসমকে দেওয়া হয় বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা। পরে এই তালিকায় যুক্ত হয়, মণিপুর, তেলঙ্গানা, উত্তরাখণ্ড, হিমাচলপ্রদেশ, মিজোরাম, অরুণাচলপ্রদেশ, ত্রিপুরা, সিকিম, মেঘালয়। নিয়ম অনুযায়ী বিশেষ মর্যাদা বিশিষ্ট রাজ্যকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেবে কেন্দ্রীয় সরকার। করের ক্ষেত্রেও দেওয়া হবে বিশেষ ছাড়। সাধারণত এই মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য সেই রাজ্যগুলি যারা দুর্গম ভৌগলিক অবস্থার মধ্যে রয়েছে, যেখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব অত্যন্ত কম, আন্তর্জাতিক সীমান্ত বিশিষ্ট এবং গরিব। এই ধরনের সমস্যা বিশিষ্ট রাজ্যই বিশেষ মর্যাদার আবেদন জানতে পারে। দীর্ঘদিন ধরেই এই অধিকারের দাবি তুলেছিল বিহার।

শুরু হল অমরনাথ যাত্রা প্রথম দলটি পৌঁছল পহেলগাঁও

শ্রীনগর, ২৯ জুন: প্রতিকূল মরশুম এবং জঙ্গি হানার আশঙ্কাকে সঙ্গী করেই শুরু হয়ে গেল চলতি বছরের অমরনাথ তীর্থযাত্রা। শনিবার অমরনাথ যাত্রীদের প্রথম দলটি উপত্যকার পহেলগাঁওয়ে পৌঁছেছে।

জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিং শুক্রবার জম্মুর ভগবতী নগরের বেস ক্যাম্পে ৪, ৬০৩ জন তীর্থযাত্রীর প্রথম দলটিকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। এর পরে দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগাম জেলার কাজিগুন্ড এলাকার নবযুগ সুড়ঙ্গ পার হন যাত্রীরা। রাজধানী শ্রীনগর পার হয়ে প্রথম দলটি পৌঁছয় পহেলগাঁওয়ে।

প্রসঙ্গত, এ বারের ৫২ দিনের অমরনাথ দর্শন পর্ব চলবে দু'টি যাত্রাপথে। অনন্তনাগের ৪৮ কিলোমিটারের নুনওয়ান-পহেলগাঁও এবং এবং গান্ডেরওয়ালের ১৪ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের পুরনো বালতালের পথে। আগামী ১৯ অগস্ট পর্যন্ত চলবে অমরানাথ তীর্থযাত্রা। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীরের প্রশাসন এবং 'অমরনাথ তীর্থস্থান বোর্ড' সূত্রের খবর, দু'টি যাত্রাপথেই থাকছে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা।

লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ জানিয়েছেন, তীর্থযাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য এবং নিরাপত্তার দিকে প্রশাসনের সতর্ক নজর রয়েছে। অতীতে জঙ্গি হানার ঘটনাগুলি থেকে শিক্ষা নিয়ে এ বার অমরনাথ যাত্রাপথে নজিরবিহীন নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ, কেন্দ্রীয় আধাসেনা এবং সেনা। পুরো যাত্রাপথের বিভিন্ন জায়গায় ড্রোন এবং বিশেষ প্রশিক্ষিত সারমেয় বাহিনীকে ব্যবহার করা হচ্ছে।

এ ছাড়া, পুণ্যার্থীদের যাত্রাপথের প্রতিটি ক্যাম্পে এ বারই প্রথম বসানো হয়েছে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সিসি ক্যামেরা। এর পাশাপাশি, প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলার বিষয়টিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ২০২২ সালে অমরনাথ গুহার পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রবল বৃষ্টির পরে নিকটবর্তী শিবির ভাসিয়ে হড়পা বান আছড়ে পড়েছিল বালতালের বেস ক্যাম্পে। মেঘভাঙা বৃষ্টির ফলে এই দুর্ঘটনায় বেশ কয়েক জন তীর্থযাত্রীর মৃত্যু হয়েছিল।

১২ জুলাই পর্যন্ত কেজরিকে জেল হেপাজতে পাঠাল আদালত

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন: ইডির গ্রেপ্তারিতে জামিন পেয়েছেন। কিন্তু সিবিআইয়ের হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার পরে ফের অরবিন্দ কেজরিওয়ালের ঠিকানা হল জেল। শনিবার তাঁকে ফের জেল হেপাজতে পাঠিয়েছে দিল্লির আদালত। আগামী ১২ জুলাই পর্যন্ত জেলেই থাকতে হবে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে। উল্লেখ্য, জেলে থাকাকালীনই আবগারি দুর্নীতি মামলায় কেজরিকে গ্রেপ্তার করে সিবিআই।

চলতি সপ্তাহের সোমবার তিহার জেলে গিয়ে কেজরিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সিবিআই। মঙ্গলবার তাঁকে গ্রেপ্তার হিসাবে দেখানো হয়। তার পর পাঁচ দিনের হেপাজত চেয়ে বুধবার সিবিআই দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে আদালতে পেশ করে। সেই সময় দিল্লির রাউস অ্যাভেনিউ কোর্ট কেজরিকে তিন দিনের সিবিআই হেপাজতে পাঠায়। শনিবার সেই হেপাজতের মেয়াদ শেষ হয়েছে।

এদিন শুনানির পরে খানিকক্ষণের জন্য রায়দান স্থগিত রেখেছিল রাউস অ্যাভেনিউ আদালত। তার পরে বিচারক জানিয়ে দেন, আগামী ১২ জুলাই পর্যন্ত কেজরিওয়ালকে জেল হেপাজতে পাঠানো হল। অর্থাৎ, আপ সুপ্রিমোর দ্রুত জেলমুক্তির আশা আরও ক্ষীণ হল। কারণ অন্য কোনও মামলায় জামিন পেলেও, সিবিআইয়ের মামলায় রাউস অ্যাভেনিউ কোর্টের এই সিদ্ধান্তে গারদের ওপারেই থাকতে হবে কেজরিকে।

উল্লেখ্য, আবগারি দুর্নীতি মামলায় ইডির গ্রেপ্তারিতে কেজরিকে জামিন দিয়েছিলেন রাউস অ্যাভেনিউ কোর্টের বিচারক ন্যায় বিন্দু। কিন্তু মুক্তি আটকাতে তৎপর ইডি পরের দিনই দ্বারস্থ হয়েছিল দিল্লি হাইকোর্টের। শেষ পর্যন্ত কেজরির জামিনে অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ দিয়েছিল হাইকোর্ট। এহেন পরিস্থিতিতে কেজরিকে আরও অস্বস্তিতে ফেলেছে রাউস অ্যাভেনিউ আদালতই।

পশ্চিমি দুনিয়ার সঙ্গে গ্লোবাল সাউথের দ্বন্দ্বের আবহে পঞ্চশীল নীতি জনপ্রিয় হতে পারে: জিনপিং

বেজিং, ২৯ জুন: নেহরুর পঞ্চশীল নীতির ভূয়সী প্রশংসা চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের। নানা দেশের নেতাদের নিয়ে আয়োজিত একটি সম্মেলনে তিনি বলেন, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের এই পাঁচ নীতি ওই সময়ের প্রয়োজনকে মিটিয়েছিল। ইতিহাসকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যও খুবই প্রয়োজনীয় ছিল এই নীতি। উল্লেখ্য, ১৯৫৪ সালে প্রণীত হয়েছিল এই পঞ্চশীল নীতি। চলতি বছরে এই নীতি প্রণয়নের ৭০ বছর পূর্তি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে দুনিয়াজুড়ে শুরু হয় ঠাণ্ডা লড়াই। কার্যত দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায় গোটা বিশ্ব। সেই সময়েই ভারত-সহ বেশ কয়েকটি দেশ বেছে নেয় জোট নিরপেক্ষ নীতি। আমেরিকা বা রাশিয়া- কোনও

শিবিরেই নাম না লিখিয়ে নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রাখাই ছিল এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য। যুগোস্লাভিয়া, ভারত-সহ একাধিক দেশ ছিল আন্দোলনের সদস্য। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিল ভারত। এই আন্দোলনের অন্যতম ভিত্তি ছিল নেহরুর মস্তিষ্কপ্রসূত পঞ্চশীল নীতি। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার কথা মাথায় রেখে পাঁচটি নীতি প্রণয়ন করা হয়। সেখানে বলা হয়েছিল, প্রত্যেক দেশের সার্বভৌমত্ব এবং দেশীয় অখণ্ডতাকে সম্মান করতে হবে, আগ্রাসী নীতি গ্রহণ করা যাবে না, অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা যাবে না, সাম্য ও পারস্পরিক উপকার করতে হবে, এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বজায় রাখতে হবে। ১৯৫৪ সালের ২৯ এপ্রিল তিব্বত ইস্যুতে ভারত ও চিনের বাণিজ্যচুক্তির সময়ে প্রথমবার এই পঞ্চশীল নীতির কথা প্রকাশ্যে আসে। দীর্ঘ ৭০ বছর পরে নেহরুর সেই পঞ্চশীল নীতির কথা ফিরে এল চিনা প্রেসিডেন্টের মুখে। জিনপিংয়ের মতে, বর্তমান সময়ের যাবতীয় সংঘাত মেটাতে এই নীতি প্রাসঙ্গিক। তাছাড়াও চিনা প্রেসিডেন্ট মনে করেন, পশ্চিমি দুনিয়ার সঙ্গে গ্লোবাল সাউথের দ্বন্দ্বের আবহে এই পঞ্চশীল নীতি জনপ্রিয় হতে পারে দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে। উল্লেখ্য, এই সম্মলনে হাজির ছিলেন শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি মাহিন্দা রাজাপক্ষে সহ চিন-ঘনিষ্ঠ দেশগুলোর নেতারা। সেখানে এই বার্তা দিয়েছেন জিনপিং।

প্রেসিডেন্সিয়াল ডিবেটে ট্রাম্পকে কটাক্ষ প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ওবামার

ওয়াশিংটন, ২৯ জুন: 'প্রেসিডেন্সিয়াল ডিবেটে' অংশ নিয়ে সিএনএনের আটলান্টা স্টুডিওয় মুখোমুখি হয়েছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প ও জো বাইডেন। সেই বিতর্কে বাইডেনকে হতাশ করেছে ডেমোক্র্যাটদের। এমনকী, বর্ষীয়ান নেতাকে সরিয়ে অন্য কাউকে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী করা যায় কিনা এমন প্রশ্নও তুলছেন কেউ কেউ। এই পরিস্থিতিতে প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা দাঁড়ালেন বাইডেনের পাশে। জানালেন এরকম খারাপ বিতর্কের রাত আসে বটে। কিন্তু এই নির্বাচন হতে চলেছে এমন দু'জনের মধ্যে, যাঁদের মধ্যে একজন কেবল নিজের কথাই ভেবেছেন। অন্যজন সাধারণ মানুষদের জন্য লড়াই করেছেন আজীবন। বলাই বাহুল্য, যথাক্রমে ট্রাম্প ও বাইডেনের কথাই বলেছেন তিনি।

এক্স হ্যান্ডলে ওবামা লিখেছেন, 'খারাপ ডিবেট নাইট তো যায়ই। বিশ্বাস করুন। আমি জানি। কিন্তু এই নির্বাচন আসলে এমন দু'জনের মধ্যে মানুষকে বেছে নিতে হবে, যাঁদের একজন সারা জীবন সাধারণ মানুষের জন্য লড়াই করেছেন। অন্যজন যিনি কেবলই নিজের স্বার্থের কথা ভেবেছেন।' কারও নাম না করলেও তিনি কার সম্পর্কে কী বলছেন তা বুঝছে ওয়াকিবহাল মহল। এদিকে ট্রাম্পকে নাম না করে আরও বিঁধেছেন ওবামা। তাঁর মতে, প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীদের মধ্যে একজন এমন নেতা রয়েছেন যিনি নিজের স্বার্থের জন্য অহরহ মিথ্যে বলতে পারেন। একরাতের সাফল্য-ব্যর্থতা এই সত্যিগুলোকে পালটাতে পারবে না বলেই মত ওবামার। প্রসঙ্গত, আট বছর মার্কিন মসনদে ছিলেন ওবামা। সেই সময় বাইডেনই ছিলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট।

এদিকে ডিবেটের পর মুখ খুলেছেন বাইডেনও। নর্থ ক্যারোলিনায় এক সভায় তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, আমি জানি, আমি তরুণ নই। আমি আর তেমন ভাবে হাঁটতে পারি না, যেমনটা পারতাম। কথাও তেমন ভাবে বলতে পারি না, যেমন বলতাম। আমি বিতর্কও আর আগের মতো পারি না। কিন্তু এটা আমি জানি, সত্যি কী করে বলতে হয়।

উল্লেখ্য, আগামী নভেম্বরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। এক্সিট পোল ট্রাম্পকে সামান্য এগিয়ে রাখলেও খুব বেশি পিছিয়ে নেই বাইডেনও। এই পরিস্থিতিতে মুখোমুখি বিতর্কে দু'জনই সুর চড়িয়েছিলেন। চারবছর পর দুই নেতার মুখোমুখি বাকযুদ্ধের দিকে কেবল আমেরিকা নয়, নজর ছিল বহু দেশেরই। যদিও শেষপর্যন্ত দেখা যায় বিতর্কে ট্রাম্পই যেন পিছনে ফেললেন বাইডেনকে। কিন্তু এরপরও ওবামার মতো নেতারা পাশে দাঁড়াচ্ছেন দলীয় সতীর্থ বাইডেনেরই।

ঋষি সুনাককে জাতিবিদ্বেষী আক্রমণ বিরোধীদের, পালটা মন্তব্য ব্রিটেন প্রধানমন্ত্রীর

লন্ডন, ২৯ জুন: ভোটপ্রচারে নেমে ঋষি সুনাককে জাতিবিদ্বেষী আক্রমণ বিরোধীদের। আগামী ৪ জুলাই ব্রিটেনে সাধারণ নির্বাচন। পুরোদমে প্রচার চালাচ্ছে সব দলই। সেই প্রচার চলাকালীনই দেশের প্রধানমন্ত্রী সুনাকের বিরুদ্ধে জাতিবিদ্বেষী মন্তব্য করলেন বিরোধী রিফর্ম ইউকে পার্টির নেতা নাইজেল ফারাজে। সেই মন্তব্যের পালটা দিয়েছেন সুনাকও।

আসন্ন নির্বাচনে ব্রিটেনজুড়ে ভালো ফল করার লক্ষ্যে জোরদার প্রচার চালাচ্ছে রিফর্ম ইউকে পার্টি। তাদের অন্যতম অ্যাজেন্ডা হল ব্রিটেনে অভিবাসী প্রবেশ নিষিদ্ধ করা। কিন্তু দেশের প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ঠিক কী মন্তব্য করেছেন সেদলের নেতা? সেই নিয়ে সুনাক অবশ্য বিস্তারিত কিছু বলতে চাননি। কেবল ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে জাতিবিদ্বেষী আক্রমণ করাই নয়, মুসলিমদের মসজিদ থেকে লাথি মেরে বের করে সেখানে পানশালা তৈরি করারও কথা বলেছেন ওই দলের নেতারা। বিরোধীদের এহেন আক্রমণে অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছেন বলে মুখ খুলেছেন সুনাক। তিনি বলেন, ওই নেতার মন্তব্য আমার দুই মেয়েও দেখেছে। দক্ষিণ এশীয় বংশোদ্ভূত হওয়ার কারণে আমার বিরুদ্ধে যে অপমানজনক মন্তব্য করা হয়েছে তাতে আমি অত্যন্ত ব্যথিত। আমার রাগ হচ্ছে। ইচ্ছা করেই এই বিষয়টি নিয়ে আমি কথা বলছি কারণ গোটা বিষয়টার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা দরকার। উল্লেখ্য, রিফর্ম ইউকে দলের একাধিক সদস্যের বিরুদ্ধে বহুবার ঘৃণাভাষণের অভিযোগ উঠেছে। তার জেরে নির্বাচন থেকেও প্রার্থী প্রত্যাহার করতে হয়েছে তাদের।

উল্লেখ্য, দলের মতকে কার্যত উড়িয়ে দিয়ে দ্রুত নির্বাচনের ঘোষণা করেন সুনাক। জানিয়ে দেন, আগামী ৪ জুলাই ব্রিটেনে সাধারণ নির্বাচন। সেখানে প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ঋষি। উল্লেখ্য, ২০২২ সালে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু গত কয়েকমাসে কনজারভেটিভ পার্টির প্রতি ব্রিটেনের আমজনতার আস্থা প্রায় তলানিতে এসে ঠেকেছে। একের পর এক সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, ব্রিটিশ রাজনীতির ইতিহাসে সবচেয়ে খারাপ ফল করতে পারে কনজারভেটিভ পার্টি। এহেন পরিস্থিতিতে জাতিবিদ্বেষী মন্তব্যেরও মোকাবিলা করতে হচ্ছে সুনাক।

বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত দিল্লিতে মৃত্যু ৬ জনের

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন: ৮৮ বছরের রেকর্ড বৃষ্টিতে ভেসে গিয়েছে রাজধানী দিল্লি। বিপর্যস্ত জনজীবন। এর মধ্যেই প্রবল বৃষ্টির ফলে ভিন্ন দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ৬ জন। তার মধ্যে রয়েছে দুই বালকও। এছাড়াও বিভিন্ন এলাকায় গাছ পড়ে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে। পাম্প খারাপ হয়ে যাওয়ায় জল সরবরাহও বন্ধ। বাড়িতে জল ঢুকে গিয়েছে। চূড়ান্ত দুর্ভোগে পড়েছে দিল্লিবাসী।

প্রবল বৃষ্টির জেরে দিল্লির আনন্দ বিহারে নির্মীয়মাণ একটি দেওয়াল ভেঙে পড়ে। তলায় চাপা পড়ে মৃত্যু হয় তিন শ্রমিকের। শনিবার তাঁদের দেহ উদ্ধার হয়েছে। এদিকে, শুক্রবার বিকেলে নিউ দিল্লির উসমান এলাকায় বৃষ্টির জলে ভর্তি এলাকায় খেলতে গিয়ে ডুবে যায় ১০ বছরের দুই বালক। সেই দিনই শালিমার বাগ এলাকায় জলে ভর্তি আন্ডারপাস দিয়ে যাওয়ার সময় ডুবে যান এক ব্যক্তি। অন্যদিকে, দিল্লির কিষাণগঞ্জ আন্ডারপাসে জলে আটকে পড়ে একটি বাস। ভিতরে আটকে পড়েন বহু যাত্রীরা। যাত্রীদের উদ্ধার করে পুলিশ ও উদ্ধারকারী দল।

এছাড়াও ভারী বৃষ্টির জেরে বিস্তৃণ এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে। বৃষ্টির জেরে অন্যতম প্রধান একটি জলের পাম্প হাউস ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় দিল্লির বেশ কয়েকটি এলাকায় জল পরিষেবা বন্ধ রয়েছে। অনেক এলাকায় গাছ উপড়ে গিয়েছে। তার জেরে অনেক গাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অনেক বাড়িতে জল ঢুকে গিয়েছে। বাসিন্দারা কোথাও আটকে পড়লে তাঁদের উদ্ধারের জন্য কুইক রেসপন্স টিম তৈরি করা হয়েছে। জল নামানোর জন্য ভ্রাম্যমাণ পাম্পের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

দিল্লিতে গত ২৪ ঘণ্টায় ২২৮.১ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দপ্তর শনিবারে দ্বারকা, পালাম, বসন্ত বিহার, বসন্ত কুঞ্জ, গুরগাঁও, ফরিদাবাদ, মানেসার ও দিল্লি এনসিআর-এর কিছু অংশে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি ও বজ্রপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে। পরিস্থিতির উপর নজর রাখতে ২৪ ঘণ্টার নজদারির রুম খুলছে দিল্লি সরকার।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Chakdaha Municipality

NOTICE

Chakdaha Municipality invites sealed tenders vide memo **no.1330/CM, Dt-27.06.2024** fort various works under Chakdaha Municipal area. For further information please contact at Chakdaha Municipal office.

তামিলনাড়ুতে বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে ঝলসে মৃত্যু চার শ্রমিকের

চেন্নাই, ২৯ জুন: তামিলনাড়ুতে বাজি কারখানায় আবারও বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটল। এই ঘটনায় চার শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। আহত হয়েছেন বেশ কয়েক জন। পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার সকালে আচমকাই বিস্ফোরণ হয় বিরুদ্ধনগরের ওই বাজি কারখানায়। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ছিল যে আশপাশের বেশ কয়েকটি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বিস্ফোরণের পর কারখানায় আগুন ধরে যায়। সেই সময় কারখানার ভিতরে কাজ চলছিল। বিস্ফোরণের জেরে চার শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন বেশ কয়েক জন।

প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানতে পেরেছে, বাজির মশলার সঙ্গে রাসায়নিক মিশ্রণের সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে। তবে ঠিক কী কারণে বিস্ফোরণ ঘটেছে, তা স্পষ্ট নয়। বিস্ফোরণের জেরে কারখানার একাংশ ভেঙে পড়েছে। বাজি কারখানার বিস্ফোরণে মৃত্যুর ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন। মৃতদের পরিবারকে ৩ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন তিনি।

এই প্রথম নয়, এর আগেও তামিলনাড়ুর বেশ কয়েকটি জায়গায় বাজি কারখানায় বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। গত মে মাসে শিবকাশীর একটি বাজি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটেছিল। সেই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছিল আট জনের। আহত হয়েছিলেন অন্তত পক্ষে ১২ জন।

মুম্বই-নাগপুর এক্সপ্রেসওয়েতে দুই গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ

মুম্বই, ২৯ জুন: ভয়ংকর দুর্ঘটনা মুম্বই-নাগপুর এক্সপ্রেসওয়েতে। দুটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল

ঘটনাস্থলেই মৃত ৬

৬ জনের। আহত হয়েছেন ৪ জন। হঠাৎই রাস্তার ভুল দিকে চলে আসে একটি গাড়ি। তাতেই উলটো দিক থেকে ছুটে আসা গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। খবর পেয়ে ছুটে আসে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মুম্বই শহর থেকে ৪০০ কিলোমিটার দূরে জালনা জেলার সমরুদ্ধি মহামার্গ এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। শুক্রবার রাত এগারোটা নাগাদ কাড়ওয়াঞ্চি গ্রামের কাছে মুম্বই-নাগপুর এক্সপ্রেসওয়েতে দুর্ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, আচমকা তীব্র গতিতে সুইফ ডিজায়ার গাড়িটি ট্রাফিক আইন ভেঙে ভুল দিকে চলে আসে। এর পরেই মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় এরটিগা গাড়িটির সঙ্গে।

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস

ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

লিঙ্ক www.ireps.gov.in-এর অধীনে নিম্নলিখিত **ই-টেন্ডারগুলি** অ্যাক্সেস করা যাবে। লিঙ্ক **www.ireps.gov.in→login→E-Tender Stores/Supply** অ্যাক্সেস করে এরূপ ই-টেন্ডারের প্রেক্ষিতে অফার শুধুমাত্র ইলেক্ট্রনিক্যালি জমা করতে হবে। নির্দিষ্ট টেন্ডার সম্পর্কে বা আইআরইপিএস সম্পর্কিত তথ্য, যদি থাকে, স্পষ্টীকরণের জন্য ভেন্ডররা নিচের আধিকারিকের সঙ্গেও যোগাযোগ করতে পারেন ঃ ডেপুটি সিএমএম/এইচকিউ/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন, ০৩৪১-২৫২৫৫৯৪ বা এসএমএম/সিওএন/এইচকিউ, ০৩৪১-২৫৩৫৬৩১। **অফিসের ঠিকানা ঃ** পিসিএমএম/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন-এর অফিস।

(ক) নং ঃ সিওএস/সিআরজে/পিইউবি/ই-টেন্ডার/১৯/০১৬২, তারিখ ঃ ২৪.০৬.২০২৪। ক্রঃ নং; টেন্ডার নং; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা; পরিমাণ; বায়নামূল্য জমা (টাকা); টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় (প্র.ভা.স.) নিম্নরূপ ঃ **(১); ৭৫২৪৩৮৯৬;** স্পেসিফিকেশন নং সিএল ডব্লু/এমএস/৩/১০৮ অল্ট.৮ অনুযায়ী ডব্লুএজি-৯এইচসি লোকোর জন্য 'প্যাড সহ সিলিন্ডারের জন্য ক্ল্যাম্প' ছাড়া অ্যাক্সেসরিজ (১৪টি আইটেম সম্বলিত) সহ ২২.৫ কেজি সিও২-এর জন্য ফায়ার এক্সটিংগুইশিং সিস্টেম (সংলগ্ন সেটের বিবরণ অনুযায়ী ১৪টি আইটেম সম্বলিত একটি সেট)। **(ওয়ারান্টি পিরিয়ড ঃ** ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস); **১৪৫৯.০০ সেট;** ১৭,২৬,০৫০ টাকা; **১৫.০৭.২০২৪-এ বেলা ১১টা। (২); ৭৫২৪৪১৩৬;** স্পেসিফিকেশন নং সিএলডব্লু/এমএস/৩/১৫৯ অল্ট.নিল, ড্রইং নং ১২০৯-১১.১৪৪-০২৫ অল্ট-৮ এবং ১২০৯-১১.২৪৪-০২৪ অল্ট-৪, ক্যাট. নং আর/৯/০০৪৭ অনুযায়ী ডব্লুএজি-৯এইচসি লোকোর জন্য ট্রানজিশন ডাক্ট অ্যাসেমব্লি (সংলগ্ন সেটের বিবরণ অনুযায়ী ০২টি আইটেম সম্বলিত প্রতিটি সেট) **(ওয়ারান্টি পিরিয়ড ঃ** ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস); ৮৯১.০০ সেট; ৯,০১,০৩০ টাকা; ১২.০৮.২০২৪-এ বেলা ১১টা।

(খ) নং ঃ সিওএস/সিআরজে/পিইউবি/ই-টেন্ডার/১৯/০১৬২, তারিখ ঃ ২৫.০৬.২০২৪। ক্রঃ নং ঃ (১); টেন্ডার নং ঃ ৯১২৪১০১১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ঃ রোটর শ্যাফ্ট (ফিনিশ মেশিনড্), ড্রইং নং ১টিডব্লুডি.০৯৬.০০৯ অল্ট-১ এবং ২টিজেএফ.০৯৬.০১৫ অল্ট-৪, এসকেইএল ৫০৩২ অল্ট.০, এসকেইএল ৫০৪৩ অল্ট ০, স্পেসিফিকেশন নং ঃ ৪টিএম এস.০৯৬.০৭১ রিভ.-১, অল্ট-১, এসটিআর নং ঃ সিএলডব্লু/টিএম/০৩৯৪/রোটর শ্যাফ্ট (ফিনিশ মেশিনড্) রিভ.-২ **(ওয়ারান্টি পিরিয়ড ঃ** ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস)। **পরিমাণ ঃ ৯৫১.০০টি। বায়নামূল্য জমা (টাকা) ঃ** ১৭,৬৩,৪৯০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় (প্র.ভা.স.) ঃ ০৫.০৮.২০২৪-এ বেলা ১১টা।**

(গ) নং ঃ সিওএস/সিআরজে/পিইউবি/ই-টেন্ডার/১৯/০১৬২, তারিখ ঃ ২৫.০৬.২০২৪। ক্রঃ নং ঃ (১); টেন্ডার নং ঃ ৯১২৪১০১১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ঃ রোটর শ্যাফ্ট (ফিনিশ মেশিনড্), ড্রইং নং ১টিডব্লুডি.০৯৬.০০৯ অল্ট-১ এবং ২টিজেএফ.০৯৬.০১৫ অল্ট-৪, এসকেইএল ৫০৩২ অল্ট.০, এসকেইএল ৫০৪৩ অল্ট ০, স্পেসিফিকেশন নং ঃ ৪টিএম এস.০৯৬.০৭১ রিভ.-১, অল্ট-১, এসটিআর নং ঃ সিএলডব্লু/টিএম/০৩৯৪/রোটর শ্যাফ্ট (ফিনিশ মেশিনড্) রিভ.-২ **(ওয়ারান্টি পিরিয়ড ঃ** ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস)। **পরিমাণ ঃ ৯৫১.০০টি। বায়নামূল্য জমা (টাকা) ঃ** ১৭,৬৩,৪৯০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় (প্র.ভা.স.) ঃ ০৫.০৮.২০২৪-এ বেলা ১১টা।**

[PR4/492] পিসিএমএম/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন

অনুসরণ করুন ঃ www.facebook.com/clwrailways

ময়দান

EKDIN, VOL. 18, ISSUE NO. 21, KOLKATA, SUNDAY
30 JUNE 2024, PAGE 8

কলকাতা ৩০ জুন ২০২৪

১৯৮৩ বিশ্বকাপজয়ী কপিলের সঙ্গে রোহিতের মিল দেখছেন শ্রীকান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি: নব্বইয়ের দশকে কিছু সময়ের অধিনায়ক শ্রীকান্ত রোহিতের মধ্যে ১৯৮৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপের কপিল দেবকে দেখতে পাচ্ছেন। চার দশক আগে কপিলের নেতৃত্বেই প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ হাতে তুলেছিল ভারত।

শ্রীকান্ত এরপর যোগ করেন, 'খেয়াল করে দেখুন, এবারের বিশ্বকাপে নেতা হিসেবে দলকে কে নেতৃত্ব দিচ্ছে? রোহিত অন্যদের বলে, তশোনো, ঝুঁকিপূর্ণ শট আমিই খেলা শুরু করব। আমিই দায়িত্ব নেব।দ আর সেটারই প্রতিফলন দেখা যায় মাঠে তাঁর দুর্দান্ত সব শট আর ইনিংসে। ও শুরু করে দেওয়ার পর বাকিরা ওর ইনিংস কেন্দ্র করে ভালো করে থাকে।'

এবারের আসরে এখন পর্যন্ত ১৫৫.৯৭ স্ট্রাইক রেট ও ৪১.৩৩ গড়ে ২৪৮ রান করেছেন রোহিত। যার মধ্যে ফিফটি তিনটি। তবে অন্যদের ছোট ইনিংসও দলের জন্য ভূমিকা রাখছে বলেও মনে করেন শ্রীকান্ত, 'একটা দলের সবাইকেই দরকার হয়। সূর্যকুমার, ঋষভ পন্ত, হার্দিক পান্ডিয়া, সবাইকেই। এমনকি অক্ষর প্যাটেলের ১০,১২ রানও গুরুত্বপূর্ণও।'

ভারতের প্রথম বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক কপিলের সঙ্গে রোহিতের মিল তুলে ধরতে গিয়ে শ্রীকান্ত বলেছেন, 'অধিনায়কের ক্ষেত্রে বড় ব্যাপার, বোলারদের ভালোভাবে কাজে লাগানো। সেমিফাইনালেই যেমন ইংল্যান্ডের বিপক্ষে চতুর্থ ওভারেই অক্ষরকে নিয়ে এসেছে, ওই ওভারেই জস বাটলার আউট। তো কথা হচ্ছে, রোহিতের যে ব্যাপারটা আমার খুব পছন্দের, সেটা মাঠে শান্ত ও ধীরস্থির থাকা। এই ব্যাপারটা কপিল দেবের মধ্যেও দেখতাম। তখন কপিলকে কেন্দ্র করেই সবাই দলের সাফল্যে অবদান রাখত। দল মানে একজনের ব্যাপার নয়। রোহিত শর্মা দলকে একতাবদ্ধ করছে। যেটা অধিনায়ক এবং নেতা হিসেবে খুব গুরুত্বপূর্ণ।'

রোহিতের নেতৃত্বে এখন পর্যন্ত দুটি আইসিটি টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলেছে ভারত। ২০২৩ সালে আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ও ওয়ানডে বিশ্বকাপের দুটি ফাইনালেই হেরেছিল ভারত। এবার তৃতীয় ফাইনালে কী অপেক্ষা করছে?

মেয়েদের টেস্টে আবার বিশ্বরেকর্ড ভারতের, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ৬০৩ রানে ভাঙল অস্ট্রেলিয়ার নজির

নিজস্ব প্রতিনিধি: দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে ৬০৩ রান করল ভারত। মেয়েদের ক্রিকেটে এটাই টেস্টে এক ইনিংসে সবচেয়ে বেশি রান। শনিবার চেন্নাইয়ের এমএ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে রেকর্ড গড়লেন হরমনপ্রীত কৌরেরা। অস্ট্রেলিয়ার রেকর্ড ভেঙে দিলেন তাঁরা।

অস্ট্রেলিয়া এর আগে ৫৭৫ রান করেছিল। মেয়েদের ক্রিকেটে সেটাই ছিল এক ইনিংসে সবচেয়ে বেশি রান। ভারতীয় মেয়েরা সেই রেকর্ড ভেঙে দিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ৬০৩ রান তুলে ডিক্লেয়ার করে দেন হরমনপ্রীতেরা।

শুক্রবার বিশ্বরেকর্ড গড়েছিলেন শেফালি বর্মা। তিনি মেয়েদের ক্রিকেটে দ্রুততম দ্বিশতরান করেছিলেন। শনিবার আরও একটি বিশ্বরেকর্ড করল ভারত। এ বার যদিও দলগত রেকর্ড। রিচা ঘোষ চার মেরে রেকর্ডটি গড়েন। শেষ পর্যন্ত রিচা ৮৬ রান করে আউট হতেই ডিক্লেয়ার করে দেয় ভারত।

ভারতের ৬০৩ রান তোলার নেপথ্যে অবশ্যই শেফালি এবং স্মৃতি মন্ধানা। শেফালি ২০৫ রান করেন। স্মৃতি করেন ১৪৯ রান। তাঁরা ২৯২ রানের জুটি গড়েন। শেফালি এবং স্মৃতি আউট হয়ে ফিরলেও জেমাইমা রদ্রিগেজ (৫৫) এবং হরমনপ্রীত (৬৯) কিছুটা রান করেন। তবে তাঁরা শেফালিদের তুলনায় মন্থর ইনিংস খেলেন।

রিচা যদিও খেলছিলেন নিজের ছন্দে। তিনি ৯০ বলে ৮৬ রান করেন। শতরান থেকে মাত্র ১৪ রান দূরে আউট হয়ে যান বাংলার রিচা। সঙ্গে সঙ্গে ডিক্লেয়ার করে দেন হরমনপ্রীত। চা বিরতি পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা ১০৬ রান করেছে। ২ উইকেট হারিয়ে তারা। দু'টি উইকেটই নেন স্নেহ রানা।

কোচ-ক্রিকেটারদের 'বোঝাপড়ার সমস্যা' খতিয়ে দেখবে বিসিবি

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাংলাদেশ দলের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পারফরম্যান্স নিয়ে ২ জুলাই অনুষ্ঠেয় বিসিবির পরিচালনা পর্ষদের সভায় আলোচনা হবে বলে জানিয়েছেন বিসিবির ক্রিকেট পরিচালনাপ্রধান জালাল ইউনুস। মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামের বিসিবি কার্যালয়ে অনুষ্ঠেয় সভায় দলে কৌশলগত কোনো ভুলভ্রান্তি ছিল কি না, সেসব নিয়েও কথা হবে। আলোচনা হবে দলের কোচিং স্টাফের সঙ্গে খেলোয়াড়দের বোঝাপড়ার সমস্যা হয়েছে কি না, তা নিয়েও।

বনানীতে নিজের কার্যালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে জালাল ইউনুস বলেন, 'ভুলভ্রান্তি থাকতে পারে। কেন ভুলভ্রান্তি হলো, সেগুলো খুঁজে বের করতে হবে। এখানে টিম ম্যানেজম্যান্ট বলেন, যাদের আমরা কোচিং স্টাফ বোঝাই, তাদের কোনো গাফিলতি আছে কি না, অথবা খেলোয়াড়দের সঙ্গে তাদের বোঝাপড়ার সমস্যা হচ্ছে কি না, এটা আমাদের জানা দরকার। তাদের মধ্যে কোনো ব্যবধান ছিল কি না, সেটাও আমাদের জানতে হবে।'

অন্য এক প্রশ্নের জবাবে ক্রিকেট পরিচালনাপ্রধান বলেন, 'একটা দল যখন মাঠে নামে, তখন কোচ আর অধিনায়কেরই সিদ্ধান্ত বেশি থাকে। সিদ্ধান্ত একটা নিতেই হয়। ভুলও হতে পারে, ঠিক হতে পারে। এটুকু ঝুঁকি তো নিতেই হয়। এমন কোনো ভুল হয়েছে কি না, সেটাও দেখা দরকার আছে।'

জাতীয় দলের কোচিং স্টাফে পরিবর্তন আসবে কি না, জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'এগুলো নিয়ে (কোচদের থাকা না থাকা) আমরা এখনো আলাপ-আলোচনা করিনি। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে বোর্ড মিটিংয়ে আলোচনা হবে।'

দলের দুই অভিজ্ঞ ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান ও মাহমুদউল্লাহর ভবিষ্যৎ নিয়ে জানতে চাইলে জালাল ইউনুস বলেছেন, 'সাকিব বা মাহমুদউল্লাহ কারও নাম নিয়ে বলছি না। যারা পারফর্ম করবে, তারাই সামনে খেলবে। তারা দুজন দলের হয়ে পারফরম করে আসছে। আমরা তাদের সেভাবেই মূল্যায়ন করতে চাই। যারা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ছিল, সবাই সামর্থ্য দিয়েই দলে ছিল। ভবিষ্যতে যারা আসবে, তারাও নিজেদের সামর্থ্য দিয়ে আসবে। দলে পারফরম্যান্সকেই সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।'

বিশ্বকাপ খেলে আসা ক্রিকেটারদের অনেকেই আগামী মাসে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে ব্যস্ত থাকবেন। আগামীকাল লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগ খেলতে যাওয়ার কথা তাওহিদ হৃদয়, তাসকিন আহমেদ ও মোস্তাফিজুর রহমানের। সাকিব খেলবেন যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ ক্রিকেটে। আর রিশাদ হোসেন, শরীফুল ইসলাম ও মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন খেলবেন কানাডার গ্লোবাল টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে।

তাঁদের সবাই বিসিবির কাছ থেকে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছেন। তবে ক্রিকেটারদের আগামী ১০ আগস্টের মধ্যে দেশে ফিরতে হবে বলে জানিয়েছেন জালাল ইউনুস, 'গ্লোবাল টি-টোয়েন্টি আর এলপিএলের জন্য অনেককেই বিভিন্ন সময়ের জন্য দেওয়া (ছাড়পত্র) হয়েছে। কিন্তু যাদেরই ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে, তাদের বলা হয়েছে ১০ আগস্টের মধ্যে রিপোর্ট করার জন্য।দ

বাংলার ক্রিকেটের সঙ্গেই যুক্ত থাকছেন মন্ত্রী মনোজ, এ বার দেখা যাবে নতুন ভূমিকায়

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত মরসুম শেষে ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছিলেন মনোজ তিওয়ারি। বাংলার জার্সিতে আর তাঁকে ক্রিকেট খেলতে দেখা যাবে না। কিন্তু বাংলার ক্রিকেটের সঙ্গেই থাকছেন মনোজ। 'ভিশন ২০২০'-তে ব্যাটিং পরামর্শদাতা হিসাবে যোগ দিচ্ছেন বাংলার ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী।

বাংলার হয়ে ২০ বছর ক্রিকেট খেলেছেন মনোজ। ভারতের হয়ে ১২টি এক দিনের ম্যাচ এবং তিনটি টি-টোয়েন্টি খেলার অভিজ্ঞতাও রয়েছে। আন্তর্জাতিক শতরানও রয়েছে একটি। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে রয়েছে ১০১৯৫ রান। সেই মনোজকেই পাবেন বাংলার ক্রিকেটের ভবিষ্যতের তারকারা। শনিবার সেই সংক্রান্ত বৈঠকও রয়েছে সিএবি-তে।

শুক্রবার বেঙ্গল প্রো টি-টোয়েন্টি লিগের ফাইনাল ছিল। সেই প্রতিযোগিতায় হারবার ডায়মন্ডস দলের অধিনায়ক ছিলেন মনোজ। প্রতিযোগিতা শেষ হতেই বাংলার ভবিষ্যৎ তৈরির পরিকল্পনা শুরু করে দিয়েছে সিএবি। মনোজ বললেন, তবাংলার ক্রিকেটের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারলে ভাল লাগে। যেখানে ক্রিকেট খেলেছি, সেখানে কিছু ফিরিয়ে দিতে পারলে ভাল লাগবে।দ খুশি বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লও। তিনি বললেন, তমনোজের মতো ক্রিকেটার বাংলার ক্রিকেটের সঙ্গে যুক্ত থাকলে, সেটা দলের জন্য ভাল। ও ভবিষ্যতের তারকা তৈরি করতে পারবে। ওর অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে পারবে।দ

'ভিশন ২০২০' প্রজেক্টে এর আগে মুথাইয়া মুরলীধরন, ভিভিএস লক্ষ্মণের মতো ক্রিকেটারেরা যুক্ত ছিলেন। তাঁদের থেকে ক্রিকেটের পাঠ নিয়েছিলেন বাংলার ক্রিকেটারেরা। মাঝে করোনা অতিমারির কারণে বন্ধ ছিল এই প্রজেক্ট। এই বছর মনোজের সঙ্গে 'ভিশন ২০২০' প্রজেক্টে থাকতে পারেন বেঙ্কটেশ প্রসাদ এবং নরেন্দ্র হিরওয়ানিও।

ভিনিসিয়ুস বললেন, 'নিজের জন্য নয়, আমি খেলি ব্রাজিলের জন্য'

নিজস্ব প্রতিনিধি: ব্রাজিলের জার্সিতে প্রথম ৩১ ম্যাচে ৩ গোল। কিন্তু আজ প্যারাগুয়ের বিপক্ষে ব্রাজিলের ৪,১ ব্যবধানের জয়ে একাই করলেন জোড়া গোল। ব্রাজিলের প্রয়োজনের সময়ে দারুণ নৈপুণ্য দেখিয়ে জ্বলে ওঠার বার্তাটা দিলেন দলের অন্যতম সেরা তারকা ভিনিসিয়ুস জুনিয়র।

কোপা আমেরিকায় ব্রাজিলের প্রথম ম্যাচের পর বেশ সমালোচনার মুখে ছিলেন রিয়াল মাদ্রিদ উইঙ্গার। স্প্যানিশ ক্লাবটির হয়ে লিগ এবং চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতে ব্যালন ডি'অরের দৌড়ে এগিয়ে থাকা ভিনিসিয়ুসের এমন মলিন পারফরম্যান্স যেন মানতেই পারছিলেন না ব্রাজিল সমর্থকেরা।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ সমালোচনাও হয়েছে তাঁর। কিন্তু সব জবাব যেন ভিনি প্যারাগুয়ের বিপক্ষে ম্যাচের জন্যই জমিয়ে রেখেছিলেন। তবে শুধু গোল দিয়েই ভিনিসিয়ুসকে বিচার করার সুযোগ নেই। ম্যাচজুড়ে যখনই ভিনিসিয়ুসের পায়ে বল, তখনই দারুণ কিছু হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

গতি, ড্রিবল, পাস কিংবা শটে প্রতিপক্ষকে একাই কাঁপিয়ে দিয়েছেন ভিনি। ড্রিবল করতে গিয়ে কিংবা গতির ঝড় তুলতে গিয়ে সব সময় যে সফল হয়েছেন, তা নয়, কিন্তু সব মিলিয়েই আজ প্যারাগুয়ের জন্য আতঙ্ক হয়ে ছিলেন এই রিয়াল মাদ্রিদ উইঙ্গার।

নেভাদায় ম্যাচের ১০ মিনিটের মধ্যেই নিজের লক্ষ্য স্পষ্ট করেন ভিনি। পরপর দুই আক্রমণে বাঁ প্রান্তে আগুন ঝরিয়ে বুঝিয়ে দেন, আজ আক্রমণই শেষ কথা। আগের ম্যাচে একটি শটও নিতে না পারা এই উইঙ্গার আজ নিয়েছেন ৩টি শট। শটের যথার্থতাও ছিল ৬৭ শতাংশ। ড্রিবল করতে গিয়ে ৭ বার পেয়েছেন সফলতা।

এর মধ্যে কিছু কিছু ছিল রীতিমতো জাদুকরী। কোস্টারিকার বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে ভিনির এমন পারফরম্যান্সের অভাবটাই ভুগিয়েছিল ব্রাজিলকে। আজ যা পুরোপুরি পুষিয়ে দিলেন। ম্যাচ শেষে নিজের পারফরম্যান্স নিয়ে কথা বলেছেন ভিনি।

নিজের জন্য খেলেন না জানিয়ে এই ব্রাজিলিয়ান তারকা বলেছেন, 'একটা কথা সব সময় বলি, আমি কখনো নিজের জন্য খেলি না। আমি খেলি দলের জন্য, ব্রাজিলের জন্য, দেশের জন্য। আমি নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করি। সব সময় সেটা সম্ভব হয় না। আজ দারুণ একটি ম্যাচ খেলেছি। আমি যে স্তরের খেলোয়াড়, এটা জানি যে জাতীয় দলকে সহায়তা করতে আমাকে উন্নতি করতে হবে। এই দল ব্রাজিলকে তার যোগ্য স্থানে নিয়ে যেতে চায়।'

ম্যাচে নেইমারের মতো উদ্‌যাপন করেও আলোচনায় এসেছেন ভিনিসিয়ুস। পরে ভিনির উদ্‌যাপনের ছবির কোলাজ ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে শেয়ার করেছেন নেইমার। লিখেছেন, 'আজকের জন্য অভিনন্দন।' এর আগে প্রথম ম্যাচে ভিনিসিয়ুসদের ব্যর্থতায় হতাশ হওয়ার কথা বলেছিলেন নেইমার। আজ গ্যালারিতে ভিনির গোলের পর নেইমারের উদ্‌যাপনই বলে দিচ্ছিল তাঁর বদলে যাওয়া অনুভূতির কথা।

ভিনিসিয়ুস জাদুতে রাজার মতো কোপায় ফিরল ব্রাজিল

ব্রাজিল ৪ — ১ প্যারাগুয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি: অবশেষে ব্রাজিলের জার্সিতে জ্বলে উঠলেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। অবশেষে রাজার মতোই ফিরল ব্রাজিল। কোপা আমেরিকার প্রথম ম্যাচের পর নিজের পারফরম্যান্স নিয়ে সমালোচনার মুখে ছিলেন ভিনিসিয়ুস। ব্রাজিলের জার্সিতে তাঁর সামগ্রিক পারফরম্যান্সও ছিল ম্লান। সব মিলিয়ে ৩১ ম্যাচে করেছিলেন মাত্র ৩ গোল। এই রিয়াল মাদ্রিদ তারকা শুধুই ক্লাবের খেলোয়াড় কি না, এমন প্রশ্নও তুলেছিলেন কেউ কেউ।

কিন্তু সেরা তারকারা জানেন, কখন জ্বলে উঠতে হয় আর কীভাবে ঘুরে দাঁড়াতে হয়। ভিনিসিয়ুসও ফিরলেন ঠিক সেভাবেই। জোড়া গোলের পাশাপাশি বল পায়েও ছড়িয়েছেন আলো। আর ভিনির সঙ্গে যেন ফিরল ব্রাজিলের ফুটবলও। তাঁর জোড়া গোলের সঙ্গে সাভিও ও লুকাস পাকেতার গোলে প্যারাগুয়ের বিপক্ষে ব্রাজিল জিতেছে ৪-১ গোলে।

এ জয়ে গ্রুপ 'ডি'তে ২ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার দুইয়ে থাকল ব্রাজিল। একই দিন অন্য ম্যাচে কোস্টারিকাকে ৩-০ গোলে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছেছে কলম্বিয়া। আগামী বুধবার গ্রুপ পর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে ব্রাজিলের প্রতিপক্ষ কলম্বিয়া। ২ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলে দ্বিতীয় ব্রাজিল। সমান ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে কলম্বিয়া। তৃতীয় কোস্টারিকার সংগ্রহ ২ ম্যাচে ১ পয়েন্ট। ২ ম্যাচে কোনো পয়েন্ট না পাওয়া প্যারাগুয়ে তলানিতে।

নেভাদায় আজ ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল উপহার দেয় ব্রাজিল। বাঁ প্রান্ত দিয়ে পরপর দুবার আক্রমণে যান ভিনিসিয়ুস জুনিয়র; যদিও শেষ পর্যন্ত গোল আসেনি। সমালোচনার জবাব দিতেই হয়তো আজ শুরু থেকে গতিময় ও প্রত্যয়ী ছিলেন ভিনি।

প্যারাগুয়ে চেষ্টা করছিল ভিনিসহ ব্রাজিলের আক্রমণের গতি নষ্ট করার। ১৫ মিনিটে অবশ্য খেলার ধারার বিপরীতে গোলটা প্রায় পেয়েই গিয়েছিল প্যারাগুয়ে। বক্সের বাইরে থেকে দামিয়ান বোবাদিয়ার শট ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার মিলিতাওয়ের গায়ে লেগে জালে জড়াতে গেলে দুর্দান্ত দক্ষতায় ঠেকিয়ে দেন আলিসন। প্যারাগুয়ে এ সময় চেষ্টা করছিল বল নিজেদের পায়ে রেখে ব্রাজিলকে সহজাত খেলাটা খেলতে না দেওয়ার।

এর মধ্যে আক্রমণ ঠেকাতে গিয়ে ম্যাচের ৩০ মিনিটে ব্রাজিলকে পেনাল্টি উপহার দিয়ে বসে প্যারাগুয়ে। সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি ব্রাজিল। পেনাল্টি মিস করেন লুকাস পাকেতা। কিন্তু ৩৫ মিনিটে দুর্দান্ত এক আক্রমণ থেকে ঠিকই গোল আদায় করে নেয় ব্রাজিল।

ম্যাচের শুরু থেকে গতিময় ও দুর্দান্ত খেলতে থাকা ভিনিসিয়ুস দারুণ ফিনিশিংয়ে এগিয়ে দেন ব্রাজিলকে। দারুণ নৈপুণ্যে এই গোলে অবদান রাখেন পেনাল্টি মিস করা পাকেতাও। গোল খেয়ে জেগে ওঠার চেষ্টা করে প্যারাগুয়ে। পরপর দুবার আক্রমণেও যায় তারা। কিন্তু সমতা ফেরাতে পারেনি।

উল্টো ৪৩ মিনিটে দ্বিতীয় গোলও আদায় করে নেয় ব্রাজিল। দারুণ এক আক্রমণ থেকে শুরুতে রদ্রিগোর শট প্রতিহত হলেও ফিরতি শটে ঠিকই বল জালে জড়ান সাভিও। এই গোলের পর দুই দলের খেলোয়াড়েরা সংঘাতেও জড়ান। তবে গোল ও সংঘাতের রেশ কাটার আগেই যোগ করা সময়ে নিজের দ্বিতীয় ও দলের তৃতীয় গোল আদায় করে নেন ভিনিসিয়ুস। ব্রাজিলের বিদ্যুৎ,গতির আক্রমণে রদ্রিগোকে ঠেকিয়ে দেয় প্যারাগুয়ে ডিফেন্স, কিন্তু ছুটে এসে নেওয়া দারুণ এক শটে ঠিকই গোল আদায় করে নেন ভিনিসিয়ুস।

বিরতির পর ৪৮ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে ওমর আলদারেতের দুর্দান্ত এক গোলে ব্যবধান ৩-১ করে প্যারাগুয়ে। এক গোল শোধ করে ব্রাজিলের ওপর চাপ প্রয়োগের চেষ্টা করে প্যারাগুয়ে। এর মধ্যে আলিসন বাধা না হলে ব্যবধান ৩-২ করতে পারত প্যারাগুয়ে। তবে প্যারাগুয়ে দ্বিতীয় গোল না পেলেও ব্রাজিল ঠিকই চতুর্থ গোলটি আদায় করে নেয়। ৬৩ মিনিটে বক্সের ভেতর হ্যান্ডবলের কারণে আবার পেনাল্টি উপহার পায় ব্রাজিল।

প্রথমবারের মতো এবারও শট নিতে আসেন পাকেতা। তবে এবার আর ভুল করেননি। ব্রাজিলকে এনে দেন ম্যাচের চতুর্থ গোল। চার গোল খেয়ে ম্যাচে ফেরার আর কোনো সুযোগ ছিল না প্যারাগুয়ের। উল্টো ৮১ মিনিটে প্যারাগুয়ের মিডফিল্ডার কুবাস লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়লে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয় প্যারাগুয়ের জন্য; যদিও আর কোনো গোল হজম করেনি তারা।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**